করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

27 January 2022, Thursday, 5th Year, Issue 254, 40 Pages

এবং বিশ্বজিৎ: কিংবদন্তির আত্মজীবনী

পৃষ্ঠা: ২৪

২৭ জানুয়ারি ২০২২, ১৩ মাঘ ১৪২৮, ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫৪, পৃষ্ঠা: ৪০

চ্যালেঞ্জের মুখে মেয়র এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্কে অপরাধ দমন

রহমান মাহবুব

দুইজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু এবং নগরের বিরাজমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর আমেরিকার সবচেয়ে কোলাহলের নগরীর আইন শৃংখলা সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ার অপবাদ তিনি বয়ে বেড়াতে আর ইচ্ছুক নন। অনেকটাই বেপরোয়া উদ্যোগ নিতে বাধ্য হচ্ছেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মেয়র এরিক অ্যাডামস।

২৪ জানুয়ারি সোমবার মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, যন্ত্রণাকে আমরা একটা লক্ষ্য হিসেবে অর্জন করব। সহিংসতাকে একটি স্বাস্থ্য সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বন্দুক সহিংসতা বন্ধের জন্য আন্তঃরাজ্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে। আগাম হস্তক্ষেপ এবং প্রতিরোধ কৌশল অবলম্বন করে নগরজুড়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নিউইয়র্কের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে সাদা পোশাকে পুলিশ নিয়োগ করা হবে। যুব-তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান করে অপরাধ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হবে।

নিউইয়র্ক নগরের ৮০ শতাংশ সহিংসতা ৩০টি প্রিসেংক্ট এলাকায় হয়ে থাকে। মেয়র অ্যাডামস বলেছেন, এসব এলাকায় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হবে। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি জানান। এরিক অ্যাডামস বলেন, বন্দুক সহিংসতা নিউইয়র্ক নগরের একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। এ সমস্যা নগরের প্রতিটি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সহিংসতার শিকার সমস্ত পরিবারগুলোর

- বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য মেয়র এরিক অ্যাডামস যুবকদের জন্য গ্রীষ্মকালীন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

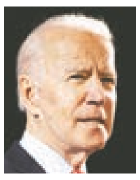

জো বাইডেন

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্কে আগামী সপ্তাহেই বাইডেন অ্যাডামস বৈঠক

শেলী জামান খান

মেয়র এরিক অ্যাডামসের সাথে বৈঠক করার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিউইয়র্কে আসছেন। নগরের অপরাধ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

গলি মিলিয়নারদের গলি হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটন ফিফথ অ্যাভিনিউ। স্থানীয়রা বলেন ওয়ার্ল্ড অ্যাভিনিউ, বিশ্বের অভিজাত মানুষের শপিং এলাকা। করোনা মহামারিতে ফিফথ এভিনিউ এখনও অনেকটা জনমানবহীন। ২৫ জানুয়ারি ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী সৈয়দ মাসুদুল কবির

গুলিবিদ্ধ নিউইয়র্কের দ্বিতীয় পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের হারলেম এলাকায় গত শুক্রবারের ঘটনায় দ্বিতীয় পুলিশ কর্মকর্তা মারা গেছেন। ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার

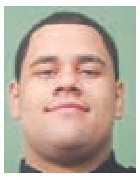

উইলবার্ট মোরা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আলোচনায় কমলা হ্যারিস!

সুপ্রিম কোর্টে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি

ইব্রাহীম চৌধুরী

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতি নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ৮৩ বছর বয়সী মধ্যপন্থী উদারনৈতিক বিচারক হিসেবে পরিচিত স্টিফেন ব্রেয়ার পদত্যাগ করছেন। ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকে থাকা বর্তমান সময়ে স্টিফেন ব্রেয়ারের অবসরে যাওয়াকে মিশ্রভাবে দেখা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একজন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বাড়তে পারে নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক বেকার ভাতা

এইচ বি রিতা

নতুন প্রণীত একটি আইনের ফলে নিউইয়র্ক রাজ্যে কর্মহীন কর্মজীবীদের বেকার ভাতার পরিমাণ বাড়তে পারে। পাশাপাশি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রদেয় কর প্রদানে বিরতি গ্রহণ করার সুযোগ পেতে পারে।

লং আইল্যান্ড থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট রাজ্য সিনেটর আনা ক্যাপলান বিলটি এ সপ্তাহে রাজ্য সিনেটে উপস্থাপন করেন। ২৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার বিলটি সর্বসম্মতভাবে সিনেটে পাশ হয়েছে। রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপনের পর আইনটি পাশ হওয়ার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। এ আইন পাস হলে নিউইয়র্কের চাকরিচ্যুত কর্মজীবীদের সাপ্তাহিক বেকার ভাতার পরিমাণ বাড়বে। নিউইয়র্ক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সংসদে ড. মোমেন

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পিআর ফার্মকে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সর্বোপরি জনগণের

আব্দুল মোমেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
MHC
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
E-mail : info@markshhc.com
www.markshhc.com
আমরা নূতন গ্রাহক এবং এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome Agency Transfers and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
Bronx: 1232 Virginia Ave, Bronx, NY 10472 | 1514 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Brooklyn: 413 Bay Ridge Ave, Brooklyn, NY 11220 | 219 Church Ave, Brooklyn, NY 11218 | 1122 Coney Island Ave, Suite 220 (2nd fl.), Brooklyn, NY 11230
Queens: 40-04 Junction Blvd, Corona, NY 11368 | 37-20 74th Street, Jackson Hts, NY 11372 | 148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Hicksville: 217 Bethpage road, Hicksville, NY 11801
Buffalo: 1049 Broadway St. Suite # 4, Buffalo, NY 14212

CHISHTI CPA PC
চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)
AUTHORIZED e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
Direct Deposit
একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372
Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- **বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।**
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

Ms. Farzana Choudhury

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A **MEDICAL ASSISTANT**
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

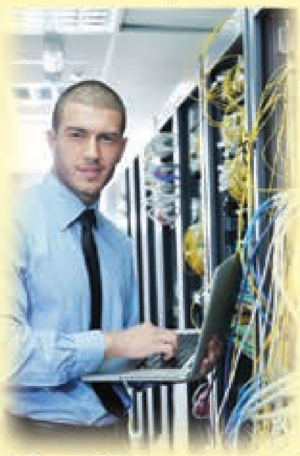

BECOME A **COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR**
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো নেই

শাহাজালাল বিজ্ঞান অপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভালো নেই। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অন্দোলনের শিক্ষা তাঁদের ধমনিতে। জ্বালাও পোড়াও না করে অহিংস আন্দোলনের চরম অবস্থা, আমরণ অনশন করার তিন দিন পরও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার, স্লোগানে মুখরিত ক্যাম্পাস। দাবির প্রতি একাত্ম সর্বপর্যায়ের শিক্ষার্থীরা।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন, "আমার বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে আমি অনেকবার অনেক ধরনের আন্দোলন হতে দেখেছি। কাজেই আমি একটি আন্দোলনের ধাপগুলো জানি। প্রথম ধাপে যখন হলের মেয়েরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে উপাচার্যের কাছে গিয়েছে, সেটি সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। আমি খুব ভালো করে জানি, একটুখানি আন্তরিকতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কঠিন দাবি-দাওয়াকে শান্ত করে দেওয়া যায়। কেউ একজন তাদের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা শুধু এটুকু নিশ্চয়তা চায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন যদি একটুখানি জনপ্রিয়তা পায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সেখানে ঢুকে পড়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেটাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি সতর্ক না থাকে, তখন নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আন্দোলন যদি থেমে না যায়, তখন সরকারী ছাত্রদের সংগঠন (এখানে ছাত্রলীগ) তাদের ওপর হামলা করে। প্রায় সব সময়ই সেটা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তাদের সলাপরামর্শে। তারপরও যদি আন্দোলন চলতে থাকে, তখন কর্তৃপক্ষকে পুলিশ ডাকতে হয়; পুলিশ এসে পেটানোর দায়িত্ব নেয়।

এই আন্দোলনে আমি এর প্রতিটি ধাপ ঘটতে দেখেছি। প্রচলিত প্রক্রিয়ার বাইরে যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে পুলিশের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা। যত বড় পুলিশ বাহিনীই হোক, তারা ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তোলার আগে একশ বার চিন্তা করে। এখানে সেটা হয়নি। শটগান দিয়ে গুলি পর্যন্ত করা হয়েছে। বিষয়টি আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। পুলিশের চৌদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য যে, সেই গুলিতে কেউ মারা যায়নি। বোঝাই যাচ্ছে, সিলেটের পুলিশ বাহিনীর তেজ এখনো কমেনি। তারা দুইশ থেকে তিনশ ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে রেখেছে। যখন প্রয়োজন হবে, কোনো একজনের নাম ঢুকিয়ে তাকে শায়েস্তা করা যাবে! হয়রানি কত প্রকার ও কী কী—শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম বয়সী ছাত্রছাত্রীরা সেটা এবারে টের পাবে।"

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এখন উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

আমরা যারা দেশের বাইরে থাকি। মনটা দেশের জন্য পড়ে থাকে। রাজপথে কান্নার আওয়াজ বুকে লাগে বলেই অস্বস্তি বাড়ছে। সন্তানরা মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে ঘরের বাইরে পড়ে আছে! কেউ কী নেই তাদের ফেরানোর জন্য! এখানে কোনো রাজনীতি খোঁজার দরকার নেই। আমাদের সন্তানরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় নাগরিক সমাজকে পাশে থাকতে হয়।এ শুধু সরকারেরই দায়িত্ব নয়। দায়িত্ব নাগরিক সমাজেরও। যে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনের দিকে ঠেলে দেন, শীতের রাতে রাস্তায় থাকতে বাধ্য করেন, তিনি পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা মেনে নেবেন। সরকার তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় না করা পর্যন্ত পদ আঁকড়ে থাকার এই মানসিকতা নিন্দনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন তাঁকে উপাচার্য হিসেবে চান না, তখন তাঁর উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করে সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

সড়কে মৃত্যুর মিছিল

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু রীতিমতো মহামারিতে রূপ নিয়েছে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে, ২০২১ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৬ হাজার ২৮৪ জন। ২০২০ সালের তুলনায় গত বছর সড়কে মৃত্যু বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ, সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে সাড়ে ১৩ শতাংশ। অথচ করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছর কয়েক ধাপে দেশজুড়ে কঠোর বিধিনিষেধের কারণে মোট ৮৫ দিন গণপরিবহন বন্ধ ছিল। এতদিন গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরও সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ও মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি আসলে কতটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় এমন মৃত্যুকে হত্যা বলে মনে করছেন সড়ক পরিবহন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা এও বলছেন, গণমাধ্যমে যে পরিমাণ তথ্য প্রকাশিত হয়, প্রকৃত দুর্ঘটনা তার চেয়ে চার বা পাঁচ গুণ বেশি। সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানও সারাদেশে দুর্ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ করে না। ফলে বোঝা যায়, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে তেমন কোনো উদ্বেগ কাজ করে না। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, বরং আরও অবনতি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের দায়িত্বহীনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে সড়কে মৃত্যু কমছে না। পরিবহন খাতের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্য বন্ধ করতে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। সরকার ও পরিবহনমালিকদের বিরুদ্ধেই বারবার আঙুল উঠছে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, পরিবহন মালিকেরা সে দলের আশ্রয়পুষ্ট ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠেন। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন প্রয়োগও হয় না, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশও মানা হয় না। মাঝে-মধ্যে দু-একজন চালক-শ্রমিককে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানের বৃথা চেষ্টা করা হয়।

সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ করা হলেও এর কোনো প্রভাব সড়কে পড়েনি। মূলত আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয়নি বললেই চলে। বলা হয়ে থাকে, গণপরিবহনে মালিক-শ্রমিক সমিতি ও পুলিশের চাঁদাবাজি বন্ধ হলেই সড়কের শৃঙ্খলা বহুলাংশে ফিরে আসার কথা। কিন্তু সেটা নিয়েও কোনো ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অনেকটা সরকারের মৌন সমর্থনেই চলছে এসব চাঁদাবাজি।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার সমস্যাটি রাজনৈতিক। কারিগরিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সড়ক দুর্ঘটনার থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারকে আগে তার নিজের দায় স্বীকার করে নিতে হবে। এরপর সবচেয়ে জরুরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সড়ক দুর্ঘটনার দায় জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সেটি কোনোভাবে সম্ভব নয়। যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মানা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এককথায় সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামাতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

মহামারি যাদের জন্য আশীর্বাদ

চিররঞ্জন সরকার

ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলোর কাছে করোনাভাইরাস হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। ছবি: সংগৃহীত

পুঁজিবাদের মূল কথাই হচ্ছে মুনাফা বা লাভ। মারি-মড়ক-যুদ্ধ থেকেও পুঁজিবাদ মুনাফাই পেতে চায়। আর মহামারির সঙ্গে পুঁজিবাদের নাড়ির যোগ তার জন্ম থেকেই। মহামারির হাত ধরেই পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইউরোপ বারবার মহামারির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে। চতুর্দশ শতকের আলোচিত মহামারি 'গ্রেট প্লেগ' বা 'ব্ল্যাক ডেথ', তাতে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মারা যায়। আর সেই বিভীষিকার ক্ষণেই সেখানে পয়দা হয় পুঁজিবাদ। এত লোক মারা যাওয়ায় সেখানে একদিকে সামন্তপ্রভুদের ভূমিদাসের সংখ্যা কমে যায়, অনেক শ্রমজীবী 'মুক্ত' হয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়, আর কাজের মানুষ কম মেলায় মজুরিও কিছুটা বেড়ে গেল। অন্যদিকে অনেক জোতদার মারা যাওয়ায় প্রচুর জমি খালি পড়ে থাকে। তখন এগিয়ে আসে যাদের হাতে টাকা ছিল তারা এবং বড় বড় জমি নিয়ে, বেশি বেশি মজুরি দিয়ে অনেক মজুর নিয়োগ করে কৃষিতে পুঁজিবাদের বীজ বপন করে। শুধু তা-ই নয়, এ সময় থেকে বড় বড় সব 'কোম্পানি'ও তৈরি হয়, যে কোম্পানি বা করপোরেট সংস্থাগুলো পরবর্তীকালে পুঁজিবাদকে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আবার মারাত্মক প্লেগ এসেছিল সতেরো-আঠারো শতকে। তখন পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থা ছারখার হয়ে যাওয়ার ফায়দা তোলে কারখানা-মালিকেরা। নতুন নতুন আবিষ্কার হওয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম শ্রমিক দিয়ে বেশি উৎপাদনের কায়দা তত দিনে তাদের আয়ত্তে এসে গেছে। আর আসতে শুরু করেছে সস্তায় কলোনির কাঁচামাল। পুঁজিবাদ এবার মড়কের কাঁধে চড়ে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে।

সেই সময় মড়ক ছড়ায় মূলত উপনিবেশ বা কলোনিগুলোয়। একদিকে পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞান যেমন উপনিবেশের প্রজাদের গিনিপিগ বানিয়ে রোগারোগ্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান আহরণ করে, অন্যদিকে সেই জ্ঞানকে ক্ষমতার উৎস হিসেবে ব্যবহার করে সেই প্রজাদের ওপরে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শারীরিক আধিপত্যকে আরও পাকাপোক্ত করেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। মাঝখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান। পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে ভিন্ন প্রক্রিয়ার শাসনব্যবস্থা চালু। পুঁজিবাদের অবাধ প্রবাহে খানিকটা প্রতিরোধ!

কিন্তু বাস্তব থেকে শিক্ষা নিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই পুঁজিবাদ আরও পরিণত হয়ে ওঠে। পুরোনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বোঝাকে ঝেড়ে ফেলে বিশ্বজোড়া করপোরেট-বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়া উপনিবেশবাদ গড়ে ওঠে। এই নতুন প্রক্রিয়ায় দুনিয়াদারি চালাতে গিয়ে উদ্ভাবন করা হলো 'উন্নয়ন' আর 'বিশ্বায়ন'-এর নতুন দর্শন, যার মায়ায় বশ হলো জগতের মানুষ। এদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও বিপর্যয় ঘটে গেছে। পালটা কোনো দর্শন নেই, যে স্পর্ধার সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারে। চীন তত দিনে জেনে গেছে, 'ইট ইজ গুড টু বি রিচ' বড়লোক হওয়া দোষের নয়। কিউবার মতো দু-একটা ছোটখাটো দেশকে বাদ দিলে ঘাড়-ত্যাড়ামি করার মতো আর কেউ নেই। এর মধ্যে বজ্রাঘাতের মতো এল আরেক মহামারি এইডস। প্রথমদিকে একটু হকচকিয়ে গেলেও অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তাকেও নিজের স্বার্থে ব্যবহার করল নয়া ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ। তার অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মায়া-কাজল এঁকে চলল এইডস নিয়ন্ত্রণের বিশ্বায়ন। এই নতুন দর্শন অনুসারে আগেকার 'কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ' অচল হয়ে গেল। রোগ নিরাময়, মারি-মুক্তি, কোনো কিছুই আর 'জনসেবা'র ঘোমটা পরে রইল না। সরাসরি সুর ধরল, মাল ছাড়ো, রোগ সারাও। মড়কের থেকে মুনাফা আদায় করল পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোনো দায় নেই মড়ক দমনের, কোনো চরম ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তার ছোট-বড় প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করার, কোনো সংলাপ তৈরি করার। সবটাই একতরফা। উল্টো দিকে, জনগণের 'দেশপ্রেমের' দায় তার সব নিদান বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার। যেমন মেনে নিতে হয়েছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নামে তার সব দৌরাত্ম্য, তেমনি মানতে হবে 'করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নামে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। কারণ, পুঁজিবাদ সাপ হয়ে কাটে, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ে। সে নিজেই রোগ বয়ে আনলেও তা সারানোর কায়দাও সে-ই একমাত্র আবিষ্কার করতে পারে। আর মারির বিষকে ব্যবহার করতে পারে তার নিজের দুরারোগ্য ক্ষতের ওপরেও মলম লাগাতে। এবার, এই করোনাকালে সে তাই করতে চলেছে।

» খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বড় করপোরেট ফার্মা কোম্পানির ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণায় কোনো আগ্রহ নেই। ছয়ের দশক থেকেই করোনাভাইরাস গোত্রের সার্স বা মার্সের সন্ধান পাওয়া গেলেও এর প্রতিষেধক উদ্ভাবন করা যায়নি কেন? আসলে তাদের পছন্দ রোগ নিরাময়ের জন্য উদ্ভাবনে পয়সা ঢালা। আমরা যত বেশি অসুস্থ হব, তারা তত বেশি মুনাফা করবে। আমরা সুস্থ থাকলে তারা যে অসুস্থতা বোধ করবে–এ কথা বলাই বাহুল্য!

অন্তত দশ বছর ধরে পুঁজিবাদ একটা গাড্ডায় পড়ে রয়েছে। সেই গাড্ডা থেকে এবার সে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে করোনার কাঁধে চড়ে। গল্পটা সবাই জানে। তবু আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ২০০৮-০৯ সালে সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদের সংকট নেমে এসেছিল। আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ নানা দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল, বহু লোকের চাকরি গিয়েছিল, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ আর সরকারগুলোকে বাজারে বিস্তর টাকা ঢেলে মন্দা সামাল দিতে হয়েছিল। তার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে এবার ঢেলে সাজাতে হবে। না হলে সেবার যে দেশগুলোর গায়ে তেমন আঁচ লাগেনি, যেমন ভারত, ব্রাজিল ও চীন, আগামী সংকটে তারাও ঝলসে যেতে পারে। সেই আগামী সংকটও প্রায় ঘাড়ের ওপর চলে এসেছিল। আমেরিকার সঙ্গে চীনের শুল্কযুদ্ধে কারোরই হার-জিত কিছু বলা যাচ্ছিল না। এশিয়ার অর্থনীতির হাল ডুবুডুবু। ইউরোপের অর্থনীতি নিশ্চল, তার অগ্রগতির ইঞ্জিন জার্মানির শিল্পক্ষেত্রে ভাটা লেগেছে। জাপানের অর্থনীতিও ক্রমেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসছিল।

এখন এই সবকিছুর দায় কেয়ার অব করোনাভাইরাস। করোনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রাতা হয়ে এসেছে যেন। হ্যাঁ, ইউরোপ-আমেরিকায়ও মানুষ মরেছে। মানুষ তো মরবেই, এর মধ্যে কিছু রথী-মহারথীও থাকবে, কিন্তু তাতে ক্ষতি কী, ব্যবস্থাটা তো বাঁচবে! এই মড়কের কালেও পুঁজিবাদ তার ব্যবসা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার দখলে থাকা প্রযুক্তি আর অনলাইন ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ একদিকে যখন বিশ্বজুড়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা ও অর্থনীতির, তখন এই মহামারি যেন পৌষ মাস হয়ে এসেছে কোভিড-১৯ টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। যেসব দেশ ও কোম্পানি টিকা তৈরি করেছে, তারা সবাই অর্থনৈতিকভাবে দাঁও মারছে।

বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যে যে কয়টি কোম্পানির কোভিড টিকা বেশি বিক্রি হয়েছে, সেগুলো হলো–অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড, ফাইজার-বায়োএনটেকের কমিরনাটি, মডার্নার টিকা। এর পরেই রয়েছে চীনের সিনোফার্মের টিকা বিবিআইবিপি-কোরভি, রাশিয়ার তৈরি স্পুটনিক-ভি ও জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা জানসেন। কেবল ফাইজার-বায়োএনটেক ও মডার্না টিকা বিক্রি করে সম্মিলিতভাবে প্রতি মিনিটে ৬৫ হাজার মার্কিন ডলার মুনাফা করছে, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় তাদের আয় বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩৩ কোটি ১৫ লাখ টাকার বেশি।

গত বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় যাঁরা নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। করোনার টিকার বদৌলতেই তাঁরা এটা অর্জন করেছেন। ধনীদের তালিকায় যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মডার্নার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্টেফান ব্যানচেল ও বায়োএনটেকের সিইও উগুর সাহিন। দুজনের সম্পদ প্রায় ৪ বিলিয়ন বা ৪০০ কোটি ডলারের মতো। এ ছাড়া কাগজে-কলমে চীনের ক্যানসিনো বায়োলজিকসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এবং মডার্নার শুরুর দিকের বিনিয়োগকারীরাও ধনীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন।

ফার্মাসিউটিক্যালস সংস্থাগুলোর কাছে করোনাভাইরাস হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। এই বিশ্বব্যাপী সংকট তাদের বিক্রয় ও মুনাফা বিপুল বাড়িয়ে তোলার মোক্ষম সুযোগ। খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে বড় করপোরেট ফার্মা কোম্পানির ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণায় কোনো আগ্রহ নেই। ছয়ের দশক থেকেই করোনাভাইরাস গোত্রের সার্স বা মার্সের সন্ধান পাওয়া গেলেও এর প্রতিষেধক উদ্ভাবন করা যায়নি কেন? আসলে তাদের পছন্দ রোগ নিরাময়ের জন্য উদ্ভাবনে পয়সা ঢালা। আমরা যত বেশি অসুস্থ হব, তারা তত বেশি মুনাফা করবে। আমরা সুস্থ থাকলে তারা যে অসুস্থতা বোধ করবে–এ কথা বলাই বাহুল্য!

কাজেই করোনায় বড়লোকেরা আরও বড়লোক হচ্ছে, ধনবৈষম্য বাড়ছে, বড়লোকেরাই কেবল সরকারি প্রণোদনা পাচ্ছে; কিন্তু গরিবেরা তেমন কিছু পাচ্ছে না। কাজ হারাচ্ছে, চরম দুর্দশায় নিপতিত হচ্ছেন–এসব বলে মাতম করে কোনো লাভ নেই। দেশে এবং বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা বদলের উদ্যোগ না নিলে এসব চলতেই থাকবে।

চিররঞ্জন সরকার:গবেষক ও কলামিস্ট

জাহাঁবাজ

মোস্তফা তানিম

কিছু মানুষ আছে জাহাঁবাজ, দ্বিধাহীনভাবে কথা বলে। তারা কথায় এত বেশি পারদর্শী যে, তার সঙ্গে আরেকজনের যে সম্পর্ক, সেই লোকটির সামনেই তা অন্যদের কাছে নিজের সুবিধা মতো করে বলা শুরু করে। হয়ত আশি শতাংশ মিথ্যা। কিন্তু জ্বলজ্বলে চোখে দৃঢ় গলায়, একটুও থতমত না খেয়ে বলতে পারার একটি ক্যারিশমা আছে।

একেবারে বাস্তব কিছু উদহারণ দেই। প্রসঙ্গত, আমি সচরাচর এসব ঘটনা বিশ /পঁচিশ/তিরিশ বছর আগের স্মৃতি থেকে লিখি। মানুষটির পরিচয় যখন প্রকাশ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তখন নাম পাল্টে তার কথা লিখি। আজ সকালে একটি ঘটনা ঘটল, তিরিশ মিনিট পরেই একটা পোস্ট দিলাম "মানুষ আসলে অকৃতজ্ঞ, আজ...", এই স্বভাবটি আমার অপছন্দ।

একবার আমার নিজেকে নিয়েই একটা কবিতা লিখলাম, "জীবন তোমার আটকে গেছে নদীর চরায়।...", কাছের প্রায় সবাই ভেবে বসল, কবিতাটা তাকে নিয়েই। এর একটা সহজ উত্তর আছে, ইংরেজিতে- "I had a life before I met you", "তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেও আমার একটা জীবন ছিল।" যাহোক, যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক সতর্কবাণী দেয়ার পর এখন ঘটনা বলি। ভদ্রলোক তেজস্বী। স্পষ্ট এবং জোর গলায় কথা বলেন। অনেক গুছিয়েও কথা বলতে পারেন। কোনো এক জায়গায় কথাবার্তা চলছে। কোনো অনুষ্ঠান হবে। একজন হয়ত দীপু ভাইকে কিছু একটা করার জন্য অনুরোধ করছেন। পাশে রমি ভাই এবং আমিও আছি। তখন সেই জাহাঁবাজ ভদ্রলোক কথাটা কেড়ে নিয়ে বলবে, "শোনেন, এই যে দীপু, এই যে..." একটু সময় নিয়ে নাম মনে করে বললেন, "এই যে রমি...", তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নাম মনে করতে পারলেন না। কিন্তু তাতেও তার চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না, "এই যে ও ...."পিঠে হাত দিয়ে এমনভাবে দেখালেন, তাতেই বোঝা গেল আমি তার কত আপন। তারপর বললেন, "এরা সবাই আমার ছোট ভাই। এদের আমি আপন ছোট ভাই মনে করি, ওরাও আমাকে বড় ভাই হিসাবে মানে। ওরা কাজ করবে। আমি বললেই করবে।" তিনি যে বাটপার টাইপের লোক তা নয়। কথা বাক্চাতুর্যে আর ডমিনেট করতে করতে এই পর্যায়ে চলে এসেছেন। এখন আমি, রুমি ভাই অথবা দীপু ভাই কিভাবে বলব যে "নাহ, আপনার কথা ঠিক নয়। আপনি আমাদের চেনেনই মাত্র ছয় মাস। তার উপর আপনার কথামতো আমরা কোনো কাজ করব, এটা মনে করলেন কেন?" যে কেউ যে কাউকে আপন ভাই দাবি করতে পারে। নিকট বন্ধু দাবি করতে পারে। এই দাবি করার ফলে বিষয়টা খুবই সংবেদনশীল হয়ে যায়। তখন সেখানে,"আমি আসলে সেভাবে দেখি না" বলাটা রীতিমতো অপরাধ। অন্য যারা উপস্থিত, তারাও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। কিন্তু তারাও কিছু বলছেন না। এভাবে বাক্যবাগীশ, অথবা খ্যাতিমান মানুষ, কম বাক্যবাগীশ এবং কম খ্যাতিমান মানুষকে অন্যের সামনে "ডিফাইন" করতে থাকে।

যেমন "ও আসলে একটু কম কথা বলে, অথবা ওর সম্পর্কে আমি ভালো জানি, আমাকে সব বলেছে।" অথবা ডাহা একটা মিথ্যা সবার সামনেই বলে বসল। যেমন আমি যখন প্রথমদিকে চাকরিতে ঢুকি, সেখানে প্রতিমাসে বেস্ট প্রোগ্রামার হিসাবে একজনের নাম যেত। সব ম্যানেজার তাদের টিম থেকে একজনের নাম দেবে। আমি তখন বেশ নবীন প্রোগ্রামার, কিন্তু প্রতিমাসে আমার নাম যাওয়া শুরু করল। যাহোক আরেক টিমের ম্যানেজার, সে আমার সামনেই সবাইকে বুঝাচ্ছে যে মুস্তাফা তো আসলে এটা চায় না! ওর নাম বার বার দেয়া হয়। ওর মুখ দেখেই আমি বলতে পারি, ও ভাবছে, "হোয়াই মি?" কথাটা একদম ভুল নয়, কিন্তু সে আমাকে সবার সামনে তার নিজের স্বার্থ মোতাবেক "ডিফাইন" করল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তার উদ্দেশ্য ছিল তার টিমের একজন যেন প্রোগ্রামার যেন এটা পেয়ে যায়।

যাহোক, এটা কিন্তু ছোটখাট সমস্যা নয়। আর এখনও যে ওই ধরনের চৌকষ লোক, যারা অন্যকে ডিফাইন করে, তাদের সঙ্গে সামনাসামনি পেরে উঠি তা নয়। তাদের শক্তির একটা উৎস হচ্ছে, লজ্জা কম। কোনো কিছু বলে তাকে ফাঁপরে ফেলতে পারবেন না। যেমন একজন টাকা ধার নিয়ে অনেক দিন দিচ্ছেন না। যার কাছে কর্জ করেছেন তার সামনে যেতেও যে তার দ্বিধা হচ্ছে তা নয়। একদিন তার সামনে পড়ে গিয়ে বললেন, "টাকাটা দিতে পারছি না। খুব লজ্জায় আছি। "যে লজ্জায় থাকে সে এটা বলতে পারে না বা বলতে জানে না। এই কথা শুনে সেই ঋণদাতা ভদ্রলোক নিজেই খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন।

এদেরকে সমাজ না চাইলেও মূল্য দেয়। সবাই জানে, সবাই এসব নিয়ে আড়ালে কথাও বলে, কিন্তু তাদেরকে কোনোভাবে আটকানো যায় না। তরতর করে উপরে উঠে যায়।

আরেকজনকে যে তার সামনেই "ডিফাইন" করে, যেমন "সে এটা চায় না, সে ওটা করার জন্য আকুপাকু করছে: অথবা "সে খুবই ভালো একেবারে ফেরেশতার মতো মানুষ", এসব সে করে নিজের প্রয়োজনে। সে অনায়াসে একদিন আপনাকে আপনার সামনেই "শয়তান" বলে ডিফাইন করতেও কসুর করবে না।

হ্যাঁ, মানুষ অন্যের প্রশংসা করবে, বা তার স্বভাব সম্পর্কে কথা বলবে সেটা স্বাভাবিক। আমরা এসব বলেই থাকি। কিন্তু সেই মানুষটি সামনেই যখন আছে, সে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বুদ্ধিমান, তার মতামত নগদ নিয়ে নেয়া উচিত। যেমন "সে অবশ্য কী মনে করে জানি না।" এই বলে তাকেও সুযোগ দেয়া। তাহলে বিষয়টা আর স্বার্থান্বেষী, বা জাহাঁবাজির পর্যায়ে থাকে না। এনিয়ে একটা কোর্স নেয়া ছাড়া উপায় দেখছি না। আছে কি কোনো ট্রেনিং কোর্স? না থাকলে কেউ কি চালু করুন। আমি হব প্রথম ছাত্র।

ওহ, আরেকটা কথা। অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে ফেললাম। সামনে ফেব্রুয়ারি মাস। "লজ্জায় আছি।" নাহ, সেই ভদ্রলকের মতো বাকচাতুরী নয়, আসলেই লজ্জায় আছে। বাংলা প্রতিশব্দের উপরে সামনে বেশি মনযোগ দেব।

রাজনীতি: ওপর থেকে নিচে, নাকি নিচ থেকে ওপরে?

বিভুরঞ্জন সরকার

তৃণমূলের রাজনীতির ক্ষয়রোগ নিরাময় করতে হলে জাতীয় রাজনীতিতেই আগে পরিবর্তন আনতে হবে।

শীতকালে আমাদের দেশে সাধারণত রাজনীতির মাঠ তুলনামূলকভাবে গরম থাকে। আমাদের দেশে বড় সব আন্দোলন-সংগ্রাম শীতের আগে-পরেই হয়েছে। এ বছর সারা দেশে শীতের প্রকোপ বেশি। শীতে মানুষ জবুথবু হয়ে আছে। তবে রাজনীতিতে এখন পর্যন্ত সে রকম গরম হাওয়া নেই। গত কয়েক বছর ধরেই অবশ্য এ অবস্থা চলছে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে বিএনপি আন্দোলনের ডাক দিলেও হঠাৎ করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সেই আন্দোলনও গতি পাচ্ছে না। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনসহ আরও কিছু নির্বাচন নিয়ে কিছু তাপ-উত্তাপ থাকলেও তা সামগ্রিক রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিতে বড় কোনো ঝড় তোলার মতো নয়। নির্বাচন কমিশন আইন নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা কিছু হচ্ছে, আরও হবে, কিন্তু তাতেও রাজনীতি তেমন তেতে উঠবে বলে মনে হয় না।

উত্তাপ ছড়ানোর রাজনীতির দিন কি তাহলে দেশে শেষ হয়ে গেল? এই প্রশ্নের জবাব এখনই এক কথায় দেওয়া যাবে না। তবে এটা ঠিক যে দেশের মানুষ রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন দেখতে চায়। রাজনীতির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেন ব্যাহত না হয়, আয়-উপার্জনে ব্যাঘাত না ঘটে—মানুষ সেটাও চায়। তাই এখন রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণার আগে নেতা-নেত্রীদের মানুষের মনোভাবের কথাটা বিবেচনায় নিতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে হরতাল-ধর্মঘট ইতিমধ্যে কার্যকারিতা হারিয়েছে।

মাঠের বিরোধী দল বিএনপিকে সরকার কোণঠাসা করে রেখেছে। সভা-সমাবেশের অনুমতি খুব একটা দেওয়া হয় না। বিএনপির নেতারা কখনো কখনো ফোঁসফাঁস করলেও ফণা তুলে ছোবল হানার সক্ষমতা হারিয়ে সরকারের বেঁধে দেওয়া সীমানারেখার মধ্যেই নিজেদের রাজনৈতিক তৎপরতা সীমিত রেখেছে। তবে বিএনপির নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা অব্যাহত রেখেছেন। গণমাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য প্রচারও হচ্ছে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে মনে হয়, সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বিদেশি রাষ্ট্র ও সংস্থার কাছে নানা বিষয়ে নালিশ জানানোর প্রক্রিয়া বহাল আছে। মোটা টাকা ব্যয়ে সরকারবিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য বিদেশে বিএনপির লবিস্ট নিয়োগের তথ্য সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সামনে আনছেন।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের রাজনীতিও মূলত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা কিংবা দিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। নিয়মিত রাজনৈতিক কার্যক্রম বলতে এখন শুধু পাল্টাপাল্টি বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়াকেই বোঝায়। জাতীয় রাজনীতি যখন গতিহীন, তখন তৃণমূলের রাজনীতি যে স্থবির অবস্থায় থাকবে–সেটা নিশ্চয়ই কোনো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

একটা সময় ছিল যখন রাজনীতির গতিমুখ ছিল তৃণমূলে। মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের জন্য কাজ করে তৃণমূলে যাঁরা জনগণের বিশ্বস্ত নেতা হয়ে উঠতেন, তাঁরাই ধাপে ধাপে জাতীয় রাজনীতিতে ঠাঁই পেতেন। এখন ধারা বদলে গেছে। সামরিক শাসকদের কৃপায় আমাদের দেশের রাজনীতি ওপর থেকে নিচে যাওয়ার যে রীতি চালু হয়েছিল, এখনো সেই ধারা অব্যাহত আছে।

এখন নেতা হওয়ার জন্য জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। এখনকার বেশির ভাগই হাইব্রিড নেতা। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। রাজনীতি এখন বিত্তবান হওয়ার উপায়। রাজনীতি পরিণত হয়েছে ব্যবসায়। কম বিনিয়োগে বেশি মুনাফা। জাতীয় রাজনীতির এই ধাক্কা তৃণমূলেও আঘাত হেনেছে। তাই তৃণমূলেও চলছে টাকার খেলা। স্থানীয় পর্যায়ের যেকোনো নির্বাচনেও এখন যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়, তা এককথায় অকল্পনীয়।

কেউ স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবতা এটাই যে মাঠের বা তৃণমূলের রাজনীতি এখন চৈত্র মাসের শুকনো ডোবার মতো। সবাই অপেক্ষায় থাকেন ঢাকা থেকে নির্দেশ পাওয়ার। কেন্দ্র থেকে বাঁশির যে সুর বাজানো হয়, তা শোনার জন্য কান পেতে থাকা তৃণমূলের কেউ নিজেরা বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার গরজ বোধ করেন না। কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া কেউ নড়াচড়া করেন না। আবার কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দিলেও অনেক সময় তা কার্যকর হয় না–দলীয় কোন্দল অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কারণে। আওয়ামী লীগ জানে, যত দিন শেখ হাসিনা আছেন, তত দিন তাদের কোনো ভাবনা নেই। তাই আওয়ামী লীগ সরকারে থাকায় দল ঢুকে গেছে সরকারে। আওয়ামী লীগের সরকার না হয়ে সরকারের আওয়ামী লীগ হয়েছে। ফলে দলটিকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছোট-বড় প্রায় সব নেতাই তদবির বা অন্য কোনো ধান্দায় ব্যস্ত। গত কয় বছরে তৃণমূলেরও অনেকেই বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন। কে কীভাবে টাকা কামিয়েছেন, এলাকায় এলাকায় কান পাতলেই তা শোনা যায়। এসব শুধুই কি রটনা? অনেকেই মনে করেন, যা রটে তার কিছু না কিছু বটে!

তৃণমূলে আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতি হলো আখের গোছানোর। পাওয়া এবং খাওয়ার রাজনীতি। কিন্তু সবাই তো আর খেতে-পরতে পারছেন না। তাই তৈরি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। পাওয়া গ্রুপ এবং না-পাওয়া গ্রুপের দ্বন্দ্ব এতটাই প্রকট যে কেন্দ্র থেকে হুকুম দিয়েও এটা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীর ছড়াছড়ি এ কারণেই।

তাহলে তৃণমূলে বিএনপির অবস্থা কি ভালো? না। বিএনপির সমর্থকদেরও যেহেতু ভরসার জায়গা খালেদা জিয়া, সেহেতু তাদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা আছে। আছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। সরকারি অনুকম্পায় কারাগারের বাইরে থাকলেও তিনি আছেন হাসপাতালে এবং রাজনীতি থেকে দূরে। তাঁর অবর্তমানে দলের হাল ধরার কথা তারেক রহমানের। তারেক লন্ডনে থেকে দল চালান ভার্চুয়ালি। এতে দল কতটুকু সংহত হতে পারছে, তা কেউ বলতে পারেন না। তবে ‘কিছু একটা ঘটবে’–এই আশা ছাড়ছে না বিএনপি। সে জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন যেমন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা দেখেন, তেমনি স্থানীয় পর্যায়ের নেতারাও এতটাই বিভোর যে তাঁরা সংগঠনকে মজবুত করার জন্য মানুষের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরার চেয়ে বেশি পছন্দ করছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের তোয়াজ করতে। কে কাকে ল্যাং মেরে সামনে যেতে পারবেন, সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতা বিএনপিতেও চরম।

সুতরাং বলার কথা এটাই যে, এলাকায় এলাকায় দল আছে, আছে দলাদলিও। কেউ বলতে পারেন, এটাই তো রাজনীতি। দল এবং দলাদলি থাকলেই বুঝতে হবে রাজনীতি আছে। হ্যাঁ, এই অর্থে তৃণমূলে রাজনীতি আছে। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি আছে সব জায়গায়। জাতীয় পার্টির তুলনায় জামায়াতের অবস্থা কিছুটা ভালো বলেই মনে হয়। কারণ, তারা এখন কাজ করছে চুপেচাপে। আর সব দলের অবস্থা একেবারেই কাহিল। বাম দলগুলোর অবস্থানও দেশজুড়ে খুবই দুর্বল। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি শুধু যে দেশের সব জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন-ওয়ার্ড পর্যায়ে আছে তা নয়, বাড়ি বাড়িতে আছে। এটা কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায় যে এক পরিবারে চার রাজনৈতিক দলের সদস্যও আছেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত এবং জাসদ বা অন্য কোনো বাম দলের সমর্থক।

জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খুব সদ্ভাব না থাকলেও তৃণমূলের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। তৃণমূলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে রেষারেষি নেই, সেটা বলা যাবে না; তবে একধরনের গোপন সমঝোতাও আছে। আওয়ামী লীগের এ রকম সমঝোতা আছে কোথাও কোথাও জামায়াতের সঙ্গেও। এই মিলমিশের পেছনে লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলেও শোনা যায়। সরকারি দলের লোকেরা দুই পয়সা আয়-রোজগার করছেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের সহযোগিতা করছে। এমনও শোনা যায় যে এই মর্মে গোপন সমঝোতা হচ্ছে, এখন বিএনপি-জামায়াতকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে পরে দরকার হলে আওয়ামী লীগও যেন সেটা পায়; অর্থাৎ তৃণমূলের রাজনীতিও আর নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নীতির রাজনীতি অবশ্য জাতীয় পর্যায়েও নেই।

তৃণমূলে সবার অলক্ষ্যে আরও একটি পরিবর্তন ঘটছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন। গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর নিষ্ক্রিয়তা এবং উদাসীনতার সুযোগে ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলগুলো তৃণমূলে প্রভাব বিস্তার করছে। জামায়াতে ইসলামীও এই কাতারে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে কৌশলী ও সুচতুর রাজনৈতিক দল জামায়াত। জামায়াত সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়, এটা অতীতে দেখা গেছে। তাদের বেড়ে ওঠার ভয়াবহ বিপদ আজ যাঁরা দেখছেন না বা ছোট করে দেখছেন, তাঁদের পরবর্তী সময়ে পস্তাতে হতে পারে। জামায়াতের সঙ্গে আজ যাঁরা কৌশলের খেলা খেলছেন, তাঁরা যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন, তখন হয়তো আর সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যাবে না।

তৃণমূলের রাজনীতির ক্ষয়রোগ নিরাময় করতে হলে জাতীয় রাজনীতিতেই আগে পরিবর্তন আনতে হবে। তৃণমূলের ওপর ভর করে জাতীয় রাজনীতি, নাকি জাতীয় রাজনীতির ধারায় তৃণমূলের রাজনীতি–এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

শান্তিরক্ষা মিশনে র‍্যাব বিতর্ক: কূটনৈতিক স্ট্র্যাটেজিতে ব্যাকফুটে বাংলাদেশ

দেলোয়ার জাহিদ

শান্তিরক্ষা মিশনে র‍্যাব কর্মকর্তাদের নিষিদ্ধ করতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ ১২টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের দাবিকে ‘মূল্যহীন’ বলে প্রত্যাখ্যান করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি বক্তব্য রেখেছেন। একথা মানতে হবে ইস্যুটি সরকারকে তাদের পিছনের পায়ে নিয়ে এসেছে এবং এ মুহূর্তে তারা এ নিয়ে হুমকিও বোধ করছে। বিলম্বে হলেও আক্রমণাত্মক থেকে আত্মরক্ষামূলক আচরণ করছে সরকার।

আমরা ভেবেছিলাম নিষেধাজ্ঞাটি আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ছিটকে দেবে এবং পিছনের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও তাঁর এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, “সরকারি এ বাহিনীর ওপর ‘অবিচার’ হচ্ছে।”

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে র‍্যাব কর্মকর্তাদের নিষিদ্ধ করার দাবি সংবলিত ১২টি সংগঠনের চিঠির বিষয়টি বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ওয়েবসাইটে প্রচারিত রিপোর্টে তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে র‍্যাবকে শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাদ দিতে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ পিয়েরে ল্যাকরুয়া বরাবর গত ৮ নভেম্বর ২০২১ যৌথ আবেদন করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ ১২ মানবাধিকার সংগঠন।

উল্লেখ্য, ওই চিঠির বিষয়ে এখানো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগ। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারির আগে থেকেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন সংগঠন অব্যাহতভাবে র‍্যাবের কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছিল। মার্কিন নিষেধাজ্ঞাটি কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না। এমনকি নিষেধাজ্ঞা জারির ক’ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ‘জোরপূর্বক গুমের’ ঘটনা নিয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। বাংলাদেশের সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বরারবরই গুমের ঘটনায় নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে আসছে জানিয়ে সংগঠনের এশিয়া পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, “দাতারা ও জাতিসংঘ কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে এখন সেটিই প্রশ্ন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রকাশিত সে বিজ্ঞপ্তিতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ‘গুম’ বিষয়ে স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানানো ছাড়াও দায়ীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সক্রিয় ভূমিকা আশা করা হয়। চিঠিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলেছে, ২০০৪ সালের র‍্যাব গঠনের শুরু থেকে ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত র‍্যাবের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, জোরপূর্বক গুম করে দেয়ার বিস্তর অভিযোগের প্রমাণ রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধ করে এলেও বাংলাদেশ সরকার তাদের পুরস্কৃত করছে ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পাঠাচ্ছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দাবি করেছেন যে তিন-চার বছর আগে সংস্থার সাথে বৈঠকগুলোতে তারা মিনিংফুল এনগেজমেন্টের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেনি।

বরং সেই সব বিরোধী দল যাদের কোনো জনভিত্তি নেই, তাদের মুখপাত্রের মতো অহেতুক সরকারের সমালোচনা করে চলেছে। এ কারণে তাদের সমালোচনার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই।

২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দেশটির বর্তমান পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদ। তখন এমন একটি সময়কাল যখন ১৩৬টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ১০টি জোরপূর্বক গুমের ঘটনা ঘটেছে তাঁর অধীনে থাকা অফিসারদের দ্বারা এবং এগুলোর বিষয়ে অভিযোগও দায়ের হয়েছে। এ সময়ে জাতিসংঘের প্রাক্তন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হার্ভে লাডসাস তাঁকে “জাতিসংঘের পুলিশ বিভাগের কার্যাবলী, কাঠামো এবং ক্ষমতার বাহ্যিক পর্যালোচনা”-এর জন্য একটি স্বাধীন পর্যালোচনা দলের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবেও নিযুক্ত করেছিলেন। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আহমেদ বলেছিলেন যে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলো “মিথ্যা এবং বানোয়াট “ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ছিল এবং যোগ করেন যে লোকেরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা থেকে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ তারা “আমাদের সরকার এবং আমাদের দেশকে বিব্রত করার চেষ্টা করছে।” যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় র‍্যাবের উপপ্রধান কে এম আজাদ বলেন, কোনো অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়, তাহলে দেশের স্বার্থে এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট ২০২১ সালের মার্চ মাসে বলেছিলেন যে “ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের দ্বারা নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ একটি দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগের বিষয়।” নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের অধীনে বাংলাদেশের ২০১৯ এর দায়বদ্ধতার পর্যালোচনার সময় তাঁর সমাপনী পর্যবেক্ষণে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি বলেছে যে “র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সাথে কাজ করা কর্মীরা প্রায়শই জাতিসংঘের শান্তি মিশনের সাথে পরিষেবার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে এমন প্রতিবেদনে তিনি উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশ সরকার “জাতিসংঘ শান্তি মিশনে মোতায়েনের জন্য প্রস্তাবিত সকল সামরিক ও পুলিশ কর্মীদের জন্য যথাযথ জাতিসংঘ নির্দেশিকাসহ একটি স্বাধীন যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে এবং নিশ্চিত করবে যে কোনো ব্যক্তি বা ইউনিট নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়, জাতিসংঘের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি এ সুপারিশ করেছে।” হত্যা, গুম বা অন্যান্য গুরুতর কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে শান্তিরক্ষা মিশনে সেবার জন্য যেন স্থানীয়ভাবেও নির্বাচিত করা না হয় এ বিষয়ে সরকারকে প্রতিশ্রুত হতে হবে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগগুলোকে উড়িয়ে না দিয়ে এগুলো পর্যালোচনা করার জন্য একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা উচিত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা সরকারের অবস্থানকে শুধুই প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং নিকট ভবিষ্যতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দেশের অবস্থানকে নিচু করে দেবে।

লেখক: দেলোয়ার জাহিদ, সাবেক রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, (সেন্ট পলস কলেজ) কানাডা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কানাডা ইউনিট কমান্ড নির্বাহী, প্রাবন্ধিক ও রেড ডিয়ার (আলবার্টা) নিবাসী।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?

Low Income, No Problem

Hard Money 9%

আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799

Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

Direct Lender

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি

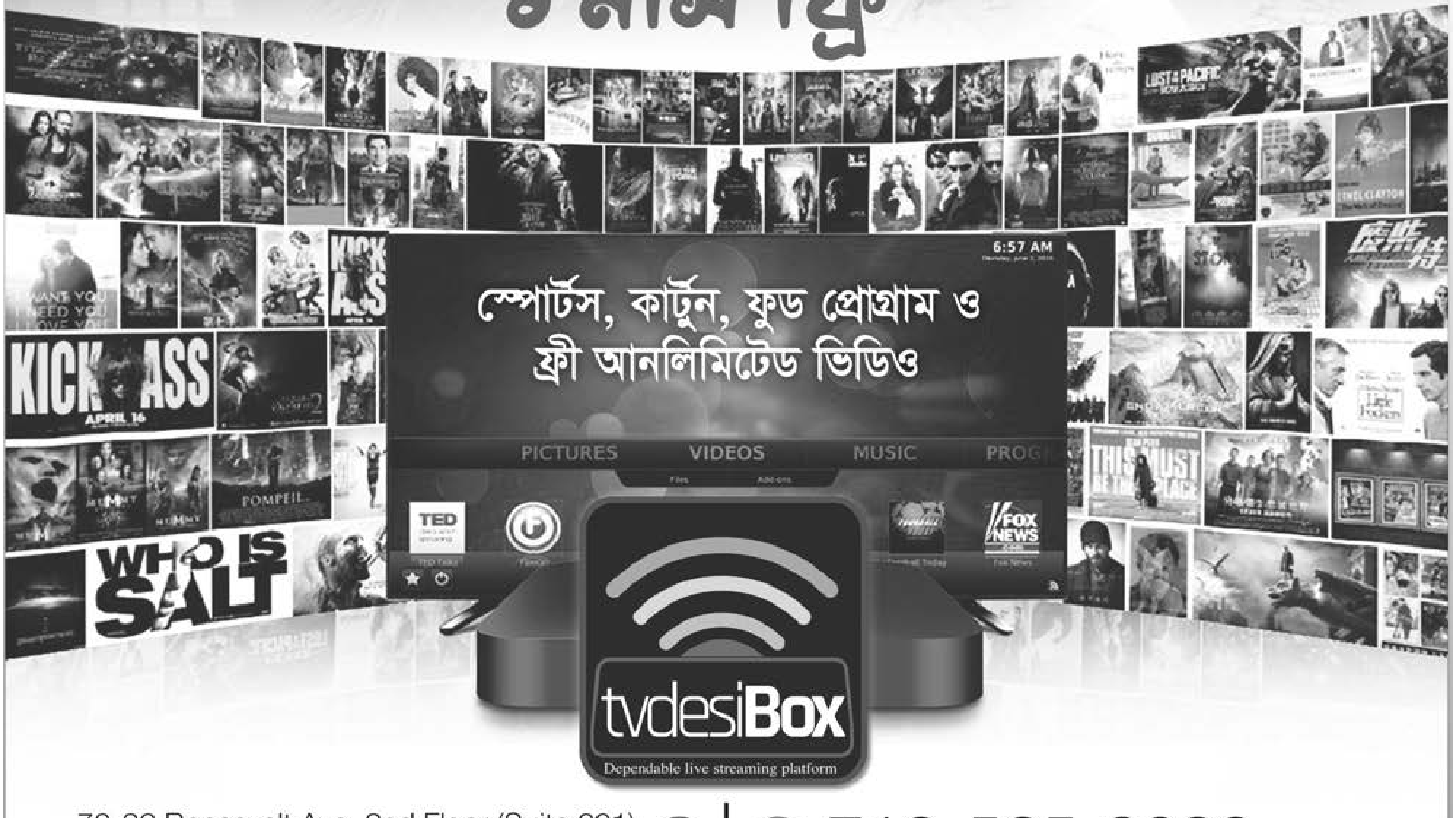

tvdesiBox
Dependable live streaming platform

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

জেবিবি’র পরিচিত সভায় নেতৃবৃন্দ। ছবি : সংগৃহীত

জেবিবিএ’র নতুন কমিটির পরিচিতি সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়া’র (জেবিবিএ) নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভক্ত জেবিবি’র একটি পক্ষ ২০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হারুন-ফাহাদের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি হারুন ভূঁইয়া (খামার বাড়ী), সিনিয়র সহ-সভাপতি মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), সহ-সভাপতি বাবু খান (প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট), আবু নোমান শাকিল (ইত্যাদি বাজার), জেড আর চৌধুরী লিটু (মামাস রেস্টুরেন্ট), নুরুল আমিন বাবু (ট্রাই বরো রিয়েলিটি), সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান (ফাউমা), যুগ্ম সম্পাদক মো. আবুল কাশেম (মাদানী ডিস্ট্রিবিউটার), মাহমুদ হোসেন বাদশা (এনওআই ডেলি অ্যান্ড গ্রোসারী), কোষাধ্যক্ষ সেলিম হারুন (কর্ণফুলী ট্রাভেলস), সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি (এক্সক্লুসিভ অফ পিরান), সাংস্কৃতিক সম্পাদক এম আর খন্দকার সান্টো (ডিটিএনওআই), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা তপন, প্রকাশনা সম্পাদক শাহ চিস্তি, প্রচার সম্পাদক সুবল দেবনাথ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নিলুফার শিরীন, সদস্য কামরুজ্জামান বাচ্চু, সাজ্জাদ হোসেন, মাসুম বেপারী, সনাতন শীল, মোরশেদ এস এম মাসুদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, আবদুল হামিদ, সাখাওয়াত বিশ্বাস, ইসতিয়াক রুমি, আফতাবুর জামান শিমুল, তৌহিদুল ইসলাস রনি ও মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির।

উপদেষ্টা পরিষদ : প্রধান উপদেষ্টা এম এ আজিজ (ফয়সাল ডেভেলপমেন্ট), ফরহাদ রেজা (বাংলাদেশ প্লাজা), নাজমুন নাহার রহমান (মান্নান হালাল সুপার মার্কেট), বদরুল হক (ফুড ডাইনেস্টি), সামিউল হক (সাগর চাইনিজ), এমকে রহমান মাহমুদ (রহমানীয়া ট্রাভেলস), সোহাগ আজম (ইটজি চাইনিজ), জাকির এইচ চৌধুরী (ইয়র্ক হোল্ডিং রিয়েলিটি), রুহুল আমিন সরকার, মঈন চৌধুরী (অ্যাটর্নি এট ল), আজিজুল চৌধুরী মাসুম (মুন লাইট গ্রিল চিকেন)।

পরিচালক পর্ষদ : মোহাম্মদ পিয়ার (পিয়ার ট্যাক্স), কাজী মন্টু (কে, প্যারালিগ্যাল), মহসিন মিয়া (প্লাটিনাম ড্রাইভিং স্কুল), আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম (ডিসেন্ট মার্ট আইএনসি), কামরুজ্জামান কামরুল (দেশি ফুড), মহসিন ননী (হাট বাজার রেস্টুরেন্ট), কাজী শামসুদ্দোহা (এন ওআই এম এস), আনোয়ার জাহিদ (সানফ্লাওয়ার মাল্টি সার্ভিস), হোসেন সোহেল রানা (অবকাশ), রাশেদ আহমেদ (চ্যানেল আই), মোশারফ হোসেন এবং এম উদ্দীন আলমগীর (উদ্দিন আক্তার কর্পোরেশন)।

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জেবিবিএ’র নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ব্যবসায়ী নেতা মোহাম্মদ পিয়ার এবং পরিচালনা করেন মো. আবুল কাশেম।

এ সময় ব্যবসায়ী নেতারা নয়া কমিটির সাফল্য কামনা করে বলেন, সত্যিকারের ব্যবসায়ীদের এই সংগঠনে অব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত করে একটি মহল ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির ইমেজ ক্ষুণ্ন করেছে। নতুন এ কমিটির প্রধান কাজই হবে জেবিবিএ’র হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে করতে হবে তারাই প্রকৃত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। কোন ধরনের কাদা ছোঁড়াছুড়ি থেকে বিরত থেকে নতুন কমিটির নেতৃত্বে সবাই মিলেমিশে জেবিবিএকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিচিতি সভা শেষে নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান ও যুগ্ম সম্পাদক মো. আবুল কাশেমের পরিচালনায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

নবনির্বাচিত সভাপতি হারুন ভূঁইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান জেবিবিএ’র সদস্য, নির্বাচন কমিশন, উপদেষ্টা পরিষদ, পরিচালক পর্ষদ, কার্যকরী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তাঁরা বলেন, ব্যবসায়ীদের যেকোনো প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ফ্রি এন-৯৫ মাস্ক বিতরণ

রোকেয়া দীপা

আমেরিকার সর্বত্র মানসম্পন্ন সরকারী মাস্ক বিতরণ শুরু হয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য সর্বশেষ প্রয়াসের অংশ হিসেবে ৪০০ মিলিয়ন মাস্ক বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন বিরাট নাগরিক সহযোগিতা নিয়ে সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এন-৯৫ নামের মাস্কটি ফার্মেসি ও নির্দিষ্ট গ্রোসারির মাধ্যমে পুরো আমেরিকায় বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে দ্রুততার সাথে এন-৯৫ মাস্ক সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সেন্টার ফোর ডিজিজ কন্ট্রোলের আগে জানিয়েছে মহামারির সংক্রমণ দূর করার জন্য কাপড়ের সাধারণ মাস্ক কার্যকর নয়।

এন-৯৫ নামের মাস্কই সংক্রমণ থেকে কার্যকর সুরক্ষা দিতে পারে বলে জানানোর পর এ মাস্কটির সংগ্রহের জন্য তাড়া শুরু হয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিজন তিনটি করে মাস্ক বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। এ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ফার্মেসি বা চেইন গ্রোসারি স্টোরগুলোতে সরবরাহ শুরু হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মাস্ক ফ্রি সংগ্রহ করা হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে জানান দেয়া হবে বলেও নির্দেশনায় বলা হয়েছে।

গুলিতে নিউইয়র্ক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

রোকেয়া দীপা

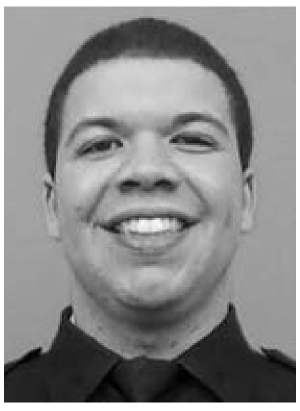

পুলিশ কর্মকর্তা জেসন রিভেরা

বছরের শুরুতেই নিউইয়র্কে বন্দুক সহিংসতা বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহান্তেই গুলিবিদ্ধ হয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু ঘটেছে। এ নিয়ে চলতি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহেই দায়িত্বপালনরত পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটল।

২১ জানুয়ারি শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে নগরীর হারলেম এলাকায় গৃহসহিংসতা থামানোর জন্য জরুরি বিভাগে ফোন পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। হারলেম হাসপাতালের কাছেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। দু’জন পুলিশকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয়। এর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই একজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশরেরে আরেক কর্মকর্তা মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে একজন আহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গোলাগুলি শুরু হলে পুলিশের পক্ষ থেকে শুক্রবার সন্ধায় হারলেমের ওই এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া হয়। হারলেম এলাকার ঘরটিতে মায়ের সাথে ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়েছিল পুলিশ। জেসন রিভেরা নামের ২২ বছর বয়সের পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন এবং এ ঘটনায় অপর পুলিস কর্মকর্তা উইল্বার্ট মরা (২৭) মৃত্যুর সাথে লড়ছেন।

শুক্রবারের ঘটনায় নিহত পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, গভর্নর ক্যাথি হকুল, মেয়র এরিক অ্যাডামসসহ জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্ক পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শোক ও সমবেদনা জানিয়ে তাঁরা সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কথাই বলেছেন।

আগের সপ্তাহে ব্রংকসে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে এক কিশোর গুলি করে আহত করে। একই সপ্তাহে স্টেটেন্ট আইল্যান্ডে আরেকটি ঘটনায় পুলিশের পায়ে গুলি করে আরেক দুর্বৃত্ত। একের পর এক ঘটনায় নিউইয়র্কে আবার অস্ত্রের ঝনঝনানি বেড়ে গেছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একা মেয়রের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতা এবং অপরাধ দমন সম্ভব নয়।

পিতৃহারা হলেন শর্মিলা ধর

উত্তর আমেরিকা অফিস

সুনীল চন্দ্র ধর

কানাডার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সুপরিচিত সংগীত শিল্পী, উপস্থাপিকা, স্বাস্থ্যকর্মী, টিভি প্রেজেন্টার এবং আন্তরিক পেজের কর্ণধার শর্মিলা ধরের বাবা সুনীল চন্দ্র ধর চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ২৫ জানুয়ারি কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুনীল ধর কানাডার বাংলাদেশ প্রেসক্লাব অব মন্ট্রিয়লের সাবেক সভাপতি দীপক ধর অপুর শ্বশুর। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

বরিশালের ঝালকাঠিতে একসময়ের স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্ত্রী, চার মেয়ে রেখে গেছেন। চার মেয়ের মধ্যে যমুনা দেব ও মুনমুন দত্ত কলকাতায় এবং শর্মিলা ধর ও কবিতা পাল কানাডায় বসবাস করছেন। কানাডার টরন্টোতে বসবাসরত কমিউনিটি নেতা আশীষ পাল প্রয়াত সুনীল চন্দ্র ধরের জামাতা।

মন্ট্রিয়লের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ সুনীল চন্দ্র ধরের মৃত্যুতে গভীর শোক, বিনম্র শ্রদ্ধা এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

অশ্রু ও বিজয়ের গাথা

মুক্তিযুদ্ধের কথা ওরা আর ফিরে আসেনি, আসবে না কোন দিন

অশ্রু ও বিজয়ের গাথা' পর্ব- ১৬

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী, বেলাবো, ভৈরব এলাকার শহীদ বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক নুরু, আতিকুর রহমান আতিকের আত্মদানের অশ্রুসজল স্মৃতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী মোহনকে নিয়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় 'অশ্রু ও বিজয়ের গাথা' পর্ব- ১৬। ২৩ জানুয়ারি, এডমন্টনে এ প্রাণবন্ত আলোচনার সঞ্চালনায় ছিলেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট নাট্যজন লুৎফুন নাহার লতা। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কানাডা ইউনিট কমান্ড নির্বাহী ও শহীদদের সহযোদ্ধা কানাডা প্রবাসী দেলোয়ার জাহিদ।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শহীদ নুরুল হক নুরুর বড় ভাই লে. কর্নেল (অব) আলাউদ্দিনের বড় মেয়ে নাজমুন নাহার ফ্লোরা, সহযোদ্ধা ইদ্রিস আলী মোহনের ছেলে এস এম আপেল মাহমুদ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার জাহিদ বলেন, গত পঞ্চাশ বছরে আমরা যা পেয়েছি তার চেয়েও অনেক বেশি হারিয়েছি, হারিয়েছি জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, হারিয়েছি তাঁর পরিবারসহ অকুতোভয় জাতীয় চার সিনিয়র নেতা বাংলাদেশের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামানকে। আমরা হারিয়েছি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক নুরু, আতিকুর রহমান আতিককে। অবমূল্যায়ন করা হয়েছে ইদ্রিস আলী মোহনকে। তাঁদের বীরত্বগাঁথাকে মিথ্যা কাহিনী দিয়ে হাইজ্যাক করা হয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রফিকুল ইসলামকে দিয়ে। আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে বেঁচে থাকতে মুক্তিযুদ্ধাদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর মৃত্যুর পর গান স্যালুট দেয়া হয়..গান স্যালুট!

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হক নুরুর ভাইয়ের মেয়ে নাজমুন নাহার দাদির সাথে তার শৈশব ও কৈশোরের বেদনাবিধুর স্মৃতিগুলোকে তুলে ধরেন এবং এস এম আপেল মাহমুদ, সমাজ সেবক ও মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস আলী মোহনের ছেলে তাঁর বাবার যন্ত্রণাবিদ্ধ স্মৃতিগুলোর কথা বর্ণনা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের আত্মত্যাগের ধারাবাহিক ইতিহাস ,"অশ্রু ও বিজয়ের গাথা পর্ব - ১৬" যা ২৩ জানুয়ারি রোববার, বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা, নিউইয়র্ক সময় সকাল ১১টা কানাডার আলবার্টা সময় সকাল ৯টা এবং লন্ডন সময় বিকাল ৪টায় সম্প্রচারিত হয়েছে ফেসবুক পেইজ অহংকার ও London Bangla Journal থেকে। একই ভাবে তা দেখা যাচ্ছে - ইউটিউব চ্যানেল Lutfun Nahar Lata's World থেকে। বিজ্ঞপ্তি।

ব্রিজ প্রজেক্ট প্রকল্প

গর্ভবতী মায়েদের অনুদান পাওয়ার সুযোগ

এইচ বি রিতা

ব্রিজ প্রজেক্ট নামের একটি মানবিক প্রকল্পের আওতায় নিউইয়র্ক নগরের স্বল্প আয়ের এলাকায় বসবাসরত নতুন মায়ের জন্য মাসে ৫০০ থেকে ১০০০ ডলার করে দেয়া। বাছাই করা মায়েরা এ শর্তহীন অনুদান তিন বছর পর্যন্ত পাবেন।

পরিবার সামাল দিতে সংগ্রামরত মায়েদের সাহায্য করার জন্য ব্রিজ প্রজেক্ট একটি লাইফলাইন হিসেবে অনেকের কাছে দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরে স্বল্প আয়ে জীবিকা নির্বাহ করা মায়েরা আর্থিক সঙ্কটে থাকেন। তাদের সাহায্যে নিশ্চিত আয়ের প্রোগ্রাম হিসাবে ব্রিজ প্রজেক্ট পাশে দাঁড়াচ্ছে। শর্তহীন নগদ প্রদানের মাধ্যমে বৈষম্যের চক্র ভাঙার আশায় ব্রিজ প্রজেক্ট মায়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে।

ব্রিজ প্রজেক্টের নির্বাহী পরিচালক হলেন মেঘা আগরওয়াল। প্রকল্পের পেছনে তার অনুপ্রেরণা এবং অন্যরা কীভাবে এটার জন্য আবেদন করতে পারবে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা গত বছর ১০০টি পরিবার নিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এ বছর তারা আরও ৫০০ মায়েদের জন্য প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করছেন।

প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়ে মায়েরা তিন বছরের জন্য মাসিক ৫০০ থেকে ১,০০০ ডলার পেয়েছিলেন। এই বছর মায়েরা প্রথম ১৮ মাসের জন্য ১,০০০ ডলার এবং পরবর্তী ১৮ মাসের জন্য ৫০০ ডলার করে পাবেন। বর্তমানে গর্ভবতী যে কোনো মা এবং নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মায়েয়ার এই প্রোগ্রামের জন্য যোগ্য হতে পারেন।

পরিবারগুলোর অবশ্যই বার্ষিক আয় ৫২,০০০ ডলার থাকতে হবে। আরও তথ্য পেতে এবং আবেদন করতে, ব্রিজ প্রোজেক্ট ওয়েবসাইটটি দেখুন। (লিঙ্ক- https://bridgeproject.org)

জ্যাকসন হাইটসের পানবিলাস

আবদুস শহীদ

জ্যাকসন হাইটসের পানবিলাস

জ্যাকসন হাইটসে একেকটি পানের খিলি বিক্রি হয় ২ ডলার করে। রমিজ মিয়া নিউইয়র্ক এসে বেকার থেকেছেন অনেক দিন। দু'বছর আগে শুরু করেছেন জ্যাকসন হাইটসে খিলিপানের ব্যবসা। দেশে থাকাকালীন স্বপ্নের আমেরিকা এসে পানের ব্যবসা করবেন, তা হয়ত কল্পনায়ও ছিল না। কিন্তু আমেরিকা প্রবাসী হয়ে তাঁর ধারণা পাল্টে যায়।

হাতে অল্প কিছু পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন রমিজ মিয়া। পরবর্তী সময়ে ব্যবসায় পুঁজি বাড়তে থাকে। এ ব্যবসায় উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই, শুধু ঠিক মতো হিসেব জানা থাকলেই শুরু করা যায়। তাই তিনি শুরু করেন খিলিপানের স্বাধীন ব্যবসা।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে এক অভিনব স্থানে পরিণত হয়েছে বর্তমান জ্যাকসন হাইটস। এখানে অধিকাংশ বাণিজ্যিক ভবনের দোতলায় প্রায় সবই অফিস রুম। এর প্রতিটি জানালায় অনেক ভাষায় সাইন বোর্ড টানিয়ে জানানো হচ্ছে তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের কথা। ইমিগ্রেশন সেবা থেকে শুরু করে সব ধরনের পেশাজীবীরা সেবার নামে চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। আমেরিকায় আসা নতুন ইমিগ্র্যান্টরা জানেন না আমেরিকায় এসে মূল ধারার সঙ্গে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, তাই তারা আস্থার জায়গা হিসেবে বেছে নেন তাঁদের পছন্দের এজেন্ট ব্যবসায়ীকে। ইমিগ্রেশন, ট্যাক্স সার্ভিস, ট্র্যাভেল এজেন্সি, রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারি স্টোর, সবই আছে জ্যাকসন হাইটসে।

৩০-৪০ বছরে যাদের সাথে দেখা নেই, তাদেরও দেখা মেলে ওখানে। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা নতুন আসেন তাঁরা দেশ থেকেই তাঁদের বসবাসের পছন্দের তালিকায় থাকে জ্যাকসন হাইটস। এখানে এসে দেখতে পান তাঁরা আরেক বাংলাদেশ। এখন অবশ্য লাগামহীন বাড়ি ভাড়ার জন্য বাঙালিরা নিউইয়র্কের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। তাই এখন জ্যাকসন হাইটস সবার একমাত্র মিলনকেন্দ্র। দেশীয় রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রস্থল কি নেই জ্যাকসন হাইটসে! কথাসাহিত্যিক আমার বন্ধু তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছিলেন, জ্যাকসন হাইটসে ঘুরতে গিয়ে বাবাও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক লোককে দেখতে নাকি অবিকল তাঁর বাবার চেহারার মতো। সবই আছে জ্যাকসন হাইটসে। লাল চা, দুধ চা, সিঙ্গারা, সমুচা, বিরিয়ানি, কাবাবের সুবাস তো আছেই, আরও আছে দেশের রাজনীতি নিয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পান চিবানো আর সিগারেট টানার আয়েশ। সিটির যে প্রান্তেই বাংলাদেশিদের বসতি হোক না কেন, সময় কাটাতে বন্ধুবান্ধবদের সাথে চায়ের আড্ডা দিয়ে রেস্তোরাঁর টেবিল গরম না করলে বাঙালিয়ানা কি থাকে? নিউইয়র্কের পার্শবর্তি অঙ্গরাজ্য নিউজার্সি কানেক্টিকাট, পেনসিলভেনিয়া থেকে ছুটে আসেন অনেকেই আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে জ্যাকসন হাইটসে। যাবার সময় বাঙালি গ্রোসারির সাথে পান-সুপারি খরিদ করে গন্তব্যে ফেরেন।

পান-পিপাসু কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, রাত জাগার একমাত্র সাথী হচ্ছে পান। পান একটু রিলাক্স মুড বাড়িয়ে দেয়। পানের আসক্তি ওনার কাব্যগ্রন্থ 'তবক দেয়া পান' লিখতে সহায়তা করেছে। জ্যাকসন হাইটসে ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালিসহ অনেক জাতিগোষ্ঠীর বসতি গড়ে উঠেছে। এশিয়ান বংশোদ্ভূত নারী- পুরুষ সবারই পানের সাথে সখ্য রয়েছে। আশির দশকের শেষের দিকে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত হাতেগোনা। জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ নম্বর স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার কোনো বর্ণ চোখে পড়েনি। বর্তমানে ২২টির মতো বাংলা সংবাদপত্র বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ৯০-এর দশকের পূর্বে জ্যাকসন হাইটস বলতে ভারতীয় দুই-একটা স্বর্ণের দোকান ও একটি গ্রোসারি স্টোর ছাড়া কিছু লক্ষ্যণীয় ছিল না। কিছু পাকিস্তানি ও ভারতীয় ছাড়া পান খেকো ছিল না বললেই চলে। ৯০-এর দশকে শুরু হয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পানপিপাসু মানুষের আমেরিকায় পদার্পণ। তখন থেকে পানের কদর বাড়তে থাকে। একদিন রমিজ মিয়ার দোকানের সামনে লাইন দেখে ছুটে গেলাম, বাহারি পানের খিলি দেখে এক ক্রেতার সাথে আলাপচারিতায় জানলাম, জ্যাকসন হাইটসে যে কটা পানের দোকান আছে। একমাত্র রমিজ মিয়া এই ব্যবসায় সাফল্য পেয়েছেন বেশি।

প্রবাসী বাঙালিরা দেশে থাকতে অনেকেরই পান খাওয়ার অভ্যেস ছিল না। কিন্তু প্রবাসে জ্যাকসন হাইটস ঘেঁষা বাঙালিরা শখের বশে হলেও এক খিলি পান মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে প্রয়োজনের কেনাকাটা সেড়ে গন্তব্যে চলে যান। আবার মহিলারা নিঃশ্বাসকে সুরভিত করতেও ঠোঁট জিহ্বাকে রঙিন করতে পান খেয়ে থাকেন। অল্প বয়েসী নারীরা তাঁদের বিদেশী বন্ধুকেও পান খেতে উৎসাহিত করতে দেখা যায়। তাঁদের মুখাকৃতির কিছু পরিবর্তন করেও পান চিবিয়ে ঠোঁট জিহবা রঙিন করেন।

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোস্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ'র
মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
Tel: 6462844776

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আন্জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্ক
37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস।

আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন
718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে অস্ত্রের যোগান বন্ধে মেয়রের আর্তি

রওশন হক

নিউইয়র্ক নগরে অগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হয় না। আমেরিকার অন্যান্য রাজ্য থেকে সমানে অস্ত্র প্রবেশ করছে নিউইয়র্কে। ফেডারেল সরকার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ না করে অস্ত্রের এ প্রবাহ বন্ধ না করতে হবে। তা না করা হলে অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিউইয়র্ক হেরে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস ২২ জানুয়ারি রোববার এসব কথা বলেন। আগের শুক্রবার নগরের প্রাণকেন্দ্রে অস্ত্রধারীর হাতে নিউইয়র্ক পুলিশের এক কর্মকর্তা নিহত হন। আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এখন হাসপাতালে। এ ঘটনায় নিউইয়র্ক নগরজুড়ে ক্ষোভ বিরাজ করছে। পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে শোক নেমে এসেছে। রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকুল থেকে শুরু করে নগরের মেয়র অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধে নতুন উদ্যম ও উদ্যোগের কথা বলছেন।

পুলিশ সংস্কার আইন করার ফলে গত এক বছরে নিউইয়র্কে সাদা পোশাকে পুলিশের টহল বাদ দেয়া হয়েছে। এনওয়াইপিডি'র এ বিভাগটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, আগের মতো না হলেও নতুন করে ভিন্ন পুলিশ ইউনিটকে সক্রিয় করা হচ্ছে অস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধ দমনের জন্য। ২১ জানুয়ারি শনিবার মেয়র এরিক অ্যাডামস ব্রংকসে কমিউনিটি সভা করেছেন। বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে নগরের অপরাধ দমনে কার্যকর ও আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণের কথাই বলেছেন তিনি।

আগ্নেয়াস্ত্র সমস্যা আমেরিকার সমাজকে নাজুক করে তুলেছে। মার্কিন সংবিধানের ২য় সংশোধনীতে নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে।

নাগরিক অধিকারটি সংবিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে জাতীয়ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র আইনের পরিবর্তন নিয়ে মার্কিন সমাজ চরমভাবে বিভক্ত।

এরিক অ্যাডামস

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উদ্যোগই হয়েও আগ্নেয়াস্ত্র আইনের সময়োপযোগী সংস্কার বা পরিবর্তন আনতে এখনও সক্ষম হননি। কংগ্রেসকে এ নিয়ে আহ্বান জানানো হলেও আইনে প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস একমত হতে পারেনি। কংগ্রেসে আগ্নেয়াস্ত্র আইন নিয়ে বিতর্কের মুখেই প্রতিদিন আমেরিকাজুড়ে বন্দুক সহিংসতার শিকার হচ্ছে লোকজন। দুর্ভিক্ষ নয়, মঙ্গা নয়; নিজেরা নিজেদের অস্ত্রে মারা পড়ছে আমেরিকানরা। আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নারকীয় সব বড় ঘটনা ঘটার পরও আমেরিকার জনমত বিস্ময়করভাবে নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখার অধিকারের পক্ষে।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকার সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জোরে কথা উঠেছিল। তখন নাগরিকদের মধ্যে বন্দুক কেনার হিড়িক পড়ে যায়। পরের বাস্তবতা আরও ভিন্ন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বন্দুক রাখার অধিকার নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাদের সমর্থন এখনও চাঙা সর্বত্র। অস্ত্র বিক্রি এবং নাগরিকদের ব্যয়ভার রাজ্যের আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিউইয়র্ক অস্ত্রের বৈধ মালিকানা পাওয়া কিছুটা কঠিন হলেও অনেক রাজ্যে সহজেই দোকান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা যায়। এসব আগ্নেয়াস্ত্র সড়কপথে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্কে পৌঁছে। ইন্টারনেট থেকে খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে অপরাধীরা আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে বিক্রি করছে।

নিউইয়র্কে গত সপ্তাহে পুলিশ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি বাল্টিমোর থেকে ২০২৭ সালে চুরি হওয়া অস্ত্র বলে জানা গেছে। বাইরের রাজ্য থেকে নিউইয়র্ক কেন্দ্রিক অপরাধীদের কাছে অস্ত্রের যোগান দেয়ার সমস্যা নিয়ে বেশ ক্র্যাক বছর থেকে আলোচনা করা হলেও তা বন্ধের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এ কারণেই মেয়র এরিক অ্যাডামস ২২ জানুয়ারি এবিসি টিভির এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফেডারেল সরকারকে এ নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার জরুরি আবেদন জানান।

বিশ্বের ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর অনুষ্ঠান হবে

সেমিনারে ড. মোমেন

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২৫ জানুয়ারি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বিশ্বের ১০০টি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও আদর্শের ওপর সেমিনার এবং কর্মশালার মতো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, 'আমরা (বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন) বিশ্বের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের ওপর সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন, যিনি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনেরও সভাপতি, আরও বলেন, বিশ্বের ৩৯টি দেশে ফাউন্ডেশনের কমিটি আছে এবং তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ড. মোমেন বলেন, 'আমরা বিশ্বের দরবারে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও তাঁর সারাজীবনের সংগ্রামের কথার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরব। এছাড়া ফাউন্ডেশন এখন পর্যন্ত যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে।'

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে ফাউন্ডেশনকে সহায়তা করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে এদিন সকালে রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের পর সাংবাদিকদের কাছে এ সব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই বিদেশে ৮১টি বাংলাদেশ মিশন ও অফিসে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে।

শাহ শহীদুল হকের মায়ের মৃত্যুতে মাহফিলে ঈলালে সাওয়াব

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন (ইউএসএ) ইনকের উপদেষ্টা এবং World Human Rights Development-এর সভাপতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার ও স্থানীয় রিপাবলিকান পার্টি লিডার শাহ্ শহীদুল হকের (সাঈদ) মা আনজুমান আরা বেগমের রুহের মাগফিরাত উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি রোববার উড্সাইড জামে মসজিদে একটি দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মসজিদের ইমাম ও অতিথি ইমাম কাজী কায়্যুম যৌথভাবে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন। এছাড়া বিশিষ্ট কমিউনিটি একটিভিস্ট ও সাবেক স্থানীয় রিপাবলিকান নেতা জেবিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা নাজমুল আলম শ্যামল এবং সাবেক দুই সভাপতি মহীউদ্দিন দেওয়ান ও শাহাদাত হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্টের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদীর, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, মানিক বাবু প্রমুখ মাহফিলে যোগদান করেন।

শাহ শহীদুল হকের মায়ের মৃত্যুতে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

নিউইয়র্কে করোনা সংক্রমণ কমছে!

জাহিদা আলম

নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমে আসছে। মহামারির শুরুতে নাজুক হয়ে ওঠা নিউইয়র্কে গত দুই বছর সংক্রমণ ওঠানামা করেছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর স্মৃতিতাড়িত নগরে স্বাভাবিকত্ব ফিরে আসেনি। ওমিক্রনের প্রবাহের পরও সংক্রমণের হার ১০ শতাংশ নিচে নেমে আসাকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২২ জানুয়ারি রোববার সংক্রমণের হার ৯ দশমিক ২৩ বলে রিপোর্ট করা হয়েছে। একমাসের মধ্যে এ প্রথমবারের মতো টানা দু'দিন সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের নিচে রিপোর্ট করা হয়েছে। রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুল বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সাথে সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সঠিক কাজকর্মে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, টিকা গ্রহণ না করা হলে টিকার ডোজ সমাপ্ত করা, বুস্টার ডোজ দেয়াসহ সমাবেশ এড়িয়ে চলার মতো সতর্কমুলক কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

নিউইয়র্কে ওমিক্রনের তাণ্ডবে দিনে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ২ হাজারে পৌঁছেছিল। এখন প্রতিদিন গড়ে আগের চেয়ে ৫০০ জন কম রোগী রাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। যদিও গড়ে রাজ্যজুড়ে এখনও প্রতিদিন ১৭৯ জনের মৃত্যু হচ্ছে।

নিউইয়র্ক নগরের পাঁচ বোরোর মধ্যে কুইনসে এখনও সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। কুইন্সে ১১ দশমিক ৩২ শতাংশ সংক্রমিত পাওয়া যাচ্ছে। ম্যানহাটনে সংক্রমণের হার ৮ দশমিক ৩৪। এখনও কুইন্স থেকেই লোকজনের বেশি মৃত্যু হচ্ছে। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের কুইন্সেই সবচেয়ে বেশি অভিবাসীর বসবাস এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদেরও বসবাস কুইন্সে বেশি।

২০২০ সালের শুরুতে আমেরিকার নিউইয়র্কেই কোভিড-১৯ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহামারিতে সারাবিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর দেশ আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরী মহামারির শুরুতে নাজুক হয়ে পড়ে। প্রথমতো অভিবাসীদের মধ্যেই এ নগরীতে শুরুর দিকে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুই শতাধিক বাংলাদেশি অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে নিউইয়র্ক নগরের পাঁচ বোরোর মধ্যেই। মহামারির দুই বছরে নগরের জনারণ্য পাল্টে গেছে। মানুষ স্বাভাবিকত্বের প্রত্যাশায় প্রতিদিন প্রহর গুনছে।

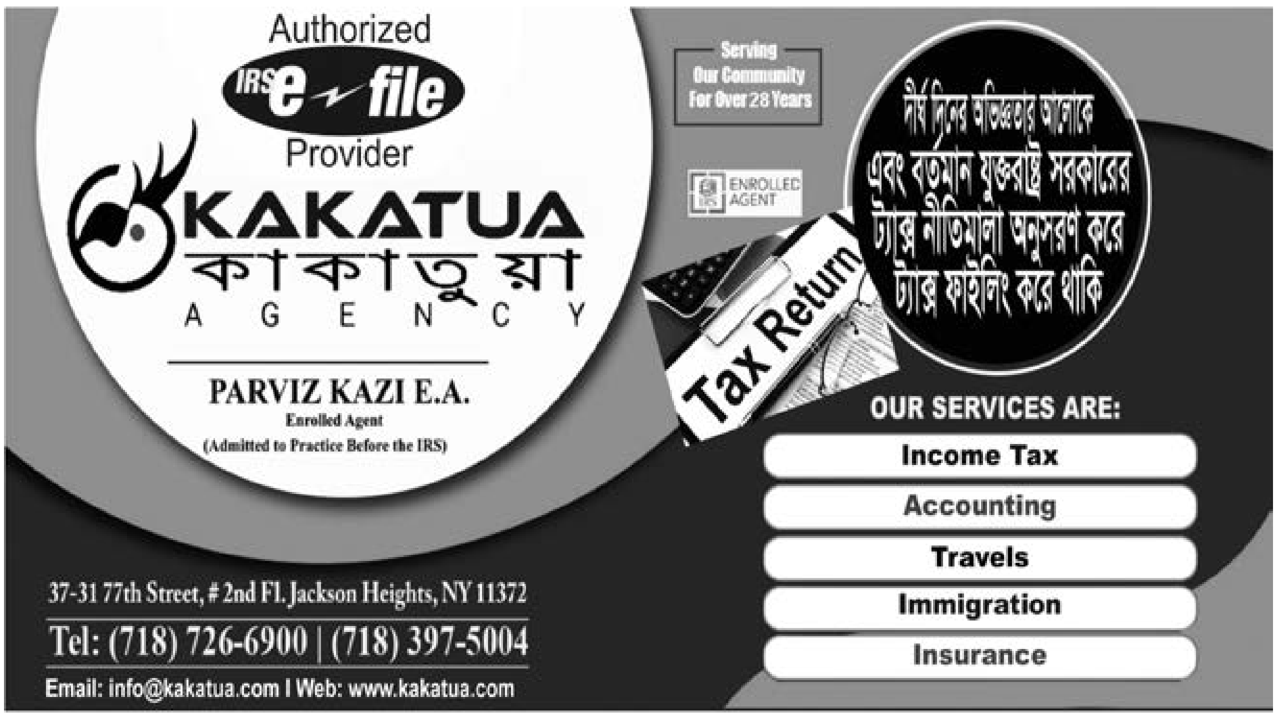

প্রবাসীরা সময়ের সীমানা পেরিয়েও নুরুল ইসলামকে স্মরণে রাখবে

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রথম যৌবন থেকে দেশ মাতৃকার জন্য লড়াই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন নুরুল ইসলাম। প্রথম মাতৃভাষার জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সময়ের দ্রোহ তাঁকে দূর পশ্চিমের জনপদেও আন্দোলিত করেছে। ব্রিটেনের রাজপথে নাগরিক আন্দোলন করেছেন নুরুল ইসলাম। দেশে ফিরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া এবং বাঙালির প্রবাস যাত্রা নিয়ে গবেষণা কাজে নিবেদিত থেকে রেখে গেছেন 'প্রবাসীর কথা' নামের অমূল্য গ্রন্থ। শুধু প্রবাসীরাই নয়, বাংলাদেশের অগ্রসর মানুষ নুরুল ইসলামের জীবন ও কর্মকে স্মরণ করবে সময়ের সীমানা পেরিয়েও।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ভাষাসৈনিক, লেখক, সাংবাদিক নুরুল ইসলাম স্মরণে আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ২১ জানুয়ারি শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে জুইশ সেন্টারে স্মরণ ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস। অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আখতারুল ইসলাম, একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল।

লেখক সাংবাদিক রওশন হকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে মরহুম নুরুল ইসলামের নিকটাত্মীয়, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু মরহুমের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। লেখক, সাংবাদিক ও জনসমাজ আয়োজিত স্মরণ সভায় সমবেত লোকজন দাঁড়িয়ে মরহুম নুরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানান।

জুইস সেন্টারে নুরুল ইসলাম স্মরণ সভা। ছবি: প্রথম আলো

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্রবীণ সাংবাদিক তাসের মাহমুদ বলেন, নুরুল ইসলামের মতো সময়ের সাহসী মানুষের পথ ধরেই বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এমন লোকজনের কর্মের বিবরণ বাঙালির প্রেরণা হয়ে থাকবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার পর যে প্রবাসীরা দেশের তহবিলে প্রথম বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিয়েছিলেন, নুরুল ইসলাম তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন আমৃত্যু।

লেখক, সাংবাদিক মাহবুব রহমান বলেন, রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থেকেও নিজের কর্ম দিয়ে নুরুল ইসলাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করে গেছেন। ল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, সিলেটের সন্তান হিসেবে নুরুল ইসলামকে নিয়ে তিনি অহংকার করেন। সিলেটের লোকজনই বাঙালির প্রবাস যাত্রার পথিকৃৎ। নুরুল ইসলামের প্রবাসীর কথা বই এ পথিকৃতদের নিয়েই রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়।

মইনুল হক চৌধুরী হেলাল প্রবাসীদের জন্য আজীবন কাজ করে যাওয়া নুরুল ইসলামের স্মৃতি সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শেখ আখতারুল ইসলাম তাঁর আলোচনায় স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একজন যুবক নুরুল ইসলামের কর্মতৎপরতাকে। আব্দুস সালাম বলেন, নিকটাত্মীয় হলেও মরহুম নুরুল ইসলামকে দেখেছেন প্রবাসীদের কল্যাণে অভারসিজ সেন্টার নামের প্রতিষ্ঠান নিয়ে নিজেকে নিবেদিত রাখতে। মরহুম নুরুল ইসলামের প্রবাসীদের নিয়ে করা বহু কর্মে নিজে সম্পৃক্ত থাকার কথা স্মরণ করেন আব্দুস সালাম। একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে বলেন, একাত্তরে বাংলার খাঁটি সন্তান নুরুল ইসলামদের স্মরণ করে যাবে বাঙালি জাতি সময়ের সীমানা পেরিয়েও।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহিবুর রহমান বলেন, নুরুল ইসলামের মতো লোকজন স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো সুবিধা নেয়ার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেননি। লেখক, সাংবাদিকদের উচ্চারণে, কবিতায় মরহুম নুরুল ইসলামকে স্মরণপর্ব পরিচালনা করেন লেখক, সাংবাদিক এইচ বি রিতা। অংশ নেন আবদুস শহীদ, রওনক চৌধুরী, শেলী জামান খান, মুকুল হক, শাহানা বেগম, মনজুরুল হক, মাহমুদুল চৌধুরী, তোফাজ্জল লিটন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শাখাওয়াত সেলিম, সালাউদ্দিন আহমেদ, রাজিয়া নাজমী, এনায়েত চৌধুরী, সৈয়দ মাসুদুল কবির, মুতাসিম বিল্লাহ তুষার, তানিম চৌধুরী, আজিজুর রহমান, মুহিবুর রহমান, মাহমুদুল চৌধুরী, আসাবুর রহমান সাবু, গৌতম দে, শাহিন আহমেদ, আব্দুস শহীদ, এমডি লৎফুর রহমান, বুশরা রহমান, নাজু চৌধুরী, আশরাফা চৌধুরী, নুরুল হক, জগদীশ চৌধুরী, সৈয়দ উতবা।

সভাপতির বক্তৃতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস বলেন, যে চিন্তা চেতনা নিয়ে একাত্তরে দেশ স্বাধীন করার কাজে আমরা নেমেছিলাম,তাঁর সবই হয়ত অর্জিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই, প্রয়াত নুরুল ইসলামকে স্মরণ করতে গিয়ে এ কথাই আবার উচ্চারণ করা যায় বলে সুব্রত বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে বলেন।

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

এফবি টিভির চতুর্থবর্ষে পদার্পণে জমজমাট অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফ্লোরিডায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা ভাষার টেলিভিশন এফবি টিভি'র চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে হয়ে গেল জমজমাট একটি অনুষ্ঠান। যদিও করোনা মহামারির কারণে এবারের অনুষ্ঠানটি হয়েছে ভার্চুয়ালি। গত ১৮ জানুয়ারি দর্শকনন্দিত এই টেলিভিশন চ্যানেলটি তৃতীয় বর্ষ পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে। তবে এ উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি শুক্রবার ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্ক সময় রাত ১০টায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

'আলোয় ভরা প্রাণ' শিরোনামের এবারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদক বিজয়ী লেখক ড. নুরুন নবী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খ্যাতিমান লেখক, গীতিকার ও ইউসিএফ কলেজ অব মেডিসিনের অধ্যাপক ড. সেজান মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সুলতান সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট এপিডেমিওলজি এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিকসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. নেসার ইউ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টেলিভিশনের সিইও টিটন মালিক, এফবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সেভেনের চেয়ারম্যান নাঈম খান দাদন, এফবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সেভেনের সিইও আরশাদ আলী এবং এফবি টিভির পরিচালক আওলাদ হাওলাদার। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী লাবণী। সঞ্চালনায় ছিলেন লেখক, সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা শামীম আল আমিন।

অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে বাণী দিয়েছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এবং ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফ্লোরিডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ।

২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি 'প্রবাসে আপনার পাশে' এই শ্লোগান নিয়ে এফবি টিভি যাত্রা শুরু করেছিল।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা দেশ ও সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রেরই অংশ

নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

স্বীকৃতি বড়ুয়া

১৯৯২ সালে যে আন্দোলন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম শুরু করেছিলেন, মূলত সেই আন্দোলনের কারণেই বাঙালি জাতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এক হতে পেরেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করতে পেরেছিল। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় এ কথাই বলেন আলোচকবৃন্দ।

গত ২২ জানুয়ারি ২০২২ শনিবার জুম কনফারেন্সে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ফাহিম রেজা নূরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী বলেন, শহীদ জননীর জীবন ও আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অবহিত করতে হবে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কখনোই ভাবিনি যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাকে দেখতে হবে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাকে অত্যন্ত ব্যতীত করে। অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি বলেই আজ এমনটি হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে - সোশাল মিডিয়াতে মিথ্যাচার করে স্বাধীনতাবিরোধীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বঙ্গবন্ধু যেমন তার আদর্শে ইস্পাত কঠিন ছিলেন, শহীদ জননী যেমন আদর্শকে ধরে রেখে জাতিকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন, আমাদেরও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আদর্শকে ধারণ করে দেশবিরোধী ও সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে হবে।

নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় বক্তারা। ছবি: সংগৃহীত

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তার আলোচনায় শহীদ জননীর লেখা 'একাত্তরের দিনগুলি' কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এনি ফ্রাঙ্কের ডাইরির সাথে তুলনা করে বলেন, বইটি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে যেতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাথে সাথে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের মাধ্যমে শহীদ জননী শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী না, বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ধারায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না, সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপড়ে। এর অন্যতম কারণ ৭২ -এর সংবিধান প্রণয়নের দাবি থেকে অনেক দুরে সরে গিয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে বেশি।

১৯৭১ একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিচ্ছু বাহিনীর প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক ড. মহসিন আলী বলেন, বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কিছু বলা যেত না, স্বাধীনতাবিরোধীরা যখন সারাদেশে আস্ফালন দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই সংগঠনের আন্দোলনে শুরু করেছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। কিন্তু একথা সত্য আমরা শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে জাতীয়ভাবে যথাযত সম্মান দিতে পারিনি। আগামী প্রজন্ম যেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ত্যাগের কথা জানতে পারে সেই ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

সংগঠনের উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাঙ্গালির সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, ১৯৭১ সালে আমদের যা অর্জন ছিল, ১৯৭৫ সালে পরে সেই অর্জনের অনেকটাই আমরা হারিয়েছিলাম, কিন্তু সেই হারিয়ে ফেলাকে আবার পুনরুদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা বা সক্রিয়তা, সেটা হতো না যদি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সেই হাল না ধরতেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর মত এক বিশাল ত্যাগী নেতার যথাযত মূল্যায়ন যেভাবে করতে পারিনি, সেভাবে শহীদ জননী জাহানারা ইমামকেও যথাযত মূল্যায়ন করতে পারিনি। এই সংগঠনের আন্দোলনের যে গুরুত্ব ছিল, আন্দোলনের কিছুটা সুফল যে আমরা পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আরও সুফল যে আমাদের পেতে হবে সেই বিষয়গুলো বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

ঢাকা থেকে সংযুক্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে একাত্তররের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি মনে করে তার পরিপূর্ণ সুফল আমরা এখনো পাইনি। কারণ শুধু শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে, কিন্তু তাদের সহযোগী এবং দেশের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের কাজ আমরা এখনও সম্পন্ন করতে পারিনি। আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, কল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। জিয়া এবং এরশাদ সরকার সেই লক্ষ্য থেকে বাংলাদেশে অনেক দুরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে আবার পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের মাঠে নামতে হবে এবং মাঠে থাকতে হবে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সংযুক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রে লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরী এবং যুদ্ধাপরাধী আশরাফুজ্জামান খানকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন। সুইডেন থেকে সংযুক্ত সর্ব ইউরোপীয় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি তরুণ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, জাহানারা ইমাম, জাতীয়তাবাদ, মানবিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এর পরিণাম আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

সভায় আরও সংযুক্ত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি যথাক্রমে অধ্যাপিকা নাজনিন সিমন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক শুভ রায়, জাকির হোসেন বাচ্চু, অধ্যাপক সাহদাত হাসান, সুইডেন থেকে মশিউল আলম। আলোচনা সভার সঞ্চালনায় ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া।

সমস্যায় ধুঁকছে নিউইয়র্ক নগরের সাবওয়ে!

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক নগর একসময় বিখ্যাত ছিল এর পাতাল রেলের জন্য। সাবওয়ে নামের পাতাল রেল গতি ও সেবায় বিশ্বের অনন্য এ রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর এখন নগরবাসীর আস্থা নেই। আস্থা নেই পর্যটকদের। অনিরাপদ যাত্রার জন্য সম্ভব হলে নগরের লোকজনকে সাবওয়ে এড়িয়ে চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ওপর ধাক্কাধাক্কির ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। পাতাল ট্রেনের যাত্রীদের চলাচল বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে।

অনিরাপদ প্লাটফর্ম ছাড়াও মহামারি-পরবর্তী নিউইয়র্কে ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে সংকটে পড়েছে সাবওয়ে। মেয়র এরিক অ্যাডামস জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

একটি কনসালটিং প্রতিষ্ঠান 'ডেলোইট'-এর কর্মী মিশেল অ্যালিসা (৪০) শনিবার টাইমস স্কোয়ার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন আসার পূর্বমুহূর্তে এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দেয় এবং তিনি নিচে ট্র্যাকে পড়ে গেলে ট্রেনটি তাঁকে পিষ্ট করে। ঘটনার জন্য সন্দেহভাজন ৬১ বছর বয়সী সাইমন মার্শালকে পুলিশ গ্রেফতার করার পর আদালতে তুলেছে। বিচারক অভিযুক্তের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

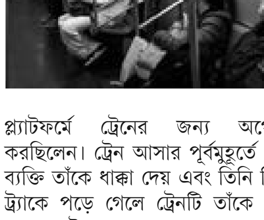

মেয়র এরিক অ্যাডামস গত মঙ্গলবার টাইমস স্কোয়ারে আয়োজিত এক সমাবেশে সাবওয়ে ব্যবহারকারী নিউইয়র্কারদের সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরার আহবান জানিয়ে বলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি নিজেও সাবওয়ে ব্যবহার করতে নিরাপদ বোধ করেন না।

গত কয়েক মাস ধরেই এরিক অ্যাডামস এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা বলে আসছিলেন যে অপরাধ সংঘটন এবং অপরাধের শিকার হওয়ার ভয় অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার এক সাক্ষাৎকারে মেয়র বলেন, আমাদের সিটির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নির্ভর করে জননিরাপত্তা ও সাবওয়ে সিস্টেমের ওপর। আমরা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছে এমন ব্যক্তিদের সহায়তা করার মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারি।

নিউইয়র্কে মহামারি-পরবর্তী বাস্তবতায় অনেকেই গণপরিবহনকে কার্যত পরিহার করেছে। বাড়ি থেকে কাজ করার সুবিধা এর একটি কারণ। যদিও স্বল্পআয়ের লোকজন যাদের সশরীরে কর্মক্ষেত্রে হাজির হতে হয়, এখন মূলত তারাই সাবওয়ে ব্যবহার করে থাকেন।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।

যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট, স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

Tax time!

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal®
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
গাড়ী দূর্ঘটনা
বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
ব্রেইন ইনজুরি
এলিভেটর একসিডেন্ট
স্কুল লায়াবিলিটি
খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
বার্ণ ইনজুরি
নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
পিছলে পড়ে গেলে
লেড পয়জনিং
কুকুর কামড়ালে
ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

- Income Tax
- Sales Tax
- Corporate Tax
- Partnership Tax
- Business Setup
- Payroll (W2, 1099)
- All Immigration Services
- Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM

President & CEO

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-251-9921 | Email: Hillsidetax21@gmail.com

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
EXECUTIVE COMMITTEE
2022-24
HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI
FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY
MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR
BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET
ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET
MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN
Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S
NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY
MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION
MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS
SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA
SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS
MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY
M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY
ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS
MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS
SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC
SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING
NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO
KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE
SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO
ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC
SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR
MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS
MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN
ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM
SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION
MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG
SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC
FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC
TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION
AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC
SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS
AFTAB JONY
MEMBER
HRT
JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
ADVISORY COMMITTEE
M.A. AZIZ
(CHIEF ADVISOR)
US TECK
BANGLADESH PLAZA
FARHAD REZA
BANGLADESH PLAZA
MOINUL ISLAM
MEGA HOME
ABDUR ROUF DILIP
DIPLOMAT GROUP
MOIN CHOWDHURY
LAW OFFICE OF MOIN CHOW.
SHOAG AZAM
ETZY CHINESE
TOWHID SHIBLEE, MD
DOCTOR OFFICE
ZAKIR H CHOWDHURY
YORK HOLDING REALTY
BADRUL HAQUE
FOOD DYNASTY
AZIZUL CHOWDHURY
MOONLITE GRILL & REST.
Mir Nizamul Hauque
Samia & Naveena inc
SAMIUR RAHMAN
SAGAR CHINESE
SARWAR CHOWDHURY
SARWAR CHOWDHURY CPA
ALAMGIR UDDIN
UDDIN AKHTAR CORP.
MANNAN HALAL SUPERMARKET
NAZMUN NAHAR RAHMAN
MANNAN HALAL SUPERMARKET
DIRECTOR
MOHAMMAD PIER
PIER TAX
KAZI MONTU
PIER TAX
MOHSIN MIAH
PLATINUM DRIVING SCHOOL
ABUL FAZAL D ISLAM
DECENT MART INC.
MOHSIN NONI
HAAT BAZAR
KAZI SHAMSUDDOHA
NYMS
ANWAR ZAHID
SUNFLOWER MULTI SERVICE
HOSSAIN RANA
ABOKASH
RASHED AHAMED
IMPRESS TELEFILM USA
MOSHAROF HOSSAIN
RUPALI TRAVELS
RAFIQ AHMED
LAW OFFICE OF AHSAN
MD. KAMRUZZAMAN
DESHI FOOD
M.K. RAHMAN
RAHMANIA TRAVEL
RUHUL AMIN SARKER
PARIDHAN
FAISAL AZIZ FARHANA
FAISAL DEVELOPMENT

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

New York Medical Career Training Center
New York Medical Career Training Center
Committed To Provide Medical Training
Manhattan (212) 947-4444
Queens (718) 460-4340
Long Island (516) 778-9393
Programs Offered
• Diagnostic Medical Sonographer
• Medical Assistant (RMA)
• EKG Technician
• Phlebotomy Technician
• EKG & Phlebotomy (CET & CPT)
• Medical Billing (ICD9 & CPT)
• Medical Office Administration (CMAA)
• Patient Care Technician
• Pharmacy Technician
• Dialysis Tech (Bonnet)
• Nursing Assistant (CNA)
Financial Aid Available •Licensed by NYS Ed
Nationally Accredited Institute
Print & Art

M&N HOME CARE SERVICES LLC
$23/hr
CD PAP - PCA - HHA
866-688-6922

মিশিগানে বিচারকের অশালীন আচরণে প্রতিবাদ সভা। ছবি: প্রথম আলো

রোগীর সাথে বিচারকের অমানবিক আচরণ, মিশিগানে প্রতিবাদ

রফিকুল হাসান চৌধুরী

বৃদ্ধ এক ক্যান্সার রোগী সিটিজেন বাঙালি বাড়ি মালিকের সাথে থার্টিফাস্ট ডিস্ট্রিক কোর্ট অব মিশিগানের বিচারকের পেশাদারি-বহির্ভূত আচরণের প্রতিবাদে সমাবেশ হয়েছে।

হ্যামট্রামেক সিটির কাবাব হাউজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ-আমেরিকা কংগ্রেসের (BAC) উদ্যোগে গত শনিবার অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও ওয়েইন কাউন্টি কমিউনিটি কলেজ বোর্ড অব ট্রাস্ট্রের সদস্য কামাল রহমান।

আলোচিত বিচারপতি আলেক্সিস জি ক্রুট অভিযুক্ত ৭২ বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিক বোরহান চৌধুরীর সাথে পেশাধারি-বহির্ভূত ও অমানবিক আচরণ নিয়ে বক্তারা বিশদ আলোচনায় অংশ নেন।

বক্তারা সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনগতভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্টেট রিপ্রেজেনটিটিভ আব্রাহাম আয়াসের প্রতি অনুরোধ জানান। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে অফিসিয়াল কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার, বেআইনি আচরণ, জাতি-বিদ্বেষ মনোভাব ও নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন করার জন্য স্টেট সিনেটর, স্টেট রিপ্রেজেনটিটিভ ও মেয়রের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কশপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে আলোচিত ওই বিচারকের দ্বারা আর কোনো নাগরিক হয়রানি এবং বেআইনি আচরণের শিকার হন তাহলে বাংলাদেশি-আমেরিকান কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মিশিগান অঙ্গরাজ্যের প্রথম ডিস্ট্রিক্টের সিনেটর মিস স্টিফেনি চ্যাং, দ্বিতীয় ডিস্ট্রিক্ট সিনেটর অ্যাডাম হলিয়ার স্টেট রেপ্রেজেন্টিটিভ আব্রাহাম আয়াস, সিটি মেয়র আমির গালিব, কাউন্সিলম্যান আল সুমারি ও এডাম আলবারমাকি, সাবেক মেয়র প্রোটেম এনাম মিয়া, সাবেক কাউন্সিলম্যান আবু মুসা, এনটিভি প্রতিনিধি সেলিম আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মইনুল হক ও মোশাররফ চৌধুরী লিটু, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ব্লগার নাজেল হুদা, লাল মিয়া লালু, মইনুল হক আলম, প্লানেট প্যারেনট হুড অব মিশিগানের সিভিক এনগেজমেন্ট কোঅর্ডিনেটর দিপিতা দাশ, সমাজকর্মী লিন্ডা, ক্রিস্টাল, শিব্বির চৌধুরী।

ক্ষমা চেয়েছেন বিচারক

পার্থ সারথী দেব, *মিশিগান*

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটির একজন বিচারক ৭২ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ক্যান্সার রোগীকে অসাদাচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

জানা গেছে, হ্যামট্রাম্যাক সিটির বাসিন্দা বুরহান চৌধুরী নামের ৭২ বছর বয়সী ক্যান্সার রোগীকে হ্যামট্রাম্যাকের ৩১তম জেলা বিচারক এলেক্স জি ক্রুট ভার্চুয়াল আদালতে শুনানির সময় তাঁর বাড়ির সাইড ওয়াক অপরিষ্কার থাকার কারণে ১০০ ডলার ফাইন করেন ও জেলের ভয় দেখান। বিচারক বুরহান চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি সাইড ওয়াক পরিষ্কার রাখেননি। জবাবে বুরহান চৌধুরী বলেন, “আমি ক্যান্সার রোগী ও বয়স্ক। তাই বাইরে গিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে পারি নাই।” শুনানিকালে তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

চৌধুরীকে বিচারক এলেক্স জি ক্রুট আরও বলেন, “এটার জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনাকে এ কারণে আমি জেলে দিতে পারি।”

এই কথোপকথনের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় এবং ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। এদিকে এই সংবাদটি ডেট্রয়েটের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের পর পত্রিকার কমেন্ট বক্সে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর বিচারকের অপসারণের দাবিতে ২ লাখ মানুষ একটি পিটিশনে দস্তখত দিয়েছেন।

বিচারক এলেক্স জি ক্রুট

বুরহান চৌধুরী

এদিকে গত ১৮ জানুয়ারি বিচারক এলেক্স জি ক্রুট ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। এক প্রেসনোটের মাধ্যমে বিচারক ক্রুট লিখেছেন, তিনি ভূল করেছেন এবং জুডিসিয়াল টেনার কমিশনের কাছে তাঁর এই আচরণের কথা জানিয়েছেন।

তিনি প্রেসনোটে আরও লেখেন, ‘আমি একটি ভুল করেছি। আমি খুব বিব্রত। আমাদের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আমরা যে উচ্চমানসম্পন্ন সেবা আশা করি এবং আমি নিজের কাছেও আশা করি। তা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আমি সেই ব্যক্তির কাছে এবং আমাদের সমগ্র কমিউনিটির কাছে ক্ষমা চাইছি।’

এবং বিশ্বজিৎ: কিংবদন্তির আত্মজীবনী

রোকেয়া দীপা

‘কুমার বিশ্বজিৎ’- বাংলাদেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি’র এক জীবন্ত কিংবদন্তি। বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের একজন তিনি। একাধারে তিনি গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক। ইতোমধ্যে চির সবুজ গায়ক কুমার বিশ্বজিৎ ক্যারিয়ারের ৪০ বছর পূর্ণ করছেন। ১৯৮২ সালে দ্য বেস্ট হিট অব কুমার বিশ্বজিৎ এ্যালবামের মধ্য দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন সঙ্গীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার। পরিবারের কাছের মানুষ থেকে শুরু করে তাঁর স্কুল, কলেজ এমনকি যুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে ছিলেন সেই দিনগুলোর কথা থাকবে। তারপর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে কুমার বিশ্বজিতের শিল্পী হয়ে ওঠা, সিনেমার গান, টিভিতে গান, অ্যালবাম সব নানান গল্প উঠে আসবে।

ক্যারিয়ারের নানা অভিজ্ঞতাসহ আরও অনেক বিষয় থাকবে এবং সফল গায়কের পাশাপাশি কুমার বিশ্বজিৎ আরও যেসব দায়িত্ব পালন করেছেন তা উঠে আসবে। বইটির অন্যতম আকর্ষণ হলো বেশ কিছু দুর্লভ ছবি।

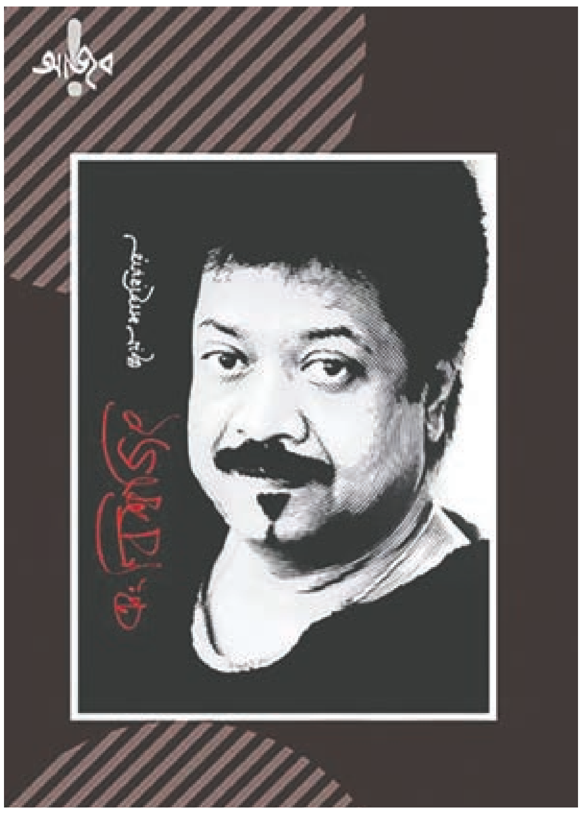

কুমার বিশ্বজিৎ প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, ‘অনেকেই আমার আত্মজীবনী লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সাথে কাজ করা হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। জয়ও অনেকদিন পেছনে লেগে থাকার পর ২০২১ সালের জুন মাস থেকে কাজ শুরু হয়। তবে কিছু অংশ লেখার পর দেখা গিয়েছে আমি দেশের বেইরে চলে এসেছি, আবার দুই সপ্তাহ পর শুরু করেছি। কখনও ফোনালাপনে, কখনও জুম মিটিং করে নিজের জীবনের ঘটনাগুলো জয়কে বলেছি। তিনি বলেন, জয়ের ওপর আস্থা ছিল। জয় অনেক ধৈর্য্য নিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করেছে শেষ পর্যন্ত। সেজন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন জয়কে।

কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, ‘আত্মজীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে সত্যি অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। কারণ আমার সিনিয়র অনেক বিখ্যাত শিল্পী আছেন, যাঁদের সম্পর্কে জানার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। নতুন প্রজন্ম তাঁদের সম্পর্কে তথ্যের অভাবে হয়ত তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ভুল করবে। এ বিষয়ই আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে।

নতুন প্রজন্মের জন্য তিনি বলেন,‘ আমরা সেই সময় অর্থ-বৈভব ফেলে দিয়ে সৃষ্টির পিছনে ছুটেছিলাম। এই ইন্ডাস্ট্রি আজ যতটা মসৃণ জায়গায় আছে সেই সময় তা ছিল না। সঙ্গীতের নতুন একটা অধ্যায় শুরু করার জন্য আমাদের সমসাময়িক যারা ছিল তাদের সবাইকে ঝড়-ঝাপ্টাসহ প্রতিকুলতার মধ্যে নতুন প্লাটফর্ম তৈরি করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এই ইন্ডাস্ট্রিকে মসৃণ একটা জায়গায় নিয়ে আসার একটা আভাস হয়ত কিছুটা পাওয়া যাবে। একজন শিল্পী হতে হলে কতটুকু কৃচ্ছ, কতটুকু সংযম, কতটা আত্মত্যাগ, কতটুকু সাধনা, কতটুকু যুদ্ধ করতে হয় কিছুটা নতুন প্রজন্ম হয়ত জানতে পারবে এই বই পড়ে।’ ছোট ছোট অনেক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে গিয়েছে, বলা হয়ে ওঠেনি তাঁর। অনেকের কথা হয়ত বাদ পড়েছে বইটিতে। সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। শিল্পী জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা তাঁর পাশে ছিল প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ।

খ্যাতিমান শিল্পী যেমন এরিক ক্ল্যাপটন, জন লেনন, বব ডিলান এঁদের আত্মজীবনী প্রকাশ হয়। সেই বইগুলো পড়ে আমাদের ভালো লাগে। জানতে পারি বিদেশি প্রিয় শিল্পীর জীবনের ছোট কি বড় আনন্দ বা বেদনার গল্প। তাঁদের নিয়ে নির্মিত হয় তথ্যচিত্র। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো শিল্পীকে নিয়ে এ ধরনের কাজ খুব কম। নিজ দেশের শিল্পীদের আত্মজীবনীমূলক বই পড়ার ইচ্ছে থাকলেও দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তিনি চাইলেও আজম খান কিংবা এন্ড্রু কিশোরের জীবনের কিছু পড়তে পারছেন না। এই দায় তিনি সমাজের মনে করেন, তিনি যেহেতু সমাজের একজন। তাই তাঁর নিজের দায়টাকেও এড়িয়ে যাননি। এই বিষয়টি জয় শাহরিয়ারের মন বিষণ্ন করে। সেই শূন্যতা, সেই তাগিদ থেকেই তাঁর প্রিয় শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ-এর আত্মজীবনীমুলক বই লিখেছেন। বইটি জয়ের নিজের প্রতিষ্ঠান আজব প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হবে।

এবং বিশ্বজিৎ’- বাবার আত্মজীবনীমুলক বইটির জন্য অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন ছেলে নিবিড় কুমার। বাবার অনেক অজানা গল্প জানতে পারবেন, বাবাকে আরও বেশি চিনতে পারবেন ভেবেই আনন্দিত হচ্ছে ছেলে নিবিড়। এই বই পড়ে নতুনরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন এমনই আশা করেন।

অনেক দিনের চলার সাথী গীতিকার লিটন আধিকারী রিন্টুর কাছে এবং বিশ্বজিৎ বইটি সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন ‘আগে বিশ্বের মাত্র কয়েকজন তাঁর জীবনী জানতো। এখন বিশ্ব এ মহান শিল্পীর একটা পূর্ণ জীবনের ধারণা পাবে বইটি পড়ে। বেঁচে থাকতে শিল্পীর জীবনের নানা অধ্যায় নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে কুমার বিশ্বজিৎ এবং তাঁর সহধর্মিণী নাইমা সুলতানার কাছে অনেক বড় পাওয়া বলে তিনি মনে করেন।

২০২১ সালে ট্যাক্স রিটার্নে বেশি ফেরত পাওয়ার উপায়

সিপিএ জাকির চৌধুরী

২০২১ সালে করের উপর বাড়তি রিটার্ন পাওয়ার কিছু গোপন উপায় রয়েছে। আইনত বলতে গেলে, আপনি যতটা সম্ভব কম কর দিতে চান। এদিকে আপনি সর্বোচ্চ অর্থ ফেরত এবং ছাড় চান। আপনাকে ২০২১ সালে করের ওপর বাড়তি রিটার্ন পাওয়ার কিছু গোপন উপায় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। চলতি বছরের ট্যাক্স ফাইলিং মৌসুমে একটি বড় ট্যাক্স রিফান্ড পেতে চান? বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নতুন করের টিপস এবং কৌশলগুলো ২০২১ সালের জন্য জেনে নেয়া যেতে পারে।

ফাইলিং স্ট্যাটাস

২০২১ সালে করের ওপর আরও ফিরে পাওয়ার গোপন উপায় অবিবাহিত, বিবাহিত বা পরিবারের প্রধান হিসেবে ট্যাক্স রিটার্ন করলে আপনাকে পৃথক পৃথক কর সুবিধা দেয়া হয়। “পরিবারের প্রধান” হিসেবে ট্যাক্স রিটার্ন করলে আপনাকে গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় দেখানোর অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া আপনার সন্তান, বার্ধক্যজনিত পিতামাতা অথবা অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন নির্ভরশীল থাকতে পারে। তাঁদের জন্য আপনি কর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারপ্রধান হিসেবে ট্যাক্স রিটার্ন করার সময় আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন উপভোগ করা ছাড়াও একটি বর্ধিত অংকের অর্থ ফেরত দাবি করতে পারেন। সাধারণত বিবাহিত দম্পতিরা যৌথ ফাইলিং পছন্দ করেন। কেউ কেউ পৃথকভাবে ফাইল করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের বড় অঙ্কের চিকিৎসা ব্যয় আছে। ফলে বর্ধিত ডিডাকশনের কারেণ গ্রস আয় কমে আসে এবং পরিশোধেয় করের অংক কমে আসে।

ঘর থেকে কাজ করার জন্য ট্যাক্স ডিডাকশন হোম অফিস বা ঘর থেকে কাজ করার জন্য বাড়তি ডিডাকশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। হোম অফিসের জন্য রেন্ট, ইউটিলিটি বিল, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, শিপিং খরচ, বিজ্ঞাপন ব্যয়, ব্যবসায়িক ভ্রমণসহ নানা উপাদানের জন্য ডিডাকশন চাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

রিটায়ারম্যান্ট বা অবসর পোর্টফোলিও আপনার অবসর প্যাকেজটি প্রসারিত করুন। একটি চৌকস কর বিবরণী আপনার লভ্যাংশ দ্বিগুণ করতে পারে। কর ছাড়ের জন্য আইআরএ-তে ৬ হাজার ডলার পর্যন্ত কন্ট্রিবিউট করুন (আপনি যদি ৫০ বা তার বেশি বয়সী হন তবে তা ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত করার সুযোগ রয়েছে)। একটি স্বতন্ত্র অবসর ব্যবস্থা (আইআরএ) আপনাকে অবসরের জন্য অর্থ আলাদা রাখার অনুমতি দেয়। কোনো বয়সসীমা আইআরএ-তে আপনার কন্ট্রিবিউশনকে সীমাবদ্ধ করে না। আইআরএ কন্ট্রিবিউশনের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ— যেমন ভাড়া আয়, সুদ এবং লভ্যাংশ আয় হিসাবে সম্পত্তি থেকে উপার্জন এবং মুনাফা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আপনি পেনশন বা বার্ষিকী আয় হিসাবে প্রাপ্ত কোনো পরিমাণ বা স্থগিত ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।

দাতব্য কাজে অনুদানযোগ্য দাতব্য সংস্থাগুলোকে অনুদান প্রদান করলে আপনি কর সুবিধা দাবি করতে পারেন। আপনাকে অবশ্যই সেই রসিদ এবং প্রাসঙ্গিক লিখিত রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। অবশেষে তারা আপনার অনুদানের মূল্য বা ব্যয় নিশ্চিত করে। ২০২১ সালের জন্য একক ট্যাক্স ফাইলার দাতব্য প্রতিষ্ঠানে নগদ অবদানের ৩০০ ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন দেখাতে পারেন। একইভাবে এটি একটি বিবাহিত দম্পতির জন্য বা যৌথ

সিপিএ জাকির চৌধুরী

ফাইলিংয়ের জন্য ৬০০ ডলার ডিডাকশন পাওয়া সম্ভব।

আপনি যদি আপনার স্থানীয় আশ্রয়কেন্দ্রে কিছু সরবরাহ করেন তবে আপনি কর সুবিধা পাবেন। আপনার সন্তানের দাতব্য প্রোগ্রামগুলোতে গিয়ে থাকলে মাইল হিসেবে ১৪ সেন্ট করে ডিডাকশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যোগ্য কর বিবরণী প্রস্তুতকারকরা এ উপায়ে আপনাকে অতিরিক্ত রিফান্ড পেতে সহযোগিতা করতে পারেন।

দত্তক ক্রেডিট আপনি যদি ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দত্তক নিয়ে থাকেন, তবে আপনি কর সুবিধার জন্য যোগ্য। এটি যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়গুলো পূরণ করতে সহায়তা করে। এখানে সর্বোচ্চ ট্যাক্স ক্রেডিট শিশু প্রতি ১৪ হাজার ৩০০ ডলার। যদি কোনো নিয়োগকর্তা এই জাতীয় ব্যয়ের জন্য সুবিধা প্রদান করেন তবে আপনি আয় থেকে শিশুপ্রতি ১৪ হাজার ৩০০ ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন করতে পারেন। আপনি এর জন্য ক্রেডিট এবং এক্সলিউশন, উভয়ই দাবি করতে পারেন। যদিও উভয় সুবিধার জন্য একই ব্যয় দাবি করা যায় না।

দ্রষ্টব্য: দত্তক গ্রহণকারী মার্কিন বাসিন্দা হলে বা না হলে বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য।

আপনার যথাযত ক্রেডিট দাবি করুন সাধারণ ট্যাক্স ক্রেডিটের মধ্যে রয়েছে অর্জিত আয়কর ক্রেডিট। এটি কম এবং মাঝারি আয়ের করদাতাদের সহায়তা করে। ২০২১ সালে তিন বা ততোধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুদের জন্য ৬ হাজার ৭২৮ ডলার পর্যন্ত আর্নড ইনকাম ক্রেডিট পাওয়া যাবে।

এছাড়া চাইল্ড অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার ক্রেডিট একজনের জন্য ৪ হাজার ডলার এবং দুই বা ততোধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য ৮ হাজার ডলার পর্যন্ত ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রতি যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুর জন্য ৩ হাজার ৬০০ ডলার পর্যন্ত চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে।

অন্যান্য ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার যোগ্যতা অন্বেষণ করতে হবে। সাধারণত এটি আপনার আয়, ফাইলিং এবং যোগ্য নির্ভরশীলদের (ডিপেন্ডেন্টদের) সাথে সম্পৃক্ত। এসব ট্যাক্স ক্রেডিট আইআরএস-এর কাছে আপনার করের দায়বদ্ধতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আপনি এমনকি ২০২১ সালে আপনার কোনো করের বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও অর্থ ফেরত দাবি করতে পারেন। ট্যাক্স রিটার্নে কীভাবে আরও বেশি অর্থ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আপনার কাছে আরও ভাল উত্তর রয়েছে।

ব্যবসায়িক ভ্রমণ ব্যয় ট্যাক্স রিটার্ন কীভাবে সর্বাধিক করা যায় সে সম্পর্কে আরেকটি উপায় পর্যালোচনা করা যাক। আপনি কি অস্থায়ী কাজে বাড়ি থেকে দূরে ভ্রমণ করেন? ভ্রমণ ব্যয়ের ওপর ছাড় দাবি করুন। ব্যবসা, পেশা বা চাকরির জন্য, আইআরএস ভ্রমণ ব্যয়কে প্রয়োজনীয় ব্যয় বলে মনে করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে এই জাতীয় ব্যয়ের জন্য পরিশোধ করেন। এখন আপনি আপনার আয় থেকে পরিশোধ বাদ করতে পারেন। যাই হোক, আপনি এটি থেকে খরচ কেটে নিতে পারবেন না। হতাহত, বিপর্যয় বা চুরি আপনার বাড়িতে হতাহতের ঘটনা, গৃহস্থালির জিনিসপত্র এবং যানবাহনগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষিত বিপর্যয়ের কারণে আপনাকে ছাড় দেয়। উদাহরণস্বরূপ হারিকেন, টর্নেডো এবং দাবানল আপনাকে কর ত্রাণের জন্য যোগ্য করে। উপরন্তু চুরির কারেণ ক্ষতির ফলে কর ছাড় হতে পারে। ব্যবসাগুলোতে প্রায়ই হতাহতের বা চুরির ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এগুলো আপনাকে কর ছাড়ের অধিকার দিতে পারে। এসব কর ছাড়ের পরিমাণের জন্য বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য রয়েছে। একজন করদাতা হিসাবে, আপনি আপনার কোনো ট্যাক্স রিটার্ন দাবি করার আগে আপনার যোগ্যতা পর্যালোচনা করতে আইআরএস প্রকাশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন।

২০২১ সালে করের ওপর বেশি রিটার্ন ফিরে পেতে এই গোপন উপায়গুলো বিবরণীতে আরোপ করতে পারেন। এ ব্যাপারে ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করার জন্য দক্ষ পেশাজীবীরা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন এবং আপনার প্রাপ্য সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করতে পারেন।

অভিবাসন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান শাহানা হানিফ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে অভিবাসন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। ২০ জানুয়ারি শুক্রবার সিটি কাউন্সিল থেকে দেয়া সংবাদে এ তথ্য জানা গেছে।

শাহানা হানিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশি দম্পতির সন্তান হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি। লাখ লাখ অভিবাসী এই নিউইয়র্ক সিটিকে আপন ভুবন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ অবস্থায় অভিবাসন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ার হওয়ায় সকলের সমস্যার কথা অকৃপণভাবে শুনব এবং তা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করব না। অভিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষায়ও সোচ্চার থাকব।

শাহানা হানিফ

শাহানা বলেন, সিটি মেয়র অফিসের ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কর্মকর্তারাও যাতে আন্তরিকতার সাথে নিজে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন।

শাহানা হানিফ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে গত নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে এর আগে আর কোনো বাংলাদেশি-আমেরিকান জয়ী হতে পারেননি। শাহানা হানিফ হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের বড় মেয়ে। তিনি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলমান নারী এবং প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান।

র‍্যাপার কার্ডি-বি এর বদান্যতা

এইচ বি রিতা

বিখ্যাত আমেরিকান র‍্যাপার কার্ডি বি বলেছেন, ব্রংক্সের অগ্নিকাণ্ডে নিহত লোকজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। গত সপ্তাহে ব্রঙ্কসে একটি অ্যাপার্টমেন্ট-বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ডে ১৯ জন নিহত হয়েছেন এবং ৬৩ জন আহত হয়েছেন।

দুঃখজনক এ ঘটনার পর নিউইয়র্ক স্টেট অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেস-ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা, ব্যক্তিগত-সম্পত্তি প্রতিস্থাপন এবং স্থানান্তর সহায়তা, সেই সাথে একটি গণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ২ মিলিয়ন তহবিল ঘোষণা করেছে। গত বুধবার ব্রংকসের একসময়ের বাসিন্দা র‍্যাপার কার্ডি বি বলেন, তিনি আগুনে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমুদয় অর্থ দেয়ার পরিকল্পনা করছেন। কার্ডি বি সিএনএনকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমি যখন আগুন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে শুনি, তখনই মনে হয়েছে যে, আমার কিছু করা দরকার। ভুক্তভোগীদের পরিবারগুলো যে যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছে, তা আমি কল্পনা করতে পারি। আমি আশা করি, তাদের প্রিয়জনকে দাফন করার পাশাপাশি □এ সম্পর্কিত খরচগুলো নিয়ে চিন্তা না করা, তাদের সুস্থ হতে এবং সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।” তিনি বলেন, “আমি আমি প্রার্থনা করছি এবং এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।”

কার্ডি বি

মেয়র এরিক অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমরা কার্ডি বি’র মতো একজন সত্যিকারের সুপারস্টারের জন্য কৃতজ্ঞ, যিনি ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবারকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ত্রাণ প্রদান করেছেন।”

সিএনএনের মতে, রেপার কার্ডি বি তাঁর অনুদানের জন্য নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের তহবিলের সাথে অংশীদারিত্ব করেছেন।

সমাবেশ নিউইয়র্কে সম্প্রতি বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন দুই বীর পুলিশ কর্মকর্তা। ২৬ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় শোক সমাবেশে তাঁদের প্রতি বাংলাদেশি কমিউনিটি জনসমাজের ভালোবাসা উচ্চারিত হয়। ব্রংকসের ইউনিয়ন পোর্ট এবং স্টারলিং এভিনিউ মোড়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: এমবি তুষার

ওমিক্রন নিয়ে যা বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়। জবাবে তিনি বলেন, যেসব মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে উপসর্গবিহীন রোগী যেমন রয়েছেন, তেমনি কাউকে কাউকে গুরুতর জটিলতার মধ্যেও পড়তে দেখা যাচ্ছে। কারও কারও মৃত্যুও হচ্ছে।

এ বিশেষজ্ঞ জানান, আগে থেকে জটিল রোগে ভোগা, বয়স্ক ও টিকা না নেয়া মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হলে তাঁদের শারীরিক অবস্থা গুরুতর রূপ ধারণ করতে পারে। মারিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়, ক্রমান্বয়ে সবাই ওমিক্রনে আক্রান্ত হবে কিনা। জবাবে তিনি বলেন, বিস্তারের দিক থেকে ডেল্টার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ওমিক্রন। এটি খুব দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে। তবে এ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার মানে এই নয় যে প্রত্যেকেই ওমিক্রনে আক্রান্ত হবে।

এর আগে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছিল, কোভিড-১৯ প্রতিরোধী বিদ্যমান টিকাগুলো ওমিক্রনের বিরুদ্ধে কম কার্যকর হতে পারে। আর সে জায়গা থেকে করোনার 'উদ্বেগের ধরন' ওমিক্রন নিয়ে উচ্চ ঝুঁকির আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল তারা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুসও শিগগির মহামারির অবসান না হওয়ার আশঙ্কা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শিগগির এ মহামারির অবসান হওয়ার কোনো আলামত নেই। করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর পর রয়েছে ভারত।

তেঁতুলিয়ায় ফুটেছে টিউলিপ

শেষ পৃষ্ঠার পর

টিউলিপ মূলত বর্ষজীবী ও শীতপ্রধান দেশের বসন্তকালীন ফুল। বিশ্বে প্রায় দেড় শ প্রজাতির টিউলিপ ফুল দেখা যায়।

অনিন্দ্যসুন্দর এই ফুল ন্যূনতম ১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। শীতকালে বাংলাদেশে এই ফুল চাষের সম্ভাবনার কথা আগেই জানা গিয়েছিল। তবে এবারই পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় এই ফুলের চাষ করা হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন।

উপজেলার দর্জিপাড়া ও সারিয়ালজোত গ্রামে গত ১ জানুয়ারি ৪০ শতক জমিতে ছয় প্রজাতির ৪০ হাজার টিউলিপের বীজ রোপণ করেন আট চাষি। এরই মধ্যে টিউলিপ ফোটা শুরু হয়েছে বাগানে। এতে চাষিদের মুখেও ফুটেছে হাসি। তাঁরা আশা করছেন, সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে লাভবান হবেন। সারিয়ালজোত গ্রামের আয়শা আক্তার বলেন, 'টিউলিপ ফোটা নিয়ে খুব আশঙ্কায় ছিলাম। আমি পাঁচ শতক জমিতে পাঁচ হাজার চারা লাগিয়েছি। ইএসডিও সহযোগিতা করেছে। ফুল ফোটায় আমি অভিভূত। লাভের মুখ দেখলে আগামী মৌসুমে আরও বেশি করে টিউলিপ চাষ করব।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২৫ থেকে ২৮ দিনের মাথায় ফুল ফোটার কথা থাকলেও তেঁতুলিয়ায় ২৩ দিনের মাথায় টিউলিপ ফোটা শুরু করেছে। অনেকেই এখন তেঁতুলিয়ায় যাচ্ছেন বাগানভরা টিউলিপের সৌন্দর্য দেখতে। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শাহ আল আমিন বলেন, 'আমি শুনেই ছুটে এসেছি দেখতে। আমি বিস্মিত। তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ দেখব কখনো ভাবিনি।'

ইএসডিওর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান জানান, টিউলিপ ঠান্ডার দেশের ফুল। যেখানে যত বেশি ঠান্ডা, সেখানে এই ফুল ভালো ফোটে। শীতকালে তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা অনেক কম থাকে। তাই এখানে পরীক্ষামূলক টিউলিপ চাষের পরিকল্পনা করা হয়। সুইজারল্যান্ড থেকে টিউলিপের বীজ কিনে এনেছেন তাঁরা। প্রতিটি বীজ প্রায় ৬৫ টাকায় কেনা হয়েছে। প্রথমবারেই ফুল ফোটায় তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে তেঁতুলিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ সম্ভব। মূলত ক্ষুদ্র চাষিদের সহযোগিতা এবং পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য তাঁরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

ইসলামে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'যারা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, সাম্প্রদায়িকতার জন্য যুদ্ধ করে, সংগ্রাম করে এবং জীবন উৎসর্গ করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। ' -সুনানে আবু দাউদ : ৫১২৩

সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে পবিত্র কোরআন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথকে সঠিক মত ও পথ থেকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ' -সূরা বাকারা :২৫৬ সুতরাং 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য। ' -সূরা কাফিরুন : ৫

ইসলামের মূল উৎস কোরআনে কারিম এবং হাদিস পরধর্মের মানুষকে আপনের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আমরা দেখেছি শেষ নবী হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপনজনের অনেকেই ছিল ইসলামের কট্টর দুশমন।

ইসলামের মূল উৎস কোরআনে কারিম এবং হাদিস পরধর্মের মানুষকে আপনের চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আমরা দেখেছি শেষ নবী হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপনজনের অনেকেই ছিল ইসলামের কট্টর দুশমন।

তথাপি নবী করিম (সা.) তাদের প্রতি নির্যাতন তো দূরের কথা, তাদের প্রতি মৌখিক অভিযোগও উত্থাপন করেননি। বরং কোনো বিরোধী যখন অসুস্থ হতো, তখন হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে যেতেন।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিকার ক্ষুন্ন করে কিংবা তাদের ওপর জুলুম করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি মুহাম্মদ ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে লড়াই করব। ' –সুনানে আবু দাউদ : ৩০৫২

তিনি (সা.) আরও বলেছেন, 'অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকে হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেই ওই ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। ' –সহিহ বোখারি : ৩১৬৬

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে আল্লাহতায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। ' -সুনানে নাসাঈ : ৪৭৪৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের চিরাচরিত নিয়ম ছিল, যখন কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করার প্রয়োজন হতো, তখন যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন নসিহত, দিকনির্দেশনার পাশাপাশি একথা অবশ্যই বলে দিতেন যে, 'যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের পর কোনো মন্দির-গীর্জা-উপাসনালয় ভেঙে ফেলবে না। '

হজরত রাসূলে কারিম (সা.)-এর এমন আন্তরিকতায় ওই বিরোধীরাও ধীরে ধীরে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই যখন মুসলমানের নবীর চরিত্র, তাহলে তাঁর উম্মত হিসাবে আমরা নবী(সঃ) এর আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে।

একজন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে অন্য ধর্মের উপাসনালয় ভাঙ্গা তো দূরের কথা এধরনের কোন চিন্তা করাও সম্ভব নয়। কারণ, ইসলামের নবী হজরত (সঃ) যেখানে অন্য ধর্মের দেবতাকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ করেছেন সেখানে অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাসনালয় ভাঙচুর বা অন্য ধর্মের মানুষ হত্যা কীভাবে বৈধ হতে পারে? একজন প্রকৃত মুসলমান কখনোই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত আসে এমন কোনো কাজ করতে পারে না। আমাদের সকলেরই উচিৎ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদয় আচরন করা যা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের সহানুভুতি, সহনশীলতায় অভিভুত হয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম উম্মার কাফেলায় নিজেকে যুক্ত করতে আগ্রহী হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলাম নির্দেশিত সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

অনশন শেষ, আন্দোলন নয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে জাফর ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকের অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতিতে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকা অনশনরত শিক্ষার্থীরা অনশনস্থলে আসেন। পরে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে উপস্থিত সবার সামনে সাবেক দুই শিক্ষকের হাতে পানি পান করে অনশন ভাঙেন তাঁরা।

এর আগে আন্দোলন দমানোর জন্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলোর কঠোর সমালোচনা করে অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, 'আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা অমানবিক, নিষ্ঠুর ও দানবীয়।'

শিক্ষার্থীদের সকল দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়া হবে জানিয়ে জাফর ইকবাল বলেন, 'এখানে আসার আগে সরকারের উচ্চ মহল থেকে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি এখানে এসেছি। আমার আর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আমাকে যে কথা দিয়েছেন তা যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে শুধুমাত্র ছাত্রদের সঙ্গে নয়, আমার ও এ দেশের সকল প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ধরে নেব।'

আন্দোলনে অর্থ সহায়তা দেওয়া সাবেক শিক্ষার্থীদের নামে মামলা ও গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়ে জাফর ইকবাল বলেন, 'আমিও ১০ হাজার টাকা দিলাম। পারলে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করুক।'

অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক বলেন, 'যখন পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে তখন শিক্ষকদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল। বিভিন্ন সময় আন্দোলনে আমরা সামনে ছিলাম। কিন্তু এই ঘটনায় শিক্ষকেরা প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। শিক্ষার্থীরা তোমরা শিক্ষক হবে, তোমরা এমন মেরুদণ্ডহীন হইয়ো না।'

অনশন ভাঙলেও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাসে নয় বরং টানা অনশনে শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতির কারণেই অনশন ভাঙা হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, 'অনশন শেষ হয়েছে, আন্দোলন শেষ হয়নি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

আন্দোলনরত আরেক শিক্ষার্থী লুবনা সুলতানা বলেন, 'ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আড্ডার জায়গাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টং দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রোড পেইন্টিং, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ক্ষেত্রবিশেষে বিধিনিষেধ দিয়েছেন। ছাত্রীদের হলে ঢোকার সময় সন্ধ্যা ৬টায় বেঁধে দিয়েছেন। এসব কারণে অনেক আগে থেকেই ভিসির প্রতি শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ছিল। এই আন্দোলনে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।'

এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভিসির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর ব্রিফিংয়ে হতাশ শিক্ষার্থীরা

সকালে অনশন প্রত্যাহারের পর অসুস্থ শিক্ষার্থীরা জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। তাঁরা জানান, শিক্ষামন্ত্রীর ব্রিফিংয়ের পর তারা আন্দোলন কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেবেন তাঁর সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু রাতে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে হতাশ হয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

গতকাল রাতে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, 'শিক্ষার্থীরা যে দাবির জন্য প্রথমে আন্দোলন শুরু করেছে, আমরা সেগুলো সমাধান করব। পাশাপাশি কয়েক দফা দাবি কেন এক দফায় পরিণত হলো, তাও খতিয়ে দেখা হবে।'

উপাচার্যের পদত্যাগের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'একজন উপাচার্য থাকবে কি থাকবে না সেটা সমস্যার সমাধান না। ঠিকই আরেকজন উপাচার্য থাকবেন। আমরা শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের যত সমস্যা সেগুলো সমাধান করব। উপাচার্যের পদত্যাগের বিষয়টি অন্য প্রক্রিয়া।'

গত ১৩ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টির বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী হলের প্রাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন হলের কয়েক শ ছাত্রী। একপর্যায়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ হামলা চালায়। ছাত্রলীগের হামলার পর দাবি আদায়ের জন্য উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করে এবং তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে উপাচার্যকে উদ্ধার করে। এরপর থেকেই উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমদের পদত্যাগের দাবিতে তার বাসভবনের সামনে অনশন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।

সাবেক পাঁচ ছাত্রের জামিন

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন সাবেক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাস ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিবুল আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

গ্রেপ্তার পাঁচ সাবেক শিক্ষার্থীদের জামিন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে উপাচার্যের পদত্যাগসহ ৫ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ও শিক্ষার্থীদের নামে অজ্ঞাতনামা মামলা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল সন্ধ্যায় সিলেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-২ আদালতের বিচারক সুমন ভূঁইয়া হাবিবুর রহমান খান (২৬), রেজা নূর মুইন (৩১), এএফএম নাজমুল সাকিব (৩২), এ কে এম মারুফ হোসেন (২৭) ও ফয়সল আহমেদ (২৭) নামের ওই পাঁচজনের জামিনের আদেশ দেন।

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

বৃদ্ধাশ্রমে সাহায্যের আবেদন

ঢাকার উত্তরখান আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে ৮৮ জন কুড়িয়ে পাওয়া মা আছেন।তারা মোটামুটি মানসিকভাবে অসুস্থ।আপনারা সহযোগিতা করে এই ভালো কাজের শরীক হতে পারেন। যোগাযোগ: শেলিনা ইসলাম, ফোন: ০১১-৮৮-০১৮১৬৭৭৯১৬৩ বিকাশ: ০১৮১৬৭৭৯১৬৩

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলক্রেষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে এক বেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম আসিফ চৌধুরী
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

➜ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel:202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১-৮৮৯-৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোর্সী পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় ষ্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন।** দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বর
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

মিশিগান স্টেট যুবলীগের সভা। ছবি: প্রথম আলো

মিশিগান স্টেট যুবলীগের কার্যকারী কমিটির সভা

রফিকুল হাসান চৌধুরী

মিশিগান স্টেট যুবলীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় হেমট্রামিক সিটির রেশমী রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টেট যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ জাহেদ মাহমুদ আজিজের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শেখ বদরুদ্দোজা জুনেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্টেট যুবলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ সালেক আহমদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোমেন হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইয়াহিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক রাজ রহমান, দপ্তর সম্পাদক মুকুল খান, উপ-প্রচার সম্পাদক আবেদ মনসুর, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সায়েম উদ্দিন চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হৃদয় আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক হিমেল দাস, উপ-দপ্তর সম্পাদক জনি দেব, সহ-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক কানাই দত্ত। সভায় সায়েম উদ্দিন চৌধুরীকে তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, কানাই দত্তকে সহ-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক এবং ফাহিম আহমদ, দেবাশীষ দাস ও সঞ্জয় সুত্রধরকে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এছাড়া সভায় আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সাংবাদিককে গালি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জো বাইডেন

অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোনে এক সাংবাদিককে গালি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় গত সোমবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ফক্স নিউজের প্রতিবেদক পিটার ডোসিকে ‘স্টুপিড সন অব আ বিচ’ বলে অভিহিত করেন বাইডেন। এসংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম হাফিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে ঘটনার বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য পিটার ডোসি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন পরে এ ব্যাপারে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওই কথা বলেননি।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্রব্যমূল্য কমানো নিয়ে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সাংবাদিকেরা এলোমেলোভাবে প্রশ্ন করা শুরু করলে বাইডেন এ কাণ্ড করেন।

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

রেস্টুরেন্ট বিক্রয়

রেডি অবস্থায় ব্রুকলীনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৫৮০০

৮৫০০ সেনাকে সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

ইউক্রেন ইস্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের সীমান্তে রাশিয়ান সেনাদের সংখ্যা বাড়ায় পূর্ব ইউরোপে সেনা মোতায়েন করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। তাই ৮ হাজার ৫০০ সেনাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি।

কিরবি বলেছেন, তবে সেনা মোতায়েনের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে মোতায়েনের প্রস্তুতি জারি করেছে মাত্র।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে যে, একাধিক মার্কিন ও প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের মতে বাইডেন প্রশাসন ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সামরিক ইউনিট শনাক্ত করার চূড়ান্ত পর্যায়ে।

একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, বাইডেন গত শনিবার ক্যাম্প ডেভিডে এক ব্রিফিংয়ের সময় বার্ষিক এবং পূর্ব ইউরোপে মার্কিন সেনা বাড়ানোর বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ইউক্রেনে সম্ভবত খুব শিগগির রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে এমন খবর এসেছে।

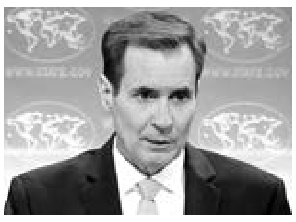

পেন্টাগনের মুখপাত্র জন কিরবি

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে আজ ভিডিও কলে পরামর্শ করার কথা রয়েছে জো বাইডেনের।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সম্প্রতি নিরাপত্তা সহায়তার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে ইউক্রেনে দুটি অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

ভাইরাল ভিডিওতে প্রেমিক ধরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টিকটক ভিডিওর একটা প্রবণতা চারদিকে লক্ষ করা যাচ্ছে। উদ্ভট বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন কারণে এসব ভিডিও ইন্টারনেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার নিউইয়র্ক সিটিতে করা এক টিকটক ভিডিও এখন আলোচিত। কারণ, ছড়িয়ে পড়া (ভাইরাল) ওই ভিডিও বেশ কয়েকজন নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাঁরা প্রত্যেকেই এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে মজেছেন, অভিসার করেছেন। বর্তমানে বিষয়টি একটি হ্যাশট্যাগের রূপ লাভ করেছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ব্যক্তির নাম ক্যালেব। টিকটকে তিনি ‘ওয়েস্ট এলম ক্যালেব’ নামে পরিচিত। এ নামে একটি ফার্নিচার কোম্পানি রয়েছে, যেখানে ক্যালেব কাজ করেন।

ক্যালেবকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুলুস্থুলের শুরু গত মঙ্গলবার, মিমি সাউ নামের এক টিকটক ব্যবহারকারীর একটি ভিডিও থেকে। ওই ভিডিওতে তিনি ক্যালেব নামের এক প্রেমিকের প্রতারণার গল্প শোনান। দ্রুতই তাঁর এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক নারী জানতে চান, এই লোকের নাম ওয়েস্ট এলম ক্যালেব কি না। তাঁদের ভাষ্য, এই নামের ব্যক্তিটি তাঁদের সঙ্গে প্রেম ও অভিসার করে (ডেটিং) সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ক্যাট গ্লাভান নামের এক নারী মিমির ওই ভিডিও বিভিন্নজনকে ট্যাগ করতে শুরু করেন। গ্লাভান বলেন, ‘টিকটকের এই ভিডিও ছাড়া আমি কখনোই জানতাম না যে আমি যে লোককে খুঁজছিলাম, তিনি ওয়েস্ট এলম ক্যালেব।’ ভিডিওতে গ্লাভান জানান, তাঁর সঙ্গে অভিসারের কয়েক ঘণ্টা আগে কেলি নামের আরেক নারীর সঙ্গে অভিসারে যান ক্যালেব।

কেলিও একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, অভিসারের পর ছয় সপ্তাহ ধরে তাঁর সঙ্গে ক্যালেবের যোগাযোগ নেই। একের পর এক নারী কথা বলতে শুরু করলে দ্রুতই ওয়েস্টএলমক্যালেব হ্যাশট্যাগ ছড়িয়ে পড়ে। গত বুধবারই! নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়েস্টএলমক্যালেব ভিডিওটি ৫৪ লাখবারের বেশি দেখা হয়েছে।

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু ‘রাস্তা’ খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

For sale

116-11 Francis Lewis Blvd, Jamaica, NY, Vacant $599K
Contact: 347-592-9979

ড. রেদোয়ানকে কুমিল্লা সোসাইটির সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুমিল্লা সোসাইটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদকে কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ সংবর্ধনা দিয়েছে। ২৩ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের মামুনস টিউটোরিয়ালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি আবুল খায়ের আখন্দের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার।

বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুল খালেক, নিউইয়র্ক স্টেট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, প্রিন্সিপাল সানা উল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ নাসির, এনওয়াইপিডির কর্মকর্তা সৈয়দ রেজা সিদ্দিকী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল, বিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামান, সাবেক চেয়ারম্যান জামাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র সদস্য ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং প্রতিষ্ঠানটির সাবেক-বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ড. রেদোয়ান আহমেদ বলেন, বেনজীরের কোথায় কত সম্পদ আছে এগুলো বিভিন্ন টেলিভিশনে আসছে। গুলশানে ৪টা ফ্লোর নিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট – ২০ কোটি টাকা সে কোথায় পেল প্রশ্ন রাখেন রেদোয়ান আহমেদ। তিনি বলেন, 'একজন পুলিশ অফিসারের সারা জীবনেও ২০ কোটি টাকা উপার্জন সম্ভব না। রেদোয়ান আহমেদ বলেন, শুনেছি আমেরিকার লসএঞ্জেলসেও তার সম্পত্তি আছে। গাজীপুরেও তার কোনো রিসোর্টে শেয়ার আছে। এসব ডিজঅনেস্ট অফিসারদের যদি আমেরিকা সেঙ্কসন দেয় মানুষ হত্যার জন্য আমি সেটা এপ্রিসিয়েট করব। আমেরিকা সেঙ্কসন দেয়ার জন্য অন্তত আমরা রাস্তায় বেড়িয়ে একটা মিছিল করতে পারি। এর আগে তো পুলিশের মাইরের চোটে কোথাও রাস্তায় বেরোতে পারিনি।'

ড. রেদোয়ান আহমেদ আরও বলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে স্বল্প সময়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়। জাতীয় সরকার গঠন করা হলে ২/৩ বছর সময় নিয়ে ওই সরকার দলীয়করণ থেকে নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ এন মজুমদার বলেন, বিদেশে বাংলাদেশ বিরুদ্ধে যেকোনো তৎপরতাই বাংলাদেশ এবং এর জনগণের জন্য আত্মঘাতীর সামিল।

অনুষ্ঠানে ড. রেদোয়ান আহমেদকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংগঠনের সভাপতি আবুল খায়ের আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমান বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

ভোটিং মেশিন জব্দে খসড়া নির্বাহী আদেশ লিখেছিলেন ট্রাম্প

ডেস্ক রিপোর্ট

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হারের পর ভোটিং মেশিন জব্দ করতে দেশটির সেনাবাহিনী উচ্চপর্যায়ের নেতাদের উদ্দেশে এক নির্বাহী আদেশের খসড়া লিখেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তা চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়নি।

তিন পৃষ্ঠার ওই খসড়ায় বলা হয়, 'এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী যেসব যন্ত্রে তথ্য (নির্বাচন-সংক্রান্ত) সংরক্ষিত হয়েছে অবশ্যই সেসব যন্ত্র সংগ্রহ করে জিম্মায় এনে বিশ্লেষণ করবেন।' যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভ প্রকাশিত ওই বিস্ফোরক নথি থেকে দেখা যায়, সে সময় ট্রাম্প জনগণের ভোটে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ক্ষমতার বাইরে রেখে হোয়াইট হাউসে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর লেখা ওই খসড়া নির্বাহী আদেশ দেশটির তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে দেশটির ন্যাশনাল গার্ডস ট্রুপসের কাছে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু পরেই ওই নির্বাহী আদেশটি আর চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়নি।

২০২১ সালে দেশটির ক্যাপিটল হিলে হামলা ঘটনা তদন্ত করতে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের একটি কমিটি সাড়ে ৭ শতাধিক নথি বিশ্লেষণ করেছে। সেখানে ট্রাম্পের এই খসড়া নির্বাহী আদেশটিও ছিল।

নিউইয়র্কে জন্মদিনে উদ্ভাসিত কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়। ছবি: সংগৃহীত

৭৩তম জন্মদিনে কণ্ঠযোদ্ধা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭৩তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গান গেয়ে যেতে চাই। আমি ধনী বিত্তবান হতে চাইনি কোনোদিন। এখনও চাই না। আমি চিত্তবান হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। সহজ-সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাই।'

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বরেণ্য কণ্ঠযোদ্ধা এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের ৭৩তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি রোববার। নিউইয়র্কে একইসাথে বাংলাদেশে প্রকাশিত শিল্প-সাহিত্যের ছোট কাগজ মাসিক ম্যাগাজিন অনুস্বর-এর বর্ষপূর্তির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সূচীশুদ্ধ কণ্ঠশিল্পীর জন্মদিনে উপস্থিত সুধীজনরা বক্তারা কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়কে স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

অনুস্বর-এর সম্পাদক এবং বাংলা চ্যানেল এর সিইও শাহ জে. চৌধুরী এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কোভিডের কথা স্মরণ রেখে নিউইয়র্ক শহরের অল্পসংখ্যক সুধী, সাংবাদিক, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট, আবৃত্তিশিল্পী উপস্থিত ছিলেন। 'অনুস্বর'র বর্ষপূর্তি সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিন পালন উৎসবকে বর্ণিল করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাংবাদিক কানু দত্ত, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট গোপাল স্যানাল ও ফটো সাংবাদিক মোহাম্মদ হোসেন দীপু।

জন্মদিন উপলক্ষে একটি কেক কাটা হয়। কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় কেক কেটে তাঁর ৭৩তম জন্মদিন উদাযপন করেন। জন্মদিনে রথীন্দ্রনাথ রায়কে ফুল দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন লেখক ও সাংবাদিক দর্পণ কবীর, বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকি, নিউইয়র্ক সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশারফ হোসেন, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিস্ট গোপাল স্যানাল ও অনুষ্ঠানোর আয়োজক শাহ জে. চৌধুরী।

এরপর তাঁরা অনুস্বর মাসিক ম্যাগজিনের বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন। এই মোড়ক উন্মোচনে ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা এবং বাংলা চ্যানেল-এর চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম. ফজলুল হক অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তে বরফে জমা চারটি লাশ উদ্ধার

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের কাছে তুষারে ঢাকা একটি মাঠ থেকে এক শিশুসহ চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে কানাডার পুলিশ। তীব্র ঠাণ্ডার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। সেখানে তখন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩৫ ডিগ্রি (শূন্যেরও ৩৫ ডিগ্রি নিচে)। ১৯ জানুয়ারি বুধবার ম্যানিটোবা প্রদেশের এমারসনে লাশগুলো পাওয়া যায়। এদের মধ্য একজন পুরুষ, একজন নারী, একজন বালক ও এক শিশু ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা ভারতীয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। এই পথ দিয়ে অনেক বাঙালিও যায়। ম্যানিটোবা রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের (আরসিএমপি) সহকারী কমিশনার জেন ম্যাকলাচি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের খবরটি জানান। তিনি একে চরম দুঃখজনক একটি বিষয় বলে অভিহিত করেন।

পুলিশ জানায়, ১৯ জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টায় যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত টহল দল কানাডীয় পুলিশকে সতর্ক করে দিয়ে জানায়, তারা ওই এলাকা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা একদল লোককে গ্রেপ্তার করেছে। ওই স্থানটি অবৈধ সীমান্ত পারাপারের জন্য পরিচিত।

আটক লোকদের একজনের কাছে ছোট বাচ্চার জিনিসপত্র থাকলেও তার সঙ্গে কোনো বাচ্চা ছিল না। তখন ওই এলাকায় সীমান্তের দুপাশেই তল্লাশি চালানো হয়। কয়েক ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত থেকে মাত্র ২৫ থেকে ৩৫ ফুট দূরত্বের মধ্যে লাশগুলো পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার তুষারাবৃত সীমান্ত। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে নৌকাডুবি, নিখোঁজ ৩৯

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৩৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে মার্কিন উপকূলরক্ষীরা (কোস্টগার্ড) তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন। চরম ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচার করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলরক্ষীরা এসব কথা জানিয়েছেন।

সমুদ্র উপকূলে জেলেরা এক ব্যক্তিকে উদ্ধারের পরই এ খবর সামনে আসে। প্রাণে বেঁচে যাওয়া ওই ব্যক্তি জানান, নৌকাটি গত শনিবার রাতে ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ বাহামাসের বিমিনি ছেড়ে যায়। পরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়ে সেটি ডুবে যায়। আরোহীদের কেউই লাইফ জ্যাকেট পরা ছিলেন না।

উপকূলরক্ষীদের পক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'প্রাণে রক্ষা পাওয়া ওই ব্যক্তির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নৌকাটিতে থাকা কোনো যাত্রীর লাইফ জ্যাকেট পরা ছিল না। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'বিমান ও পানিবাহী বিভিন্ন যানবাহনের সাহায্যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের সাহায্যে নিখোঁজদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে।

চরম ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচার করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে কর্মকর্তারা ধারণা করছেন।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানায়, সাম্প্রতিক কালে সাগর পাড়ি দিয়ে কিউবা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

সেন্সর বোর্ডের সনদ পেলো 'একটি দেশের জন্য গান'

বিশেষ প্রতিনিধি

'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অবলম্বনে নির্মিত ' একটি দেশের জন্য গান' বা 'সংস ফর এ কান্ট্রি' প্রামাণ্যচিত্রটিকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড। লেখক ও সাংবাদিক শামীম আল আমিন প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন। গত ১৭ জানুয়ারি সেন্সরবোর্ডের সনদপত্র পায় 'একটি দেশের জন্য গান'।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র ৫০ বছর পূর্তিতে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে 'ফ্রেন্ডস অব ফ্রিডম' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে। এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং ফ্লোরিডায় প্রামাণ্যচিত্রটির চারটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে দর্শকের বিপুল ভালোবাসা পেয়েছে 'একটি দেশের জন্য গান'। নির্মাতা শামীম আল আমিন জানিয়েছেন, এবার বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্টেট ও অন্যান্য কয়েকটি দেশেও প্রামাণ্যচিত্রটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ থেকে অংশবিশেষ রয়েছে প্রামাণ্যচিত্রে। বর্তমান সময়ের নিউইয়র্ক, ৫০ বছর আগের নিউইয়র্ক এবং কনসার্টের ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে এতে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিডিওচিত্র, পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো ভয়াবহতম হত্যা নির্যাতন, প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং শরণার্থী মানুষদের দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে। চমৎকার গ্রাফিক্স ও মিউজিক ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে 'একটি দেশের জন্য গান'। কনসার্টের প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট অনেকের সাক্ষাৎকার আছে এতে। তাদের জবানিতে উঠে এসেছে সেই সময়ের চিত্র। প্রামাণ্যচিত্রটিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, খ্যাতিমান মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন, কনসার্টে অংশ নেয়া ওস্তাদ আলী আকবর খানের বড় ছেলে ওস্তাদ আশীষ খান, খ্যাতিমান লেখক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আমেরিকান প্রফেসর জেমস অকুয়েন, কনসার্টের প্রত্যক্ষদর্শী অভীক দাশগুপ্ত, কাজি সাহিদ হাসান এবং লিন্ডা এন্তোনুচি। তাছাড়া আগে ধারণকৃত কনসার্টের দুই উদ্যোক্তা জর্জ হ্যারিসন এবং পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখা যাবে এই প্রামাণ্যচিত্রে। রয়েছে কনসার্টের বিভিন্ন দৃশ্য, গান, ইতিহাস ও প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বয়ান।

প্রামাণ্যচিত্রটির পরিচালনা ছাড়াও গবেষণা ও স্ক্রিপ্ট শামীম আল আমিনের। অনেকক্ষেত্রে ক্যামেরার পেছনেও তাকে কাজ করতে হয়েছে। এই প্রামাণ্যচিত্রের অন্যতম আকর্ষণ বাংলাদেশের কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ আসাদুজ্জামান নূর। ৩৮ মিনিটি দৈর্ঘ্যের এই প্রামাণ্যচিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। প্রামাণ্যচিত্রের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কবি ও ইয়োগা আর্টিস্ট আশরাফুন নাহার লিউজা। পোস্টার ও টাইটেল অ্যানিমেশন করেছেন শিল্পী মামুন হোসাইন। সাবটাইটেল লিখেছেন সিলেট হজরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শফিকুল ইসলাম। ক্যামেরায় অন্যান্যের মধ্যে কাজ করেছেন নূর হোসেন জুয়েল এবং কায়েস খন্দকার। সম্পাদনার কাজটি করেছেন তানজির ইসলাম রানা।

নির্মাতা শামীম আল আমিন বলেন, "মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী বন্ধু বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁদের সম্মাননা জানিয়েছে। এ নিয়ে আরও কাজ করার রয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়ত এই প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে বিদেশি বন্ধুদের অসামান্য একটি উদ্যোগের কিছুটা হলেও জানতে পারবে। বাংলায় নির্মিত হলেও এতে থাকছে ইংরেজি ও বাংলা সাবটাইটেল। তাতে করে পুরো বিষয়টি বুঝতে কারোই অসুবিধা হবে না।"

শামীম আল আমিন বলেন, '৫০ বছর আগের এক রোববার নিউইয়র্কে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়েছিল। এ যেন ভালোবাসার বৃষ্টি হয়েই নেমে এসেছিল একটি দেশের মানুষের প্রতি। একদিকে মানবতা। অন্যদিকে বিশ্ব সঙ্গীতের মহাআয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তি সরোদ শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনুরোধে যার আয়োজন করেছিলেন ব্রিটিশ সঙ্গীত তারকা জর্জ হ্যারিসন। নাম দেয়া হয়েছিল 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'।

প্রামাণ্যচিত্রটিতে ব্যবহৃত তথ্য, উপাত্ত ও ফুটেজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ইংল্যান্ডের অ্যাপল ফিল্মস কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নির্মাতা শামীম আল আমিন। ঐতিহাসিক সেই কনসার্টটি নিয়ে অনেকদিন ধরেই গবেষণা করছেন তিনি। ২০২১ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অন্যপ্রকাশ থেকে এ নিয়ে তার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। বইটি এরিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

পোস্টারে একটি দেশের জন্য গান

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

ইউটিলিটি বিলে ছাড়

শীতকালে বাসা বাড়িতে হিটার চালানোর কারণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে। অনেক নিম্ন আয়ের পরিবার এসব বিল পরিশোধ করতে হিমশিম খায়। নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য হিপ (HEAP) প্রোগ্রামের পাশাপাশি ইউটিলিটি বিলে ছাড় দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। নিউইয়র্ক বাসীদের জন্য এ প্রোগ্রাম নিউইয়র্ক'স এনার্জি এফোর্ডেবিলিটি পলিসি (ইএপ) নামে পরিচিত। এ প্রোগ্রামের আওতায় উপযুক্ত গ্রহীতাদের মাসিক বিলের উপর ছাড় প্রদান করা হবে। সম্প্রতি এ প্রোগ্রামের জন্য তিন কোটি সাতষট্টি লাখ ডলারের তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে। নিউইয়র্কেরগর্ভনর ক্যাথি হোচল জানান, এ শীতে নিউইয়র্কবাসীদের যাতে ভোগান্তির শিকার হতে না হয় সেজন্য এসব প্রোগ্রাম বাড়ানো হয়েছে।

এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরো জানা যাবে: https://www.ny.gov/helping-new-yorkers-keep-heat এই ওয়েবসাইটে।

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট

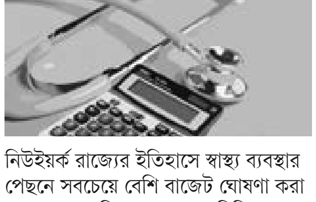

নিউইয়র্ক রাজ্যের ইতিহাসে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পেছনে সবচেয়ে বেশি বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি এ খাতে ১০ বিলিয়ন ডলার বাজেট ঘোষণা করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত কর্মচারীদের পেছনে৷ নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য খাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মামলা-মোকাদ্দমা

২০১৮ সালে প্রকাশিত এক তথ্যমতে আমেরিকায় প্রায় ৩৪ শতাংশ চিকিৎসক তাদের নামে বিভিন্ন মামলা পেয়ে থাকেন। ২০১৬ সালে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ অনুযায়ী, বিভিন্ন কারণে আমেরিকায় মানুষ মারা যাওয়ার দিক দিয়ে ভুল চিকিৎসার অবস্থান তৃতীয়। প্রতি বছর প্রায় এক লাখ মানুষ মারা যায় ভুল চিকিৎসার কারণে। এ কারণে এ খাতে মামলা করার হার অনেক বেশি।

জনগণের টাকায় যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট পুষছে সরকার

সংসদে রুমিন ফারহানা

ডেস্ক রিপোর্ট

বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী প্রথমে খুব কড়া ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করলেও এখন গলার স্বর নিচু। এখন নিজেদের সমস্যা খতিয়ে দেখার আলাপ হচ্ছে। প্রয়োজনে লবিস্ট, ল ফার্ম নিয়োগের কথা হচ্ছে। মজার বিষয় হচ্ছে লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ কোনো নতুন বিষয় নয়। জনগণের করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট ফার্ম পুষছে সরকার।

২২ জানুয়ারি রোববার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, একটি ফার্মকে গত বছর সরকার ত্রৈমাসিক ৮০ হাজার ডলার করে দিয়েছে, বছরের যার পরিমাণ ৩ লাখ ২০ হাজার ডলার (আনুমানিক ২ কোটি ৭৮ লাখ টাকা)। ওই ফার্ম বিজিআর ছাড়াও গত বছর সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডল্যান্ডার গ্রুপের সঙ্গে ৪০ হাজার ডলারে এক মাসের জন্য একটি চুক্তি করেন ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম।

এছাড়া কোনওয়াগো কনসালটিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (বিইআই) মাধ্যমে

রুমিন ফারহানা

বাংলাদেশ সরকার এক মাসের জন্য আরেকটি চুক্তি করে। ৩৫ হাজার ডলার অগ্রিম দেয়ার শর্তে চুক্তিটি হয়। রুমিন ফারহানা বলেন, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ অ্যালক্যাড অ্যান্ড ফে নামের লবিং প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ১২ লাখ ডলারের (১০ কোটি টাকার বেশি) বেশি দিয়েছে। র‌্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কথা তুলে ধরে রুমিন বলেন, পরিস্থিতি দেখে এটা স্পষ্ট– নিষেধাজ্ঞা এখানেই শেষ হচ্ছে না। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিশ্বের স্বনামধন্য ১২টি মানবাধিকার সংস্থা র‌্যাবের সদস্যদের জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে পদায়নের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘে জোর দাবি জানিয়েছে এবং জাতিসংঘও বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে। জনগণের করের টাকায় চলা একটি রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে দলীয় ক্যাডারের মতো ব্যবহার করে তাতে কর্মরত অনেক নিরপরাধ মানুষ এবং তাদের পরিবারের জীবনে সংকট তৈরি করেছে সরকার।

তিনি বলেন, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর এক মজার ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এখন আর র‌্যাব গভীর রাতে সন্ত্রাসীদের নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যাচ্ছে না কিংবা গোপন সংবাদ পেয়ে কোনো সন্ত্রাসীকে ধরতে গিয়ে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা পুলিশ বা র‌্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে না। আর তারপর পালানোর সময় মারা যাচ্ছে না কোনো নির্দিষ্ট মানুষ। ঠিক যেমন সন্ত্রাসীরা সাধু হয়ে গিয়ে র‌্যাবকে গুলি করা বন্ধ করেছিল সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদকে হত্যার পরপর।

নির্বাচন কমিশন গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তাতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচনকালীন সরকারটি কেমন। বাংলাদেশে মোটা দাগে যে চারটি নির্বাচনকে সুষ্ঠু ধরা হয়, তার প্রতিটিই হয়েছে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে। ২০১৪ এবং ২০১৮-এর পর নির্বাচনি বাস্তবতা আরও অনেক বেশি কঠিন। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনে যদি ৫ জন ফেরেশতাও বসানো হয় তারপরও আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এখনই সময় এই বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার রাখতে না পারায়...

হাকিকুল ইসলাম খোকন

বাড়ির উঠান পরিষ্কার রাখতে না পারায় ক্যান্সারে আক্রান্ত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক মার্কিন নাগরিককে জরিমানা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক। একই সঙ্গে তীব্র ভর্ৎসনা করে ওই বাংলাদেশিকে সম্ভব হলে জেলও দিতেন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১তম জেলা বিচারক অ্যালেক্সিস জি. ক্রোট।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ওই মার্কিন নাগরিকের নাম বুরহান চৌধুরী। ৭২ বছর বয়সী এই বাংলাদেশি গত তিন বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে ওই বাংলাদেশি শারীরিকভাবে অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়ায় বাড়ির উঠান পরিষ্কার করতে পারেননি বলে জানালেও তা কর্ণপাত করেননি বিচারক। বরং তীব্র ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছেন, বাড়ির উঠান পরিষ্কার করতে না পারায় □'তার লজ্জিত' হওয়া উচিত। মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান প্রদেশের ডেট্রয়েটের হ্যামট্রামকে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বুরহান চৌধুরী তিন বছর ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন। শারীরিক দুর্বলতা এবং ছেলে শিব্বির চৌধুরী (২৬) কয়েক মাসের জন্য বাংলাদেশে চলে যাওয়ায় বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার এবং সম্পত্তির দেখভাল করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। শারীরিক এমন ভঙ্গুর অবস্থাতেও তাঁর প্রতি কোনো সহানুভূতি

বুরহান চৌধুরী

দেখাননি যুক্তরাষ্ট্রের ৩১তম জেলা জজ অ্যালেক্সিস জি. ক্রোট। জুমে অনলাইন শুনানির সময় চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বিচারক ক্রোট বলেন, 'আপনার নিজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।' জেলা জজের এমন মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টা) সেই ভিডিও টুইটারে দেখেছেন প্রায় এক লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। শুনানির সময় বিচারককে বলতে শোনা যায়, 'আপনার বাড়ি পরিষ্কার না রাখার জন্য আমি পারলে জেল দিতাম।'

বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই মার্কিন নাগরিককে ১০০ ডলার জরিমানা করেন বিচারক ক্রোট। তবে জরিমানার সময় বুরহান চৌধুরী 'খুব অসুস্থ' ছিলেন বললেও জবাবে বিচারক ক্রোট বলেন, 'সম্পত্তির দেখভাল করতে না পারার অক্ষমতা একেবারে অমার্জনীয়।' অনলাইনে মামলার শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন বুরহান চৌধুরীর ছেলে শিব্বির (২৬)। বাবার পক্ষে সেই সময় তিনি বিচারক ক্রোটকে বলেছিলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসা তাঁর বাবাকে একেবারে দুর্বল করে ফেলেছে। যে কারণে তিনি বাড়ির উঠানের আগাছা পরিষ্কার করতে পারেননি। বছরের পর বছর ধরে অসুস্থ বাবাকে পাশে থেকে সাহায্য করেছিলেন শিব্বির।

গত ২ আগস্ট বুরহান চৌধুরীকে তাঁর বাড়ির উঠানের আগাছা পরিষ্কারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়। সেই সময় শিব্বির বাংলাদেশে ছিলেন। শিব্বির প্রায় তিন মাস ধরে বাংলাদেশে থাকায় ডেট্রয়েটের হ্যামট্রামকের বাড়ির উঠানের আগাছা বাড়লেও তা পরিষ্কার করতে পারেননি তাঁর বাবা বুরহান চৌধুরী।

তবে বয়স্ক এই বাংলাদেশিকে জরিমানা করায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার প্রবাসী বিচারক ক্রোটের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। অনেকেই তাঁকে 'অভিবাসীবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাঁর অপসারণের দাবিতে চেঞ্জ ডট ওআরজিতে অনলাইন আবেদন করেছেন। এই আবেদনে প্রায় ১০ হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছেন।

বাড়তে পারে নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনএমপ্লয়মেন্ট ট্রাস্ট তহবিলে ঘটতি থাকার কারণে কর্মহীনদের জন্য সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ ভাতা বাড়ার কথা থাকলেও নিউইয়র্কে তা বাড়ানো হয়নি। মহামারি পরবর্তী বাস্তবতায় সমস্ত আমেরিকায় কর্মহীনতার হার কমলেও সর্বশেষ তথ্যে নিউইয়র্কে বেকারত্বের হার এখনও ৬ দশমিক ২ শতাংশ, যা জাতীয় গড় বেকারত্ব থেকে ২ শতাংশ বেশি। বেকার ভাতার জন্য আরোপিত কর হিসেব করা হয় বেশ জটিল প্রক্রিয়ায়, যা জাতীয় বেকার ভাতা বিমার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কতজন কর্মীকে কোনো প্রতিষ্ঠান ছাঁটাই করেছে তার ওপর প্রতিষ্ঠানের করের কমবেশি হয়ে থাকে। বেকারত্ব বাড়লে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর করের হার বেশি হয়ে থাকে।

রাজ্য সিনেটর ক্যাপলানের প্রস্তাবিত আইনটি পাশ হলে ব্যবসায়ীরা বেকারভাতা বিমা খাতে কর পরিশোধের জন্য দুই বছরের বিরতি পাবে। চলমান মহামারির এ সময়ে ঠিকা থাকার লড়াই করা নিউইয়র্কের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ আইনে কিছুটা হলেও হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউইয়র্কের রাজ্য বেকার ভাতা তহবিলে ৯ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি রয়েছে। ফেডারেল বরাদ্দের অর্থ দিয়ে বেকার ভাতা পরিচালিত হয়ে আসছে কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকেই। ব্যবসায়ী গ্রুপের পক্ষ থেকে রাজ্য গভর্নর ক্যাথি হকুলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কোনো ধরনের কর বৃদ্ধির বোঝা বহন করতে পারবেন না।

গুলিবিদ্ধ নিউইয়র্কের দ্বিতীয় পুলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশ কর্মকর্তা উইলবার্ট মোরার মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়েছে। ২০ জানুয়ারি মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন উইলবার্ট মোরা(২৭)। ঘটনার দিনেই অপর পুলিশ কর্মকর্তা জ্যাসন রিভেরার মৃত্যু হয়। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যু নিয়ে নিউইয়র্কে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুরো পুলিশ বাহিনীতে শোক ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বন্দুক হামলাকারী হিসেবে অভিযুক্ত ম্যাকনেইলকে(৪৭) পুলিশ পাল্টা গুলি করলে তাঁরও মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে নিউইয়র্কের পুলিশ কমিশনার কিচেন্ট সাওয়াল বলেন, নিউইয়র্ক এক বীর পুলিশ কর্মকর্তাকে হারিয়েছে, যিনি নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে রক্ষার চেষ্টা করে গেছেন। হারলেম এলাকার ৩২ প্রিসেক্সট এলাকায় শত শত লোকজন সমবেত হয়ে নিহত পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন, ধর্মীয় নেতা, নাগরিক সংগঠকরা সমবেত হয়ে মোমবাতি ও ফুল দিয়ে নিহত কর্মকর্তাদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে দেখা গেছে।

ন্যাশনাল ওরগেনাইজেশন অব ব্ল্যাক ল এনফোর্সমেন্ট একজিবিউটিভস নামে কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশদের সংগঠনের নির্বাহী মিশেল তেগই বলেন, তাঁরা ওয়াশিংটনের পথে রওনা দিচ্ছেন। আগ্নেয়াস্ত্র আইন দ্রুত প্রণয়ন করার জন্য তাঁরা আইনপ্রণেতাদের তাড়া দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিহ্নিত উদারনৈতিক বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার সুযোগ পাবেন। বিচারপতিরা একবার নিয়োগ পেলে পদত্যাগ, স্বেচ্ছা অবসর বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে পারেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একজন স্বল্প বয়সের বিচারপতি নিয়োগ করবেন। প্রথমবারের মতো মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি দেখা যেতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

এরইমধ্যে সম্ভাব্য এ নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নামও আলোচনায় চলে এসেছে।

বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে গত সপ্তাহেই তাঁর অবসর যাওয়ার কথা জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে প্রশ্ন রাখা হলে ২৬ জানুয়ারি বুধবার তিনি বলেছেন, একজন বিচারপতি তাঁর নিজের ইচ্ছায় যে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে থাকেন। তাঁর মুখ থেকেই ঘোষণা আসার পর এ নিয়ে কথা বলবেন বলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস কি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে মনোনয়ন পাচ্ছেন? —এমন প্রশ্ন করা হলে কোনো উত্তর দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইচ্ছা তিনি কমলা হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়েই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার দাঁড়াবেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে কংগ্রেসে নাটক শুরু হবে দ্রুতই। সিনেটে কনফার্ম হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিচারপতিকে কড়া যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সময় লাগলেও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত নির্বাচনের আগে দ্রুততার সাথে রক্ষণশীল বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন।

সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন। ডেমোক্র্যাটদের অবস্থা এমনিতে ভালো নেই। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডামাডোলের আগেই উদারনৈতিকদের চাঙ্গা করার দ্রুত উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একজন উদারনৈতিক কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতিকে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে অভিষিক্ত করে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পিআর ফার্মকে দায়িত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষতি করতে বিএনপি-জামায়াত বিদেশে ৮টি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশে সরকার এ সব অপপ্রচার বন্ধে সত্য তথ্য তুলে ধরে দেশেরভাবমূর্তি ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পিআর ফার্মকে দায়িত্ব দিয়েছে।

২৬ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া এক বিবৃতিতে ড. মোমেন এ তথ্য জানান।

বিএনপি-জামায়াতের লবিস্ট নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করতে আইসিটি এ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য দেড়লাখ ইউএস ডলার ব্যয়ে লবিস্ট নিয়োগ দিয়েছিল। এর পর মার্কিন কংগ্রেসে আইসিটি এ্যাক্টবিরোধী প্রচার এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করে তা বন্ধ করতে ৫০ হাজার ডলার ব্যয়ে আরও একটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দেয় জামায়াত। এছাড়া একই বিষয়ে ১ লাখ ৩২ হাজার ডলার ব্যয়ে পিস এন্ড জাস্টিজ নামের সংগঠনকে নিয়োগ দেয়। ড. মোমেন বলেন, ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার দিয়ে বিএনপি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দেয়। ২০১৯ সালে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার জন্য আরও একটি লবিস্ট ফার্মের নিয়োগ দেয় বিএনপি। এসব লবিস্ট ফার্মের মাধ্যমে বিএনপি যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশে সহযোগিতা প্রদান বন্ধ করতে আহ্বান জানায়। সাথে দেশ ও জনগণবিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রাখে।

তিনি জানান, দেশ ও সরকারবিরোধী অসত্য প্রচারণার বিপরীতে সত্য তুলে ধরতে সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পিআর ফার্মের নিয়োগ দিয়েছে। এর আগে বিএনপি-জামায়াতের বিভিন্ন দেশবিরোধী অপপ্রচারের বিপরীতে সত্য তথ্য তুলে ধরতে ২০১৪-১৫ সময়ে আরেকটি ফার্মের নিয়োগ দেয় সরকার। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জনগণের অর্থ দিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী অপপ্রচার চালানোর জন্য এসব লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে। এর জন্য এসব দলের লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন, বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ ধরনের জনস্বার্থবিরোধী কার্যক্রম সমর্থন করে না নিশ্চয়ই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আইনে লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ বৈধ। সরকার বা রাজনৈতিক দল নয়, ব্যবসয়ী গ্রুপ বা সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠন লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দিয়ে থাকে। এগুলো অনেকদিন ধরে আছে। এগুলো নতুন নয়। এরশাদের সময় থেকে এগুলো প্রচলিত আছে। ফলে এটা দোষোর নয়, দোষ হলো এর মাধ্যমে দেশ জনগণ সরকারবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র চালানো। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলেকে যুক্তরাষ্ট্রে অপহরণের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করে বলেন, এর সাথে সেখানে জড়িতদের সাজা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ সুশাসন এবং দেশের ইতিবাচক ইমেজ তুলে ধরার জন্য লবিস্ট নিয়োগ করেছে। এখন দেশের স্বার্থে পিআর ফার্মের নিয়োগ দিয়েছে।

তিনি বলেন, 'দেশের ক্ষতি করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা হলে দেশবাসী কখনোই তা মেনে নেবে না।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সাফল্য জানান দিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ উইং তৈরি করেছে। তার নাম দিয়েছি 'পাবলিক ডিপ্লোমেসি'। আমি এবং আমাদের সরকার ইয়ং জেনারেশনের চাকরির সংস্থান চাই, বিনিয়োগ চাই, রফতানি বাড়াতে চাই। আমরা প্রবাসী ও বিদেশিদের ভালো সার্ভিস দিতে চাই। বাংলাদেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি' এই ব্র্যান্ডিং থেকে বের হতে চাই।

নিউইয়র্কে আগামী সপ্তাহেই বাইডেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দমনের কর্মকৌশল নিয়ে তাঁরা বৈঠক করবেন। ৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয়েছে।

বেড়ে ওঠা অপরাধ ও বন্দুক সহিংসতায় নাকাল হয়ে পড়া নিউইয়র্ক নগরের পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আগমন গুরুত্বের হয়ে উঠেছে। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমন্বিত কর্মকৌশল নিয়ে বন্দুক সহিংসতা দমনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ঝুঁকিপূর্ণ নগরীগুলোতে অতিরিক্ত ফেডারেল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। পুলিশের জনবল বৃদ্ধিসহ অপরাধ প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিপুল অংকের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে অপরাধবহুল নগরগুলোতে। নিউইয়র্ক এমন বর্ধিত ফেডারেল বরাদ্দের অর্থ পাচ্ছে। অর্থের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দ্রুততার সাথে নগরের আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করার কর্মসূচিগুলো নিয়ে কথা বলবেন দুই নেতা।

রাজ্য ও নগরপর্যায়ে বন্দুক সহিংসতা দমন, বন্দুক আইনের কড়াকড়ি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আন্তঃরাজ্য বন্দুক পাচার নিয়ন্ত্রণের কর্মকৌশল নিয়ে এ বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস ২৬ জানুয়ারি দেয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি নিউইয়র্ক নগরের বন্দুক সহিংসতা বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে কথা বলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। নিউইয়র্ক নগরে অপরাধের ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে বহু নদী থেকে অপরাধের প্রবেশ ঘটছে বলে উল্লেখ করেছেন মেয়র অ্যাডামস। তিনি বলেন, নগরীর আইনশৃংখলা রক্ষা ও জনসমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাঁর প্রশাসনের এক নম্বর অগ্রাধিকার। ক্ষমতা গ্রহণের একমাসের মধ্যেই নিউইয়র্কের অপরাধ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মেয়র এরিক অ্যাডামস।

গত সপ্তাহে দুই পুলিশ সদস্যের মৃত্যু, একের পর এক পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ায় পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন নগরীতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটছে। মেয়র এরিক বন্দুক সহিংসতা এবং অপরাধ দমনে তাঁর আগ্রাসী পরিকল্পনা ঘোষণার দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠককে খুবই তাৎপর্যের বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র প্রার্থী হিসেবে এরিক অ্যাডামস গত বছরের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে এক দফা বৈঠক করেছিলেন।

চ্যালেঞ্জের মুখে মেয়র এরিক অ্যাডামস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য প্রার্থনা করছেন উল্লেখ করে মেয়র অ্যাডামস বলেন, আমরা প্রার্থনার চেয়ে বেশি কিছু করব। তিনি বলেন, বেদনা এবং যন্ত্রণাকে আমরা একটা লক্ষ্য হিসেবে অর্জন করতে চাই।

জননিরাপত্তাই তাঁর প্রশাসনের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার বলে এরিক অ্যাডামস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,সড়ক জনপদ থেকে বন্দুক সরিয়ে আনা হবে। জনসমাজকে নিরাপত্তা দেয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি নিরাপদ ও অগ্রসর নগর গড়ে তোলা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য মেয়র এরিক অ্যাডামস যুবকদের জন্য গ্রীষ্মকালীন কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে নিউইয়র্ক নগরের কর্মহীন যুবকদের কাজে লাগানোর বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হবে। অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী থেকে চাকরি দেয়া হলে কোম্পানিগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে বলে তিনি জানান।

যুব-তরুণের মানসিক সমস্যাকেও নগরের অপরাধ ও সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মানসিক সমস্যা দেখভালের জন্য নগর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে আগ্রাসী কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে বলে মেয়র এরিক অ্যাডামস জানান।

রাজ্য ও নগর কর্তৃপক্ষের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকুলের সাথে এ সপ্তাহেই বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যেম অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য গভর্নর বলেন, এরইমধ্যে বহু প্রাণ ঝরে গেছে।

বন্দুক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য রাজ্যের সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আগের শুক্রবার নিউইয়র্কে মা ও ছেলের ঝগড়া থামানোর জন্য পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। মানসিক বিকারগ্রস্থ ছেলের বেপরোয়া আচরণের জন্য মা শার্লি সোর্জেস পুলিশে ফোন করেছিলেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে শার্লি সোর্জেসের ছেলে ম্যাকনেইল (৪৭) পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়।

এ ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা জাস্টিন রিভেরার মৃত্যু ঘটে এবং অন্য পুলিশ কর্মকর্তা উইলবার্ট মোরা এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। পুলিশের গুলিতে আহত ম্যাকনেইলও পরে হাসপাতালে মারা গেলে পুরো ঘটনা নিয়ে নিউইয়র্কে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ম্যাকনেইলের মা শার্লি নিজের ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করলেও ঘটনা এমন গড়াবে জানলে তিনি পুলিশকে ফোনই করতেন না বলে বলেছেন। তাঁর ফোন কলের কারণে পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুতে তিনি অনুশোচনায় ভুগছেন। নিউইয়র্ক পোস্টকে দেয়া এক বক্তব্যে বলেছেন শার্লি সোর্জেস।

নিউইয়র্ক রাজ্যপুলিশের সূত্র অনুযায়ী, গত এক বছরে ১০৭৪টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে নিউইয়র্ক থেকে। এনওয়াইপিডি থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, বাইরের রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র গত বছর নিউইয়র্কে এসেছে বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে। এর অধিকাংশই এসেছে জর্জিয়া, সাউথ ক্যারোলাইনা এবং ফ্লোরিডা থেকে।

উল্লেখ্য, আমেরিকার বহু রাজ্যে সহজেই আগ্নেয়াস্ত্র কেনা যায়। এসব আগ্নেয়াস্ত্র পরে পাচার হয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যায়। মহামারির কারণে কর্মহীনতা এবং ২০২০ সালে আমেরিকাজুড়ে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের পর অপরাধ দমনে প্রতিটি এলাকায় প্রশাসন বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আমেরিকার অপরাধ আইনের সংস্কার, কড়া পুলিশী ব্যবস্থা, অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সামাজিক বৈষম্যের অবসান —এসব নানা বিতর্কে ঘুরপাক খাচ্ছে মার্কিন সমাজ। আমেরিকার শীর্ষ নগরী নিউইয়র্কেও এসব চলমান বিতর্কের মধ্যে মেয়র এরিক অ্যাডামস আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি করতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় থাকলেও প্রত্যাশা নাগরিকদের মধ্যে প্রবল।

In the name of Allah the Most Merciful, the Most Beneficent

ELECTION COMMISSION 2022

JACKSON HEIGHTS BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION

37-18 73RD STREET. JACKSON HEIGHTS. NEW YORK 11372

Executive Committee Election 2022

-: FINAL ELECTION RESULTS :-

THE ELECTION WAS HELD ON 09-JAN-2022. A TOTAL OF 389 VOTERS VOTED IN THE 3 VOTING MACHINES. THE VOTING MACHINES WERE IN GOOD WORKING CONDITION AND ACCURATELY RECORDED ALL VOTES CAST BY THE ELECTORATE. FOLLOWINGS ARE THE COMPLETE AND FINAL RESULTS OF THE ELECTION AS RECORDED IN THE VOTING MACHINES. WINNING CANDIDATES ARE INDICATED IN THE STATUS COLUMN BY BOLD TYPE.

SL.	POSITION NAME	CODE	CANDIDATES NAME	VOTE	PERECNT	STATUS
1.	**PRESIDENT**	**A1**	**GIASH AHMED**	**224**	**57.58 %**	**WINNER**
2.	PRESIDENT	B1	MAHABBUR RAHMAN TUKU	160	41.13 %	
3.	**VICE PRESIDENT**	**A2**	**MOLLAH M A MASUD**	**196**	**50.39 %**	**WINNER**
4.	VICE PRESIDENT	B2	SULTAN AHMED	154	39.59 %	
5.	**VICE PRESIDENT**	**A3**	**MD. HASSAN ZILANI**	**194**	**49.87 %**	**WINNER**
6.	VICE PRESIDENT	B3	MD. SOLAIMAN ALI	172	44.22 %	
7.	**GENERAL SECRETARY**	**A4**	**MD. TAREQ H KHAN**	**195**	**50.13 %**	**WINNER**
8.	GENERAL SECRETARY	B4	MUNIR HASSAN	177	45.50 %	
9.	**JOINT SECRETARY**	**A5**	**MD. MOFIZUR RAHMAN**	**219**	**56.30 %**	**WINNER**
10.	JOINT SECRETARY	B5	MD. AL FARUK	140	35.99 %	
11.	**TREASURER**	**A6**	**S. M. ABUL HASAN**	**220**	**56.56 %**	**WINNER**
12.	TREASURER	B6	MD. S HOSSAIN	133	34.19 %	
13.	**ORGANIZING SECRETARY**	**A7**	**ATIQUL ISLAM (ZAKIR)**	**231**	**59.38 %**	**WINNER**
14.	ORGANIZING SECRETARY	B7	MD. DELOAR HOSSAIN	125	32.13 %	
15.	**CULTURAL & ENTERTAINMENT SEC**	**A8**	**JAFAR ULLAH MILAN**	**205**	**52.70 %**	**WINNER**
16.	CULTURAL & ENTERTAINMENT SEC	B8	SHAIKH ALI HASAN	146	37.53 %	
17.	**PUBLICITY & PUBLICATION SEC**	**A9**	**BELAL AHMED**	**185**	**47.56 %**	**WINNER**
18.	PUBLICITY & PUBLICATION SEC	B9	MD. SHAHIN BHUIYAN	158	40.62 %	
19.	**OFFICE SECRETARY**	**A10**	**MD. Z RAHMAN**	**186**	**47.81 %**	**WINNER**
20.	OFFICE SECRETARY	B10	RAM K SAHA (APU)	169	43.44 %	
21.	**EXECUTIVE MEMBER**	**A12**	**DR. BARNALI HASAN**	**211**	**54.24 %**	**WINNER**
22.	**EXECUTIVE MEMBER**	**A15**	**ROCKY AALIYAN**	**209**	**53.73 %**	**WINNER**
23.	**EXECUTIVE MEMBER**	**A11**	**ABDUL ALIM**	**205**	**52.70 %**	**WINNER**
24.	**EXECUTIVE MEMBER**	**A14**	**KHALED AKHTER**	**204**	**52.44 %**	**WINNER**
25.	**EXECUTIVE MEMBER**	**A13**	**MD. HERA**	**201**	**51.67 %**	**WINNER**
26.	EXECUTIVE MEMBER	B14	MASUD AHMED	150	38.56 %	
27.	EXECUTIVE MEMBER	B13	JOHIRUL ISLAM JOY	145	37.28 %	
28.	EXECUTIVE MEMBER	B12	SAMIM A MONIR	143	36.76 %	
29.	EXECUTIVE MEMBER	B15	ABDUL HAI	141	36.25 %	
30.	EXECUTIVE MEMBER	B11	NAZRUL I MIAH	135	34.70 %	

Mohammed A Baro Bhuiyan
Acting Chief Election Commissioner

Jafor Mita
Election Commissioner

Belayet Hossain
Election Commissioner

Abu Halen Hossain
Election Commissioner

Prepared by Stark Subsolution Inc.

Sun 09-Jan-2022 10:02:46 PM

TLC Insurance
Renewal / Broker Change

প্যানডেমিকের কারণে আমাদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
আপনারা অনলাইনেই সব সেবা পেতে পারেন।

Nexar Camera
with Discounted Price
on the spot.
সেই সাথে ইন্স্যুরেন্স ডিসকাউন্ট

দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্য ও
অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

ব্রোকারেজ চেঞ্জ করতে হলে
TLC বা DMV-তে
যেতে হয় না।

We Do all forms of Insurance

- আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা
- Auto, Home & Business
- TLC, Car Service, Uber, Black Car
- Restaurant, Grocery & Other Stores
- Construction & Bond
- Food Vendor
- Commercial Van
- Workers Comp.

TDS Insurance Brokerage Corp.

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310 Fax: 718-483-9311
email: team@tdsinsurance.com

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা স্বপ্নগামী অভিবাসীদের পথ দেখাতে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় ‘উত্তরের পথে’ প্রকাশ করছে। প্রবাসে নানা সমস্যার সমাধান এবং সফলতার কাহিনি নিয়ে সাজানো ‘উত্তরের পথে’ সব সময় প্রবাসীদের সঙ্গে থাকতে চায়। ‘উত্তরের পথে আপনার সঙ্গে’ স্লোগান নিয়ে বাঙালির ‘আমেরিকান ড্রিম’ বাস্তবায়নের সঙ্গী হতে নানা পরামর্শমূলক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে। আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

—রাজুব ভৌমিক

ইউরোপে যাওয়ার পথে ঠান্ডায় জমে ৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লিবিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথে সাত বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে তাঁরা নৌকাযোগে লিবিয়া থেকে ইতালির লাম্পেদুসা দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ঠান্ডায় তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ইতালির আগ্রিজেন্তোর প্রসিকিউটর লুইগি প্যাত্রোনাজিও বলেন, ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত কমে আসায় ওই বাংলাদেশিরা প্রাণ হারিয়েছেন। লামপিওনের উপকূল থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে কোস্টগার্ডের সদস্যরা ওই নৌকার সন্ধান পান। এরপর সেখানে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর লুইগি প্যাত্রোনাজিও।

লাম্পেদুসা দ্বীপের মেয়র সালভারোতে মারতেল্লো এই বাংলাদেশিদের প্রাণহানির ঘটনা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ওই নৌকায় ২৮০ অভিবাসনপ্রত্যাশী ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ বাংলাদেশ ও মিসরের বাসিন্দা। ইউরোপে অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশী প্রবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইতালির উপকূলকে। গত কয়েক মাসে এমন

সমুদ্রপথে অবৈধ অভিবাসন। প্রতীকী ছবি

নৌকাযোগে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইউরোপে প্রবেশের প্রবণতা বেড়েছে। চলতি বছরে ১ হাজার ৭৫১ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী উপকূল থেকে ইতালির বিভিন্ন বন্দরে নেমেছেন।

‘নিউইর্য়কের অপরাধ বৃদ্ধি নতুন এক মহামারি’

রাজুব ভৌমিক

নতুন বছরের একটি মাসও গত হয়নি।কিন্তু এর মধ্যে নিউইর্য়ক শহরে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলিতে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচজন পুলিশ অফিসার আহত এবং একজন নিহত হয়েছেন। দিন দিন যেন নিউইর্য়কে সহিংসতার ঘটনা বেড়ে চলছে।

নিউইর্য়কের বাঙালিদের মনে এ নিয়ে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। করোনা মহামারির আতঙ্ক ফেরিয়ে ঘরে ঘরে এখন নতুন এক আতঙ্কের বিরাজমান। কুইন্স ভিলেজে এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াতে গিয়ে আলাপ শুরু হয় নিউইর্য়কের অপরাধ বৃদ্ধি বিষয়ে। তখন একজন বলল, ‘নিউইর্য়কে এখন করোনা নিয়ে এখন ভয় করি না। করোনার টিকা নিলে বা মাস্ক পরলে এর প্রকোপ থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু নিউইর্য়কের রাস্তাঘাটে যে হারে প্রতিদনি অপরাধ বেড়ে চলছে তার থেকে মানুষ কীভাবে বাঁচবে?’ এর হয়ত কোনো সহজ উত্তর নেই। তবে আমরা কিছু প্রশ্ন মনে এনে এতটুকু ভাবতে পারি তাহলে হয়ত দুই-একটা উত্তর পাওয়া যেতেও পারে। যেমন—গত দুই বছরে কেন হঠাৎ অপরাধ বেড়ে যায়? গত দুই বছরে এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যে শহরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে? এখন নিউইর্য়কে বড্ড শীতকাল চলছে। বাইরে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা একপ্রকার অসম্ভবও বলা যেতে পারে। আর এই সময়ে যদি অপরাধ এমন বৃদ্ধি পায় তাহলে আসছে গ্রীষ্মকালে কি আপনি আপনার সন্তানদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে পারবেন? অপরাধের সমাধানে কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে? তারা কি করছে বা করতে পারছে না?

এদিকে গোলাগুলির সাথে শহরে গাড়ি চুরি বা গাড়ির অংশ চুরির ঘটনাও বেড়ে চলছে। এখন রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটলেই দেখা যায় চার চাকাবিহীন ইটের ওপর অসহায় গাড়ির বসে থাকা এবং আবার দেখা যায় গাড়ি চুরি হয়ে যাওয়া গাড়ির মালিকের অসহায়ত্বকে। শহরের রাস্তায় বেরুলেই গুলির শব্দ শুনেনি এমন নিউইর্য়কারের সন্ধান পাওয়া এখন প্রায় মুসকিলই হবে। এসব গুলি আবার অনেক ঘুমন্ত বাসিন্দার ঘরে এসেও লেগেছে। আবার অনেকে ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায়ও গুলিবিদ্ধ হয়েছে। একসময় নিউইর্য়ক ছিল এই দেশের সবচেয়ে নিরাপদ একটি শহর। সেই নিউইর্য়ক শহরে এখন রাতে চলাফেরা কোনো সচেতন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। একটু বেরুলেই মানুষ হয়ত ডাকাতির শিকার হচ্ছে, গুলিবিদ্ধ হচ্ছে, না হলে ট্রেনের সামনে অপরাধীর ধাক্কা খেয়ে প্রাণ হারাতে হচ্ছে।

নিউইর্য়কের অপরাধ বৃদ্ধিতে আপনার করণীয় কী হতে পারে? সবাইকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাহলে অনেক অপরাধের শিকার থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। যেমন—কোনো কারণ ছাড়া কখনো বাইরে যাওয়া উচিত নয়। যদি বাইরে যেতে হয় তাহলে সাথে মূল্যবান কিছু বা অপ্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে রাখা উচিত নয়। রাস্তার হাঁটার সময় রাস্তার ঠিকানা এবং চারদিকে তাকিয়ে হাঁটা উচিত।

নিউইর্য়কের রাস্তায় হাঁটার সময় কিছুক্ষণ পর পর আপনার পেছনে তাকানো উচিত। বেশিরভাগ সময় অপরাধীরা কোনো অপরাধ করার আগে তাদের শিকারকে কিছুক্ষণ দেখে নেয়। যখন সে দেখে তার শিকার অনেক সাবধানতা অবলম্বন করছে তখন সে আর অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে চায় না। আবার কোথাও কোনো অপরাধ ঘটতে দেখলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে অবহিত করা উচিত, যাতে পুলিশ এসে অপরাধীকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

হাতে মুঠোফোন নিয়ে চলাফেরা করবেন না। ফোনটি সব সময় আপনার পকেটে রাখবেন এবং শুধু প্রয়োজন হলেই হাত তুলবেন। মনে রাখবেন আপনার আইফোনটি হাতে রাখা মানে দশটি একশ ডলারের নোট হাতে রাখা। একবার ভাবুন—আপনি কি আপনার হাতে খোলা দশটি একশ ডলারের নোট নিয়ে রাস্তার ফুটপাতে হাঁটবেন? উত্তর যদি না হয় তাহলে আপনার হাতেও স্মার্টফোনটি নিয়ে চলাফেরা করা উচিত হবে না। চলন্ত গাড়ি কোথাও ডাবল পার্ক করে যাবেন না। এতে চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এখন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তাই হয়ত আপনি ভাবছেন দ্রুত একটি দোকান থেকে কিছু কিনে বাসায় চলে যাবেন। গাড়ি বন্ধ করলে গাড়ি আবার দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এতে আপনার সমস্যা হবে। কিন্তু একবার ভাবুন—গাড়ি চুরি হয়ে গেলে আপনার সমস্যা কত বাড়তে পারে?

কমিউনিটি কলেজ নাকি চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয়

আসিফ মোক্তাদির

আমেরিকায় নতুন আসা অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য পায় না। তাছাড়া বাংলাদেশের তুলনায় আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন আসা বাংলাদেশি অভিবাসীদের অনেকেই প্রথমে কমিউনিটি কলেজ এবং চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বুঝতে পারে না। নিজের জন্য কোনটি ভালো হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

আমেরিকায় কমিউনিটি কলেজগুলো থেকে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ ডিগ্রি অর্জন করতে সাধারণত দুই বছরের মতো সময় লাগে। অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি দিয়ে অনেক ভালো চাকরি পাওয়া যায়। কমিউনিটি কলেজগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে বেতন কম। পড়াশোনার পেছনে যারা অধিক টাকা ব্যয় করতে সক্ষম নন তারা কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হতে পারে। অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করে পরে চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করা যায়। ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করার জন্য আরও দুই বছরের মতো পড়া লাগে। চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণত ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বেতন তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশ থেকে এসে ভর্তি হতে গেলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে টোফেল বা আয়েল্টসের মতো পরীক্ষা দিতে হতে পারে

অনেকেই কী বিষয় নির্বাচন করা উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে জেনারেল স্টাডিজ নির্বাচন করা যেতে পারে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার পরিবেশ সম্পর্কে ভালো ধারণা গড়ে উঠবে। পরবর্তীতে মেজর নির্বাচন করা সহজ হয়ে উঠবে।

আমেরিকায় পড়াশোনার জন্য সরকার থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। এজন্য ফাফসার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া অঙ্গরাজ্যভিত্তিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এসব সাহায্যের পরেও যারা বেতন পরিশোধ করতে পারে না তারা ঋণ নিতে পারবে।

আমেরিকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলর বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বললে। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অহেতুক যে কারও কথা শুনে আশাহত ও মনোক্ষুণ্ণ হওয়া ঠিক নয়।

যোগব্যায়াম করুন, সুস্থ্ থাকুন

সুখেন গমেজ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল —প্রবাদটি যথার্থ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। করোনা মহামারিকালে সুস্থ্ থাকাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। ধন-দৌলত, ঐশ্বর্যের চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে সুস্থ্ভাবে বেঁচে থাকতে চায় সকলেই। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থ্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থ্তাও পাওয়া যায়। দীর্ঘ সময় ধরে যোগ ব্যায়াম দীর্ঘমেয়াদী সুস্বাস্থ্যে পথ প্রদর্শন করছে। ব্যক্তিগত জীবনে সকলেই অনেক ব্যস্ত। কাজ-কর্ম, পড়াশোনা, সংসার, সমস্যা সংকট, হতাশা-নিরাশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে নিজের জন্য কোনো সময় থাকে না। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে বৃত্ত থেকে বিন্দুতে আনা যায়, আত্মমূল্যায়ন করে নিজের ভুলত্রুটি অনুধাবন করা যায়। যোগ ব্যায়াম করার জন্য জিমে যেতে হবে না কিংবা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে না। করোনা মহামারি সময়ে জিমে যাওয়া নিরাপদ নয় কিংবা অতিরিক্ত সর্তকতা নিতে হয়। যোগব্যায়াম বাসায় বসে মাদুর বিছিয়ে নিরাপদভাবেই করা সম্ভব। অবশ্য অনেকে যোগ ব্যায়াম সেন্টার গিয়ে সহায়তাকারী সাহায্য নিয়ে ব্যায়াম করতে পছন্দ করেন। ইউটিউবে যোগব্যায়ামের ভিডিও নির্দেশনা দেখে বাসায় একা ব্যায়াম করা সম্ভব। যোগব্যায়াম শুরু ক্যালরি ক্ষয় কিংবা শক্তিশালী পেশী তৈরি পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষতা প্রদান করে।

যোগব্যায়াম নিয়মিতভাবে করলে নিম্নোক্ত উপকারগুলো পাওয়া সম্ভব: যারা

দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটার সামনে বসে কাজ করেন কিংবা গাড়ি চালনা করেন, তাদের মেরুদণ্ডের ক্ষতির পাশাপাশি ক্লান্ত বোধ চলে আসে। যোগ ব্যায়াম বসে থাকার ভঙ্গি পরিবর্তন করে এবং ঘাড়-পিঠের ব্যাথা প্রতিরোধ করে। যোগব্যায়াম শরীরের নমনীয়তা বাড়াতে সাহায্য করে। মাটিতে বসে পায়ের বৃদ্ধ আংগুলকে স্পর্শ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার, যোগব্যায়ামের ফলে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নমনীয় হয়।

যোগব্যায়াম পেশীশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। শরীরের দুর্বল পেশীগুলোতে অনুশীলন করে শক্তি বাড়াতে যোগব্যায়াম প্রয়োজন। পেশীসমূহে হঠাৎ ব্যাথা কিংবা চোট পাওয়া থেকে রক্ষা করে। যোগব্যায়াম স্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং শরীরে বিপাকীয় সিস্টেম কিংবা পরিপাকতন্ত্রকে উন্নত করে। যোগব্যায়াম শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি প্রাণশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

যোগব্যায়াম ব্লাড সুগার কমাতে সাহায্য করে। যোগব্যায়াম শুধুমাত্র রক্তে শর্করা কমাতে সাহায্য করে না বরং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় এবং ভালো করে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। এর ফলে শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং ইনসুলিনের প্রতি শরীরের সংবেদনশীলতা উন্নত করে।

যোগব্যায়াম শরীরে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে। ব্যায়ামের একটি কসরত শিথিল ব্যায়াম শরীরের সমস্ত অংশে রক্ত নিয়ন্ত্রিত করে। শরীরের নিচের অংশ থেকে শিরাস্থ রক্তকে হৃদপিণ্ডের প্রবাহিত করতে সাহায্য করে, ফুসফুসে অক্সিজেন চলাচল বৃদ্ধি করে। যোগব্যায়াম বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের সময় নানা রকম ভাইরাস ধ্বংস করতে সাহায্য করে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

যোগব্যায়াম অসুখ-বিসুখ দূর করতে সাহায্য করে। যোগব্যায়াম নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। একই সাথে জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিকে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। এর ফলে আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়। যোগব্যায়াম ফুসফুসের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুসের কার্যকারিতা দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধি করে। নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিরাময় হতে পারে। যোগব্যায়াম ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরকে সুস্থ রাখে।

যোগব্যায়াম ভালো ঘুমাতে সাহায্য করে। যোগব্যায়াম মানসিক চাপ কমিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি করে। শরীরকে নিয়মিত রুটিনে নিয়ে আসে। পরিপূর্ণ সুস্থ ও শিথিল শরীর শান্তিপূর্ণ ঘুম নিয়ে আসে। রুটিনমাফিক পছন্দ মতো সময়ে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা সম্ভব। সুস্থ চিন্তাশক্তি বাড়াতে যোগব্যায়াম অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিজে সুস্থ থাকুন, অন্যকে উৎসাহিত করুন।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফামের্সি

(সাটফিন বুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে স্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে
Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নির্বাসিত কবি

বেনজির শিকদার

সময়ের অনটনে হয়তো ক্ষয়ে গেছে
জীবনের অগণিত সাধ;
হয়তো পুড়ে গ্যাছে সুনীল স্বপ্নগুলো,
পুড়ে গ্যাছে ইচ্ছের ছোট্ট নদী;
হয়তো আসেনি এ পথে সেজে থাকা গোধূলির বারিবাহন।

ক্ষয়িষ্ণু বসন্ত, ঘুঘু ডাকা মায়ার দীঘি
সনাতনী অভিমানের এতটুকু হয়নিকো খোঁজ;
মেঘ থরথর, ভ্রষ্ট গোলাপ, পুনর্জন্ম নেই
বাজেনি ভেঁপু মায়াঞ্জনের, অষ্টপ্রহর অনাহারি অথৈ ক্রন্দন।

অদূরে ভবিষ্যৎ, হয়তো বিপরীত বাতাসে ফুটবে গোলাপ,
হরিতকি দিয়ে যাবে স্নেহের আঁচল
প্রিয়দিন আর প্রিয়রাত ছাপিয়ে হয়তো একদিন,
বলা না-বলায় জীবন্ত আত্মা হয়ে যাবে স্মৃতি!

কুহেলিকা মোহ নয়, হেমলক অজ্ঞতা ভুলে
বৈরী আগুনের চেতনায়, অম্ল-মধুর বিক্ষোভ,
দ্বন্দ্বহীন গন্ধ আর সু-প্রাচীন ঘ্রাণে;
স্নায়ুজুড়ে ছুটবে ভালোবাসার নম্র অধোবদন।

জীবন আছে যেখানে

আবদুস শহীদ

মৃদু পায়ে চলতে চলতে ভুলে গেছি
সামনে প্রাচীর ঘেরা এক বাগান আছে
ইচ্ছে হলেও ছোঁয়া যায় না প্রস্ফুটিত গোলাপ
উঠোনের দ্বারগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারি।
পরিযায়ী মানুষগুলো সামনে ঝুঁকে পড়ে
হামাগুড়ি দেয় একটা নতুন জীবনের দর্শনে,
ফুলগুলো তাকিয়ে থেকে বিষণ্নতায় হাসি ছড়ায়
যেন দিগম্বর রাজার অবিকল চেহারার মতো ।
আজকাল বাগানগুলো রুচি আর বিলাসীতায়
মাধ্যম হয়ে থাকে না, বাগানের ফুলগুলো যেন
প্রতিবাদের এক একটা রক্তমাখা গোলাপ
সামনে এগিয়ে দেখি পিপীলিকার কালো হাত
ভার্জিন অলিভওয়েল ঢালা পিচ্ছিল পথে
সারি বেঁধে হাঁটছে।
আবার ফিরে আসবে ফসল ফলানোর দিন
মানুষগুলো ফিরে আসবে মাটির কাছে
তারপরেও থাকে খরা আর বন্যার ভয়।
তবে আমরা সেখানেই গিয়ে থামবো
যেখানে জীবন আছে এখনও।

অপরিচিত হাজার মৃত্যু

সুমাইয়া আরেফিন

একটি ঘরোয়া লাশের কাছে ফিকে হয়ে যায় অপরিচিত হাজার মৃত্যু
গালের উপর উপচে পড়া অশ্রু বলে দেয়,
মৃত্যুই জগতের একমাত্র সহানুভূতির মাধ্যম;
যার শরীর খোসার নাম আবেগ।

একটি শিশুফ্রক জানেনা রসুনরঙা সাদা শাড়ির সংবিধানী নাম বিধবা
দু'শরীরে'র ভাঁজ ভাঁজ চামড়া, মিটমিটে চাহনি;
পৃথিবী ঋণ দেয় বন্ধকীয় জমির মতো
অথচ সময় বলে, তাদের মধ্যেকার সূর্য সকাল আর বিকেলের মতো
যার বৈজ্ঞানিক নাম 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'।

একজন খালি পকেটের বেকারের কাছে
সরকারি দুর্নীতি নিয়ে বুলি কপচানো চায়ের কাপের ধোঁয়া
বিনে পয়সার ট্রেনে ঝুলে থাকায় সন্তুষ্টি
অভিজ্ঞ দীর্ঘশ্বাস বলে,
নীতিকথার রাজনৈতিক নাম বিরোধীপক্ষ প্ররোচনা।

একটি লাশ- শিশুর বিধবার নিয়ম- একজন বেকার যুবক;
ওদের দেখা হতে নেই
দেখা হলেই বেরিয়ে যাবে,
ভাগ্য'র নামে প্রভু কেমন রাজনৈতিক দাবাড়ু।

আমাদের সূর্য-সন্তানেরা

শেলী জামান খান

আমরা প্রবাসে ভয় শূন্য চলি,
আর তোমাদের কথা করি বলাবলি।
আমরা এখানে দেশের শোকে কাঁদি,
তোমরা ওখানে যুদ্ধ করে রয়েছো যে বাঁচি।
তোমরা সেখানে ভয়কে করেছ জয়,
সূর্যকে তোমরা ছিনিয়ে আনবে নিশ্চয়!

তোমাদের পানে আমরা তাকিয়ে থাকি,
অজানা আশঙ্কায় বুক ওঠে বারবার কাঁপি।
পথে পথে দেখি কচিকাঁচাগুলোর মানব-বন্ধন,
এপারে আমরা করিতে পারি না অশ্রু সংবরণ।
শিশুদের থেকে নিও না ছিনিয়ে ওদের শিশুকাল,
বসে আছো যারা, ফেলে ক্ষমতার কালো জাল!

তরুণ কিশোর হাতে ব্যানার, "নিরাপদ সড়ক চাই",
জানজটহীন, নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা চাই।
সারিসারি গাড়ি, রিকশার লাইন, জানজটহীন ঢাকা,
ওরাই আমাদের দেখিয়ে দিল, ঘুরিয়ে রাষ্ট্রের চাকা।
"ভাঙ্গাচোরা খাদে ভরা রাষ্ট্র, মেরামত জরুরি দরকার,
প্রয়োজনে পাল্টাতে হবে অযোগ্য সরকার।"

তরুণের দল, ধরেছে তুলে, হৃদয়-মশাল জালি,
আমরা বড়রা আজ সেই আলোতেই পথ চলি।

আমরা যা পারিনি অর্ধশতকে,
তোরা করলি তা এক-প্রহরে।
তোরাই দেখালি দেশকে বেসে ভালো
নেতা সেজে তোরা চাসনি ফুলের তোড়া,
আমাদের সূর্য-সন্তান তোরা।

আলেয়া

আনোয়ারুল হক লাভলু

মধ্যরাতে দুয়ার খুলে তুমি দাঁড়ালে
গ্রীবায় গ্রিক সৌন্দর্যের বুনো ঢেউ তুলে,
প্রেমভরানত দিঘিজলে স্নাত অপ্সরী
এসেছে যেন আজ ধরণী অভিসারে
শরীরের অবয়বে তখনো স্নানের ঘ্রাণ
ভেজাচুল বিন্যস্তকরণ শিথিলতায় নিমজ্জিত অমাবস্যা,
অশরীরী বাসনাভরা পোয়াতি যৌবন
সাঙ্গ করে অহমিকার ঘুম আয়োজন
প্রচ্ছাদিত শীত শিশিররাতে
সুরোভিত সাঁকো পেরিয়ে তুমি এলে,
তুমি এলে ঋতুবতী নৈশব্দ্যের নি:
সংকোচ অবলীলার জ্যোৎস্না
নীলাভ দ্যুতিময় আভায় তোমার
অনিন্দ্য সৌন্দর্যের পর্বতচূড়া
স্বর্গীয় আহ্বানে বিভোর!
পর্বতদেশের গভীরে ভূকম্পন থরথর
ভলকানিক কিংবা টেকটনিক
সিম্ফনি শব্দের প্রগাঢ়তায় উষ্ণ
অঙ্গদেশে বিভাজিত কামার্ত কল্লোল
ছুঁয়ে দিতে চায় আর্য বা অনার্য পুরুষ,
অনামিকায় আলতো ধরেই
দুয়ার থেকে সিঁড়িপথে এক পা
দ্যুতিময় আলোর ছন্দ পা' নূপুরে
সহস্র বছর স্থির পলকে ঝলকে
একি তবে মধ্যরাতের আলেয়া!

কামিনী রায় যখন কামিনী বেগম

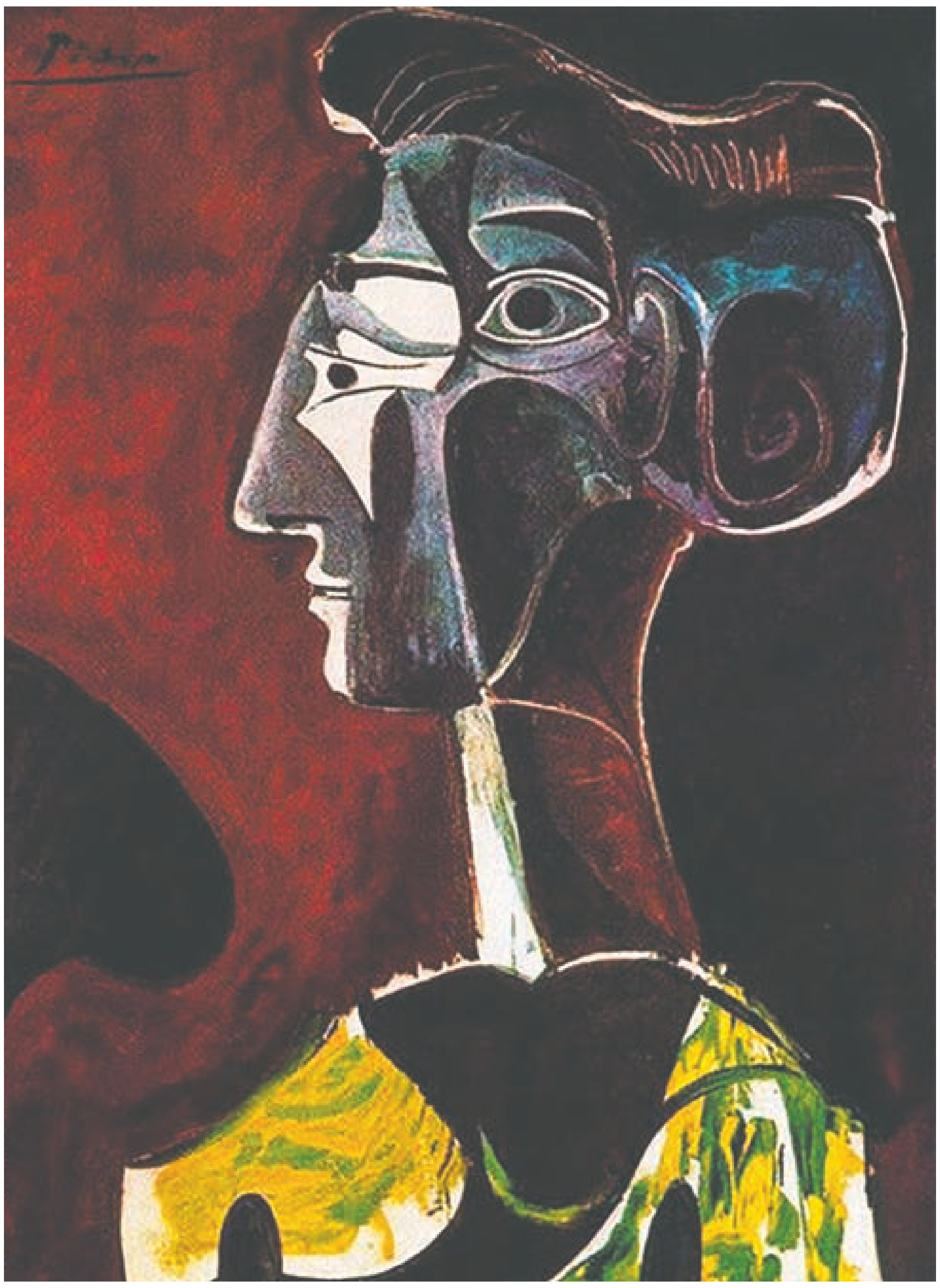

রওশন হক

কালের অপেক্ষায় দিনের সব ক্লান্তি যেমন লুকিয়ে নামে গোধূলি সন্ধ্যায়, ঠিক তেমনি কামিনী বেগমের শরীর-মনজুড়ে ক্লান্তি। চার যুগ পর তার মনে হচ্ছে কোথাও কি তাহলে ভুল ছিল! শ্বশুর লাটু মিয়াঁর কথা খুব মনে পরছে তার। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বামী জাফরের হাত ধরে ভিন্ন এক পরিবারের সাথে সে বসবাস শুরু করে।

পরিবারের সদস্যদের ফেলে আসলেও শ্বশুর লাটু মিয়াঁই কামিনীকে শাসন-ভালোবাসা দিয়ে সমাজ সংসারের জালে বেঁধে ফেলেন। স্বামী শ্বশুরের মায়ায় সে বাবা-মাকে না দেখার কষ্ট বুঝতে পারেনি কখনো।

এতবছর পর সেদিন মন্দির ভাঙার মিছিলে লাঠি হাতে বড় নাতির উদ্যত আচরণে ষাটোর্ধ্ব কামিনী বেগমের বুক ভেঙে যায়। ভীষণ যন্ত্রণায় গুমরে উঠে তার ভেতর, উথালপাতাল ঝড় শুরু হয়।

শ্বশুর শুরুতে তাকে মেনে নিতে না চাইলেও পরে তিনি তাকে নামাজ দোয়া যেমন শিখিয়েছিলেন, তেমনি পূজা দেখতে যেতে কখনো নিষেধ করেননি। হাটখোলার মাঠে সেবার প্রথম ভারত থেকে গড়া বড় দুর্গা আসলো। লাটু মিয়াঁ নিজেই বলেন,-কামিনী চল পূজা দেইখা আসি। এবারে দারুণ সুন্দর দুর্গা আনছে।

হাস্যরস করে বলেছেন, 'তোর বাপের দেশের দুর্গামূর্তি। দেখতে তোর মায়ের মতো। তাড়াতাড়ি কাজকাম গোছোয়ে নে।'

কামিনী তার দুই ছেলে আর শ্বশুর নিয়ে রাত জেগে পূজা দেখেছে। নিজের অজান্তেই বলেছে, আইজকা বাপ বাইচা থাকলে তারা এই কাজ করতে সাহস পাইত না।

গাজি শাহর ওরশের সময় ঘুটঘুটে অমাবস্যা অন্ধকার রাতে কামিনী জাফরের হাত ধরে ডিঙ্গি নৌকায় গাঙ পার হয়ে গাজি শাহর মাজারের পাশ দিয়ে বর্ডার পার হয়। সে বয়সে কামিনী বেশি মাত্রায় সুন্দর ছিল। জাফর তাঁকে তার ছোট চাচীর ঘরে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। একজন দুইজন করে পরদিনই পাড়াপড়শি জেনে যায়।

লাটু মিয়ার বড় ছেলে জাফর বিয়ে ছাড়াই ভারত থেকে হিন্দু মেয়ে ঘরে এনেছে। অনেকেই পাপ পাপ বলে কথা শুনিয়েছে। তবে গাঁয়ের মুরুব্বীরা যারাই একবার তাকে দেখেছে, তারা শ্বশুরকে ঘরে তোলার জন্য অনুরোধ করেছে। কেউ বলেছে, "ও লাটু মিয়া! মাইয়াডা যখন আইয়ায় পরছে তারে ঘরে তুলো। বড় হুজুর ডেকে কাবিন করাও।"

ফরিদ কাকা নিচু স্বরে বলেছেন, "এমন চান্দের লাহান মাইয়া এই জীবনে দেখি নাই। লাটু তুমি তারে ঘরের মধ্যে লুকায়ে রাখো যেন পশুপাখিও টের না পায়।"

সালেহ মেম্বার রেগে এসে কামিনীর বাড়ির ঠিকানা লিখে নিয়ে বলেন, "শুনো মেয়ে তোমার বাবা যদি থানা পুলিশ করে তাহলে কিন্তু তোমাকে তাদের কাছে চলে যেতে হবে।"
যেতে যেতে তার শ্বশুরকে বলেন, "শুনো মিয়া! আল্লাহ তারে দিয়া তোমার ঘর আলো করেছে। তারে নামাজ দোয়া শিখাও।"

লাটু মিয়ার এসব শুনতে ভালো লাগতো না। রাগে তিনি চেঁচামেচি শুরু করতেন। বাজারে লাটু মিয়ার অনেক দিনের মুদির দোকান। মানুষের কথার জ্বালায় লাটু মিয়া দোকানে বসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

সেদিনের কথা কামিনী বেগমের চোখে এখনো ভাসে। শ্বশুর লাটু মিয়া থাকতেন তখন দেউড়ী ঘরে। দেউড়ী থেকে ভিতর বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে তার রাগের কথা শোনাতেন।

"তোমাগোর মা মইরা আমারে বিপদে ফালায়ে গেছে। গাঁও গেরামে আর মুখ দেখাইতে পারি না। বুঝছি, শুধু দোকান না মসজিদে নামাজ পড়াটাও বন্ধ কইরা দিতে হইবো।"

গুটি পায়ে জাফর পেছনের পুকুর পাড়ে আসে। কান খাড়া করে বাবার সব কথা শুনে। কামিনী, চাচী রান্না ঘর থেকে জাফরকে দেখতে পায়। চোখাচোখি হতেই সে হাতে থাকা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গাছে বাঁধা গরুর গায়ে জোরে আঘাত করে। গরু হাম্বা স্বরে ডাকা শুরু করে। জাফর ও পাল্টা বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে,"দিনের আলোয় সক্কলের চোখ আন্ধা হইয়া গেছে। পুকুর পাড়ে কি কোন ঘাস আছে? কবেই সব ঘাস মইরা ছাফ। কোন হারামি গরুটারে মরা ঘাস খাইতে এইখানে বাইন্দা থুইসে। এই বাড়িতে আমি ছাড়া যেন এসব কেউ দেখাবার নাই!"

তারপর সে হেঁচকা টানে গাছ থেকে গরুর দড়ি খুলে নেয়। গরুকে টানতে টানতে দেউড়ীর সামন দিয়ে বাড়ির সামনে মাঠের দিকে নিয়ে যায়।

"এত তেজ দেখায়ে লাভ নাই । তুমি আশকারা পাইয়া মাথায় উঠছো। আমি এখনো বাইচা আছি। আমার গরু আমিই দেখমু। তুমি আর আমার গরু ধরবা না। তোমার গজবটারে নিয়া ঐ পাড়ে বিদায় হও। আমি বাইচা থাকতে আমার ঘরে তোমাগর জায়গা হবে না।

কামিনী তখন ছোট চাচীর ঘর থেকে সব লুকিয়ে শুনছে। লাটু মিয়ার ছোট ভাইয়ের বউ জাফরের ছোট চাচী। কামিনীর শ্বশুর তাকে অনেক পছন্দ করেন। চাচী দুপুরের খাবার নিয়ে দেউড়ীতে ঢোকেন। তার পেছনে ছোট চাচাও। তিনি ভাত বেড়ে দিতে গিয়ে বলেন, 'ভাইসাব, মা মরা ছেলে। বউটাকে একবার দেখেন, আমি জানি আপনার মন ভইরা যাবে।'

ছোট চাচাও সায় দেন, 'হ ভাইজান।'

"যাও যাও আর রূপের গান শুনাইতে আইসো না। বউ কেমনে হয়? ঐ মন্দিরে ফুল দিয়ে করা বিয়ে আমি মানি না।"

পরে শ্বশুরের আদেশে বড় হুজুর দিয়ে তাদের বিয়ে পড়ানো হয়। তিনি শর্ত দেন হুজুরের সব কিছু মেনে চলতে হবে আর কোনদিন নদীর ওপারে যাওয়া যাবে না। বিয়ের পর থেকে কামিনী রায় হয়ে গেল কামিনী বেগম। বিয়ের পর পুরোপুরি ঘর সংসার সামলাতেই সময় চলে যায়, কামিনী তার ফেলে আসা জীবন পরিবার সব ভুলে গেছে।

কামিনী মুসলিম ছেলের সঙ্গে পালিয়ে আসায় মানুষের কথা সহ্য করতে না পেরে তার বাবা পোস্ট অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে অভাব অনটনে অসুখে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। জাফর তখন তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কামিনী যায়নি। সেই শোকে বছর কয়েক আগে মাও গত হয়েছেন। শ্বশুর লাটু মিয়াকে কামিনী কথা দিয়েছিল, তিনি বেঁচে থাকতে কোন দিন বাবার বাড়ির কারো মুখ দেখবে না। কামিনী সে কথা রেখেছে।

কামিনী বেগম আর জাফর দুজনেই বয়সের ভারে ক্লান্ত। এখনো দুর্গাপূজার সময় কামিনী ঘোমটা টেনে পাড়ায় নাতিদের সাথে নিয়ে পূজা দেখতে যায়। পূজা দেখতে দেখতে তার মা বাবার চেহারা চোখে ভেসে আসে। মা বলতো, সে নাকি দেখতে অবিকল দুর্গার মতো হয়েছে।

তার বিয়ের সময়, পাড়ায় এখনের মত পূজামণ্ডপ ছিল না। দিনে দিনে মণ্ডপ বেড়েছে। তার ছেলের বউ নাতি-নাতনীরাও এখন পূজার খাবার, নাচ-গান উপভোগ করে।

হঠাৎ করেই পূজা বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষের হইচই কানে আসে। মিছিলের মতো অনেক মানুষের গলা শুনা যায়। কামিনী ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। বাড়ির সামনে মানুষের ঢল। সবার হাতে বাঁশের লাঠি।

ঘোমটা দিয়ে কামিনী কখন যে মানুষের ঢলে মিশে গিয়েছে বুঝতে পারেনি। মিছিলে সে তার দুই নাতির হাতে লাঠি দেখে ভয় পেয়ে যায়। তারা তাকে ধমক দিয়ে ঘরে যেতে বলে। কামিনী বলে, ও মনা তোরা কই যাস? এত মানুষ কই যায়?

সে দেখে মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে চিৎকার করতে করতে পাড়ার পূজামণ্ডপের দিকে ছুটছে। কেউ কারো কথা শুনতে পায় না।

কামিনী দেখে তার বড় নাতি ও তার বন্ধুরা মন্দিরে দুর্গার গায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। সে দৌড়ে দুর্গার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দুই হাতে দুর্গাকে আগলে ধরে। হামলাকারীদের বাঁধা দিয়ে বলে, - ও দাদু ও মনা এই কাজ তোমরা কইরো না। তোমাদের বাপ দাদারা এমন কাজ কোন সময় করে নাই। যাও বাবারা ঘরে যাও। দুর্গা অখুশি হলে দেশের সমাজের অমঙ্গল হবে। তোমরা সরে যাও। আল্লাহ্'র দোহাই লাগে তোমরা এমন পাপ কইরো না।

তার আকুতি কেউ শুনতে পায়না। কামিনী বেগম দেখতে পায় বৃষ্টির মতো ছুটে আসছে ইট পাথর লাঠির আঘাত।

লাঠির আঘাতে কামিনী বেগম দুর্গার ওপরে লুটিয়ে পড়ে। তার গায়ের শাড়ি খুলে পেটিকোট বেরিয়ে আসে। সে চিৎকার করে কাঁদে, দুর্গা-প্রতিমা বাঁচাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু হিংস্র মানুষের দল তাকে পরোয়া করে না।

কামিনী বেগমের রক্তাক্ত নিথর দেহ সবার অজান্তেই কামিনী রায় হয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া দুর্গার সাথে পড়ে থাকে।

জানালায় নরম রোদের ছটা

মাহবুবুর রহমান

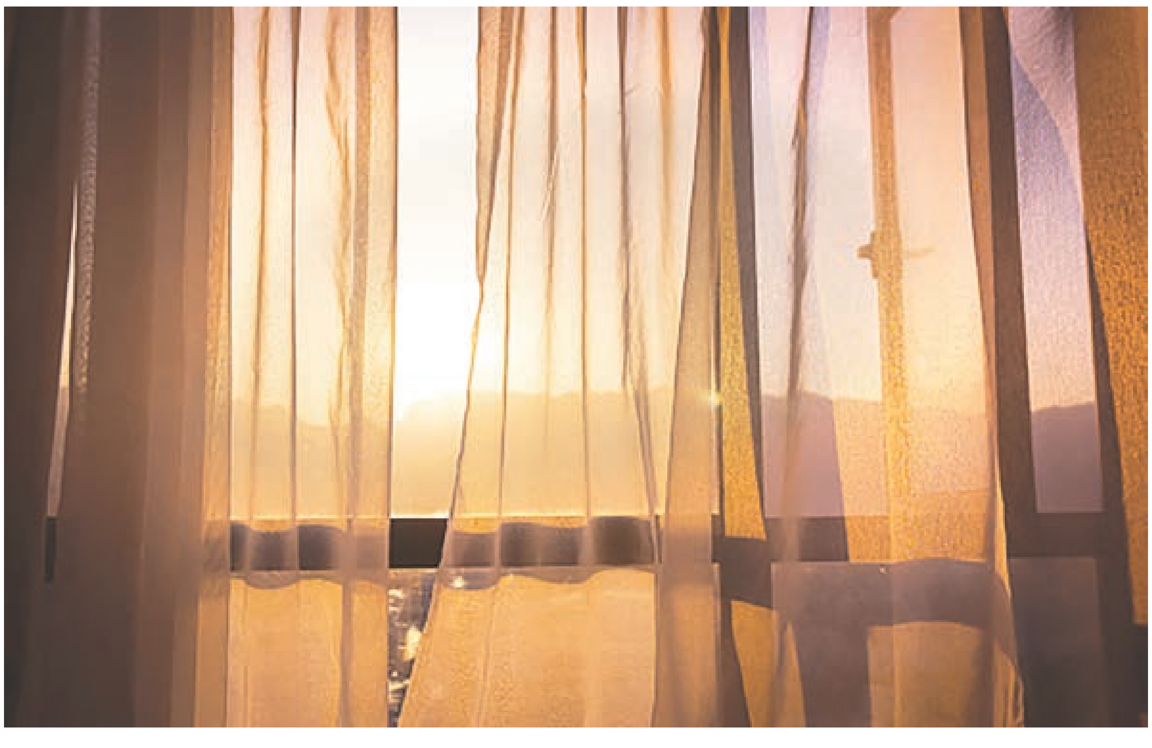

নিউইয়র্কে ওয়েস্টচেস্টারের দামী হাসপাতালের এক ছোট্ট কক্ষ। সন্ধ্যার মৃদু আলো। মধ্যে আমার বেড। দু'পাশে দু'টি চেয়ার। একটিতে হাসি, আমার স্ত্রী। আরেকটিতে লোপা, আমার মেয়ে। কিছুটা ক্লান্তি। একটু আগে আমাকে মুখে তুলে খাইয়েছেন হাসি। ঘরের রান্না। আলু ও মাগুরের ঝুল। আমার প্রিয়। বাইরের খাবারে রুচি নেই। ডা. চৌধুরী দিনে দু'বার আসেন খোঁজ নিতে। আমার ঘুম পাচ্ছে। প্রচণ্ড। ব্রেনে দু'টি সার্জারির পর শরীরের সব রক্ত ফেলে দেয়া হয়েছে। আবার দূষণের আশংকায় ডাক্তারদের সাথে আমিও উৎকণ্ঠিত। কড়া এন্টিবায়োটিকের মিরাকল দেখার অপেক্ষায়। কারো মুখে কথা নেই। এ কেমন নীরবতা!

বালিশের বাম পাশে কানের কাছে লোপা কি একটা রেখে দিল। তার ফোন। মিষ্টি একটা সুর। দূর দূর খেকে ভেসে আসছে। কি মধুর। আহা কি মধুর। শুনেছি সেতারের মোহনীয় সুর ঝংকারে পণ্ডিত নেহরুর সব রোগ-জরা পালিয়ে যেত। লোপা কি সেটা জানে?

শ্রেয়া ঘোষালের রবীন্দ্র সঙ্গীত। আগেও শুনেছি। বার বার শুনলেও অরুচি নেই। গানটি অমিতাভ বচ্চনসহ খ্যাতিমান শিল্পীরাও গেয়েছেন। তবে সব ছাপিয়ে শ্রেয়া শ্রেয়াই। বাঙালি তো!

এ গানের সাথে এক কিশোরীর নৃত্যের কথা মনে পড়ে। চ্যানেল আইয়ে সেরা নাচিয়ে প্রতিযোগিতায় শাহনাজ সুমি নামের ওই কিশোরীর নৃত্য শেষে বিচারক মেহের আফরোজ শাওন দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানান, করতালি দিয়ে। আমি রীতিমতো রোমাঞ্চিত হই।

দিল্লীর প্রবেশদ্বার। চারদিকে উপবিষ্ট বনেদি অভিজাত সুধীমণ্ডলী। মঞ্চে এলেন এক রাজকুমারী, শ্রেয়া ঘোষাল। কণ্ঠে তাঁর জাদু। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো...' সুরে মোহাবিষ্ট সবাই। কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই। একটু থেমে শুরু হলো আরেকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত। ভালোবাসার। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার। বাংলাদেশের গর্ব বন্যা। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে' ভূষিত।

মনে পড়ে, নিউইয়র্কে বন্যার প্রথম অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম আমি ও এম এম শাহীন (সম্পাদক, সাপ্তাহিক ঠিকানা)।

নব্বই দশকের প্রথম ভাগ। কুইন্স ব্লুবার্ডে দেখা হাদি ভাইয়ের সাথে, তাঁর কনভিনিয়েন্স স্টোরে। হাদি ভাই সিলেট শহরের জিন্দাবাজারের বাসিন্দা, আমার প্রতিবেশী। বললেন, ভাবী (রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা) এসেছেন, চাইলে অনুষ্ঠান করতে পারেন। এক কথায় রাজী হয়ে যাই। কথা বলি শাহীন ভাইয়ের সাথে। এ মহতী উদ্যোগে তিনিও সামিল হন। আমরা স্থান নির্ধারণ করি ডিটমার্স ব্লুবার্ডের (ক্রিসেন্ট স্ট্রীটের কাছে) একটি গির্জার হলরুমে। দিন-ক্ষণ ঠিক করে সাপ্তাহিক ঠিকানায় বিজ্ঞাপন, যন্ত্রী, সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়।

নির্ধারিত দিনে সময়ের আগেই হল পূর্ণ হয়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আসেন গুণমুগ্ধ শ্রোতারা। বন্যাও নিজেকে উজাড় করে দেন। পরিবেশন করেন এক ডজনেরও বেশি গান। শ্রোতাদের শুভেচ্ছা অর্থে হল ভাড়া, সাউন্ড সিস্টেম, বিজ্ঞাপনের খরচ মেটানোর পর একটা খামে কিছু ডলার পুরে ভাবীর কাছে আমরা পৌঁছে দিলাম। এটাই ছিল বন্যার নিউইয়র্কে প্রথম অনুষ্ঠান। এরপর তারেক মাহবুব (মরহুম) একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কাদেরী কিবরিয়ার এক জলসার কথাও ভুলব না। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া অফিসে ঘরোয়া আসরে কাদেরী কিবরিয়া গাইলেন এক ডজন রবীন্দ্র সঙ্গীত। সেকি অন্তর ছোঁয়া পরিবেশনা। ওই ভাললাগার স্মৃতি এখনও অনুভব করি।

হাসপাতাল কক্ষে নীরবতা। ভাঙলেন হাসি। রবীন্দ্রনাথের বংশধর, নাতি-নাতনী কারও কথা শুনি না। তারা কেউ নেই? আমার অস্ফুট আওয়াজ, জানি না। হঠাৎ খেয়াল হলো, মো. রফির সুমধুর নাতে রসুল শুনলে ভালো লাগত। কি কণ্ঠ আর পরিবেশনা, না শুনলে কাউকে বোঝানো যাবে না। লোপাকে অনুরোধ করতেই ফোনে শুরু হলো সার্চ। লতা মুঙ্গেশকর যথার্থই বলেছেন, রফি সাহেবের মতো শিল্পী একশ বছরে একজনই আসেন।

১৯৪৪ সাল। লাহোরে আয়োজন হয়েছে সে সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কে এল সায়গলের জলসা। লোকে লোকারণ্য। আচমকা বিদ্যুৎ বা যান্ত্রিক কোনো ত্রুটির জন্য অনুষ্ঠান শুরু করা যাচ্ছে না। এত দর্শক-শ্রোতা কিভাবে সামলানো যায়?
আয়োজকরা তখন তের বছরের এক কিশোরকে স্টেজে তুলে দিলেন। গান শুনে দর্শক-শ্রোতাদের সেকি আনন্দ।

তের বছরের সেই কিশোরই হলেন শিল্পী মো. রফি যাঁকে তাঁর যুগের 'তানসেন' বলা হতো। লাহোর থেকে বোম্বে পাড়ি দিলেন শিল্পী এবং এরপর রচিত হলো এক অনন্য ইতিহাস। আমাদের শৈশবে মিলাদ শরীফে নাতে রসুল কোরাস কণ্ঠে বহুবার গেয়েছি।

এখন তেমন সুযোগ আসে না, সুযোগ পেলে কণ্ঠ মিলাই। লোপা খুঁজে পেয়েছে। ফোনটা আমার কানের কাছে রাখল।এই তো সেই কণ্ঠ, সেই সুর আর বাণী। মো. রফির।' ইয়া নবী সালাম আলাইকা/ ইয়া রসুল সালাম আলাইকা/ ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা/ সালাওয়া তুলা আলাইকা '... আমি শিহরিত হলাম। শরীর কেঁপে উঠলো। ধীরে ধীরে ডুবে যেতে থাকলাম অন্য এক জগতে। অনুভব করলাম, আমি নবীজীর সান্নিধ্যে আছি। আমার সকল ভালবাসা, শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করছি। অনুভব করছি তাঁর আশীর্বাদ। আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দু'গাল বেয়ে। এক সময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। গভীর গভীর নিদ্রা। সকালে চোখ মেলে দেখি ছোট্ট জানালার আয়নায় নরম রোদের ছটা।

...নিউইয়র্কের একটি নার্সিং হোম থেকে

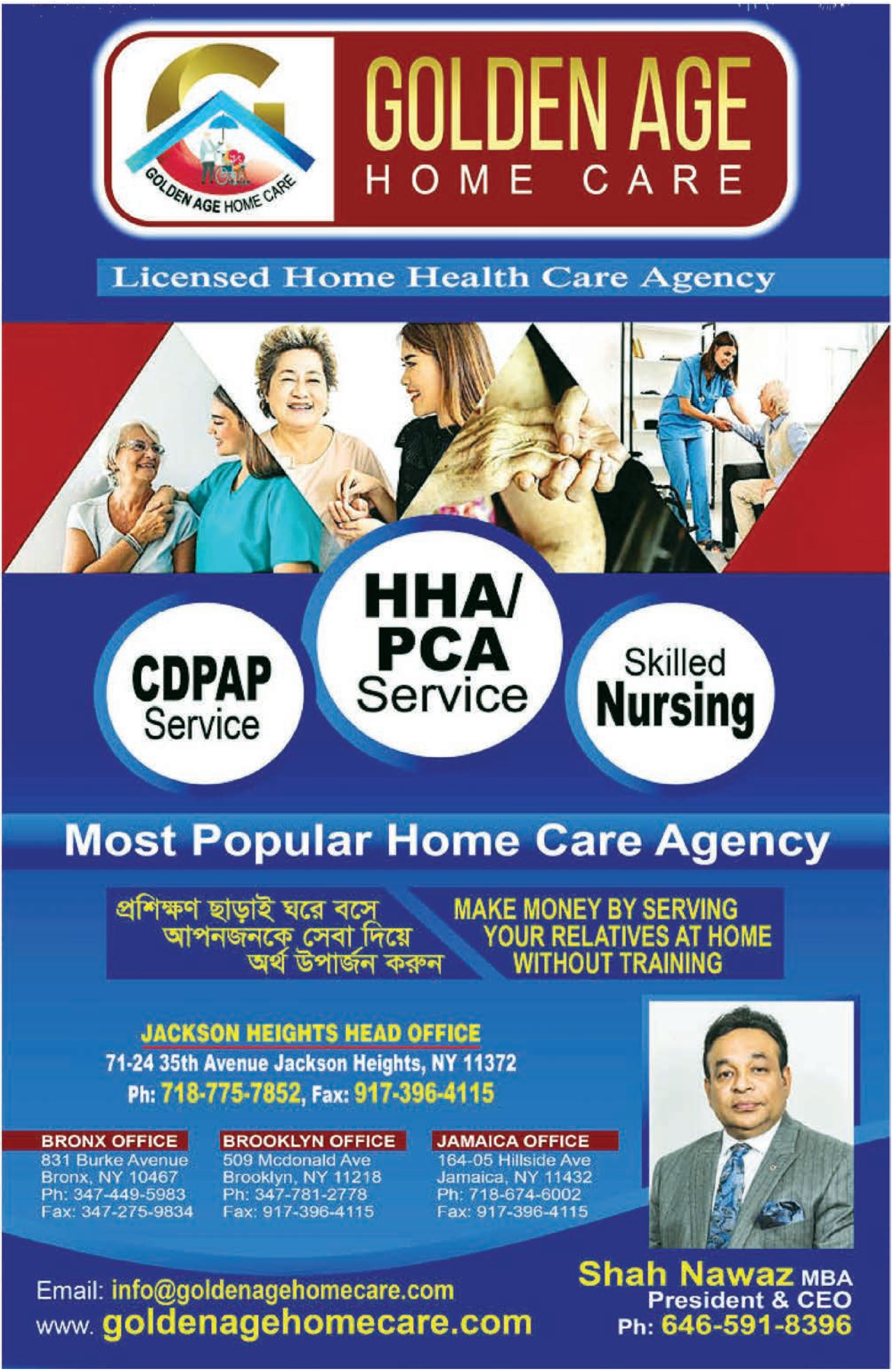
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212
আমরা নুতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
27 January 2022, Thursday, 5th Year, Issue 254, 40 Pages
২৭ জানুয়ারি ২০২২, ১৩ মাঘ ১৪২৮, ২৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলামে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা

শামীম সিদ্দিকী

একে অন্যের ধর্ম পালন করতে গিয়ে কেউ কোনোরূপ সীমা লঙ্ঘন কিংবা বাড়াবাড়ি করবে না। অন্য কেউ যদি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তবে ভুলেও যেন কোনো ইমানদার এ ধরনের হীন ও জঘন্য কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে। এ বিষয়টিই নসিহতস্বরূপ মুমিনদের উদ্দেশে আল্লাহতায়ালা বলছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবদেবীর পূজা-উপাসনা করে, তোমরা তাদের গালি দিও না। যাতে করে তারা শিরক থেকে আরো অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে।' -সূরা আনআম: ১০৮।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

সাত দিন পর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ইয়াসমিন হক। বুধবার সকালে। ছবি: সংগৃহীত

অনশন শেষ, আন্দোলন নয়

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ডেস্ক

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদের পদত্যাগের দাবিতে অনশনরত শিক্ষার্থীরা ১৬৩ ঘণ্টা পর অনশন ভেঙেছেন। গতকাল বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের অনুরোধ এবং আশ্বাসে অনশন প্রত্যাহার করেন তাঁরা। তবে অনশন ভাঙলেও

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ওমিক্রন নিয়ে যা বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ডেস্ক রিপোর্ট

করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ধরনকে মৃদু ভেবে হেলাফেলার সুযোগ নেই। এমন কথাই বলেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সংক্রামক রোগবিষয়ক শীর্ষ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ মারিয়া ভ্যান কেরখোভ। তিনি মনে করেন, ধরনটি ডেল্টার চেয়ে কম মারাত্মক হলেও আগের ধরনগুলোর মতোই এটি কারও কারও জন্য গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেকনিক্যাল প্রধান মারিয়া ভ্যান কেরখোভ। ডেল্টার তুলনায় কম মারাত্মক হলেও ওমিক্রনে আক্রান্ত মানুষকে কেন এখনো হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে, কেন আক্রান্ত ব্যক্তিরা মারা যাচ্ছেন—এ ব্যাপারে মারিয়ার কাছে জানতে চাওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত আয়শা আক্তার। সম্প্রতি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার সারিয়ালজোত গ্রামে।

তেঁতুলিয়ায় ফুটেছে টিউলিপ

হোসেন রায়হান

শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে উত্তরের শীতপ্রধান সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ফুটেছে রূপলাবণ্যে ভরা টিউলিপ। শীতপ্রধান দেশের এই ফুল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চাষ করছেন ক্ষুদ্র চাষিরা। এই জেলায় কয়েক মাসজুড়ে শীতল আবহাওয়া বিরাজ করে বলে টিউলিপ চাষের সম্ভাবনা দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তাঁরা বলছেন, পঞ্চগড়ে বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ করা সম্ভব।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave, 2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

KARNAFULLY কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স পেরোল বিজনেস সেটআপ ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON" RE/MAX
Hashan Chowdhury Realtor
Mobile: 301-675-1822 Office: 301-916-1400 Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com 12810 Wisteria Dr, #300 Germantown, MD 20874

CREDIT REPAIR ক্রেডিট রিপেয়ার
আমাদের সেবা সমূহ:
Ultra Credit Solutions Inc.
929-386-6426
929-386-4705
Public Record Removal, Collection Removal Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
www.ultracreditsolutions.com

খলিল বিরিয়ানীতে আসুন "বাইতেন বিরিয়ানী"-এর স্বাদ নিন
KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE 2062 McGraw Ave, Bronx NY 10462, Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE 1445 Olmstead Ave, Bronx NY 10462 Ph: 718-483-8904
www.khalilsfood.com

IATA Accredited Agent OPEN 7 DAYS Best service is our Goal Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam Branch Manager 646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

M মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
917-346-8207
Liberty Renovation
Libertyrenovation.com

QA TEK SOLUTIONS
An Information Technology Company
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
NO IT EXPERIENCE REQUIRED!
WE PROVIDE GUARANTEED JOB ASSISTANCE
What We Offer:
• Professional IT Courses
• Resume Build Up
• Job Assistance
• Website Design
• IT Consultancy
Most Popular Courses:
• Software Testing with Selenium & Accessibility Testing
• Data Analysis With Power BI
Get The Job You Deserve:
• Interactive Training Courses
• Guaranteed Job Assiscance
• Onsite & Online Classes
• Weekdays & Weekend Sessions
• Student Support Session
ADMISSION GOING ON
QA TEK Solutions Inc.
New York: 89-16 175 St., CF-4, Jamaica, NY 11432 Cell: (347) 259-1930 / (347) 658-9284
Virginia: 6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165 Cell: (571) 457-0371
Email: admin@qateksolutions.com Website: www.qateksolutions.com

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com